বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

(PHILOLOGICAL STUDY OF THE RIG-VEDA).

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ প্রণীত।

[illegible] নং মিত্র লেন, চোরবাগান।

কলিকাতা।

অনাদি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩৭ নং বেথুন রো, কলিকাতা।
শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ—

পরমারাধ্য ৺পিতৃদেবের অতুলনীয় স্নেহের স্মৃতিচিহ্নরূপে এই গ্রন্থ তাঁহার চরণে ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। দেব! এই পার্থিব পুষ্পমাল্যগন্ধে নন্দনকাননকুসুমতৃপ্ত আপনার আত্মার পরিতৃপ্তি হইবে কি? সর্ব্বসাক্ষী কাল এই প্রশ্নের সমাধান করিবেন। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

ভূমিকা

প্রায় ৫ বৎসর অতীত হইল ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমানে চলিত প্রাদেশিক ভাষা বিষয়ে একখানি পুস্তক * ইংরাজি ভাষায় প্রণয়ন করি। পুস্তকখানি আমার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থও ইংরাজি ভাষায় প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম কিন্তু আমার বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মাতৃভাষায় রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। গ্রন্থের ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এই ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে বেদ ও পুরাণ আমাদের দেশে পূজিত এবং আদৃত হইয়া আসিতেছে। বেদের উপর সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে এবং পুরাণ তাহার গঠন নির্ণয় করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বেদ ও পুরাণে প্রাচীন আর্য্যজাতিগণের প্রাচীনতম ইতিহাস অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতই বেদ ও পুরাণ অমৃতের খনি। কিন্তু দেশ কাল এবং পাত্র ভেদে ভাব ও ভাষার তারতম্য এবং বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। বৈদিকযুগে আর্য্যজাতিগণের ভাব ও ভাষা যেরূপ ছিল ক্রমশঃ তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং বৈদিকযুগ অতীত হইলে উহা দুরূহ ও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। এইজন্যই মহামতি যাস্কমুনি বৈদিক শব্দার্থনির্ণয়ের জন্য নিঘণ্টু নামক গ্রন্থ রচনা করেন। বৈদিক শব্দার্থ

---

* A Short Thesis on Comparative Philology with Special Reference to the Dialects of Bengal.

বিষয় সম্বন্ধে এই নিঘণ্টু গ্রন্থকে দিগ্দর্শন যন্ত্রস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি কি কারণে বৈদিক ভাষা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে ভাষা-তত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা এই গ্রন্থে বেদ, পুরাণ এবং ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার সাহায্যে দেখাইয়াছি যে আর্য্যগণের জাতীয় জীবনে তিনটী প্রধান যুগ পরিলক্ষিত হয়ঃ—যাযাবর যুগ, কৃষিযুগ এবং এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি সন্ধিযুগ। এই গ্রন্থে প্রধানভাবে যাযাবর যুগের আলোচনা করা হইয়াছে। যাযাবর যুগে আর্য্যগণের ধর্ম্ম কিরূপ ছিল, তাঁহাদের আদিম আবসথ কোথায় ছিল, কিরূপে তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ হইল, কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ে তাঁহারা বিভক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন দিকে কিরূপে তাঁহাদের অভিযান সংঘটিত ও উপনিবেশ স্থাপিত হয় তাহা এই গ্রন্থের ২য় হইতে ৭ম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বেদ মন্ত্র এবং স্থানে স্থানে পুরাণ ও স্মৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া আলোচ্য বিষয় সমর্থিত করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ যাহাতে অনায়াসে অর্থগ্রহণ করিতে পারেন এইজন্য উদ্ধৃত প্রতি মন্ত্র ও শ্লোকের বঙ্গ ভাষায় ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে এবং পৃষ্ঠার পাদদেশে সংস্কৃত টীকা ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া কয়েকটী বিষয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত না করিয়া পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল এবং তাঁহাদের সুখাববোধের জন্য এই গ্রন্থে আলোচিত প্রয়োজনীয় শব্দ-গুলির একটী বর্ণানুক্রম সূচী দেওয়া গেল। ইতি—

ফরিদপুর
জানুয়ারি ১৯২২।

গ্রন্থকার

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

গ্রন্থসূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ

বিষয়	পত্রাঙ্ক

পঞ্চম অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ

সম্প্রদায় বিভাগ

আর্য্যজাতি
- অযাজ্ঞিক বা 'নহুষ' (I)
- যাজ্ঞিক
  - অসুর্য্যা (II)
    - পর্শু (IIa) (Persians)
    - মাধ্য (IIb) (Medes)
    - মায়ী (IIc) (Magi, Chaldeans)
    - পণি, পণয়া (IId) (Phœnicians)
  - দেবযাজি
    - পুরু (III)
    - যদু (IV)
    - তুর্বশ (V)
    - অনু (VI)
    - দ্রুহ্য (VII)

১১২—১৫৯

বিষয় — পত্রাঙ্ক

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

বৈদিক ভাষা

বৈদিক ভাষার দুর্গমতা—বৈদিকযুগ হইতে বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকার ভাবের অভিব্যক্তি—বৈদিক শব্দের বর্ত্তমানে অর্থ-বৈলক্ষণ্য--বৈদিক শব্দের বর্ত্তমানে অপ্রচলন—ভাষা-বিজ্ঞান—বৈদিক 'অরুষ' এবং ইংরাজি horse শব্দ--বৈদিক 'গু' শব্দ—বৈদিক শব্দের বর্ত্তমানে অর্থবৈলক্ষণ্যের কারণ—১। বিভিন্ন মার্গে শব্দের অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ—বিভাবরি শব্দ—২। যৌগিক শব্দের অপ্রচলিত অংশের পৌরাণিক ব্যাখ্যা—বৃত্র—বৃত্রহন্—বজ্র—দধীচ—অস্থভিঃ—বল—বলারাতি—পাক-পাকশাসন—প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা—ভাষা-বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা।

বেদ ও স্মৃতি হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি স্বরূপ। বেদ ও স্মৃতি উভয়ের মধ্যে মতদ্বৈধস্থলে বেদেরই প্রামাণ্য ধর্ম্মসম্মত। এদেশে এখনও স্মৃতির চর্চ্চা আছে কিন্তু বেদের চর্চ্চা একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার প্রধান কারণ বেদের দুর্গম অবোধ্য ভাষা। অপর কারণ বৈদিকযুগে যে সকল ভাবের যে প্রকারে অভিব্যক্তি হইত এখন সেই সকল ভাবের সেই প্রকারে অভিব্যক্তি হয় না। তৃতীয় কারণ বৈদিকযুগের অনেক শব্দের বর্ত্তমানে অর্থ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে এবং বহু শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যাস্ক মুনির নিঘণ্টু এবং নিরুক্ত প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেই

প্রতীয়মান হইবে যে সুদূর অতীতে বেদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল। এমন কি যাস্ক মুনিকেও বাধ্য হইয়া অনেক শব্দ 'পদনামানি' অর্থাৎ পদের নাম এই মাত্র বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। এই 'পদনামানির' মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে যাহার অর্থ দৃশ্যতঃ অতি সরল ও সুবোধ্য কিন্তু বেদে এরূপস্থলে উহাদের প্রয়োগ আছে যে ঐ সরল সুবোধ্য অর্থ খাটাইলে কোনরূপেই শব্দের সঙ্গতি করিতে পারা যায় না। এই জন্যই মহামতি যাস্ক ঐ সকল শব্দ 'পদনামানি' অর্থাৎ পদের নাম এই মাত্র বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাক ইহার কারণ কি।

সকলেই জানেন ভাবের অভিব্যক্তির নাম ভাষা। প্রত্যেক শব্দই ভাবের মুদ্রাঙ্কনে মুদ্রিত ও অভিব্যঞ্জিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিবশে ভাবের মুদ্রাঙ্কনও কোন স্থানে অস্পষ্ট হইয়া যায়, কোন স্থলে বা একেবারে উঠিয়া যায়। তখন শব্দটী হয় বস্তুবাচি চিহ্ন মাত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হয় অথবা একেবারে অপ্রচলিত হইয়া যায়। বাজারে প্রচলিত মুদ্রা ঘসা হইলেও যতক্ষণ কিছুমাত্র অঙ্কন দেখা যায় ততক্ষণ চলে। কিন্তু একেবারে ঘসা হইলে অচল হয়। মুদ্রার অঙ্কনশালা আছে। তথায় ঢালাই হইয়া নূতন অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া নূতন সাজে মুদ্রা আবার লোক সমাজে প্রচলিত হয়। কিন্তু শব্দের মুদ্রাঙ্কন শালা কোথায় যেখানে তাহার অস্পষ্ট ভাবের অঙ্কন আবার ফুটাইয়া তুলিবে, লুপ্ত ভাব আবার খোদাইয়া বসাইবে? যদি এরূপ কোথাও থাকে তাহা মনুষ্যজাতির ধীশক্তি। যে যন্ত্র সাহায্যে ধীশক্তি ভাবের অঙ্কন পুনর্ব্বার উদ্ধার করিতে বা ফুটাইয়া তুলিতে পারে তাহাই ভাষা

বিজ্ঞান বা ভাবাতত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। এই স্থলে দুই একটী উদাহরণ দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে দ্বাদশবর্গে 'অশ্ব' অর্থে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গে 'রূপ' অর্থে 'অরুষ' এই শব্দ পঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় 'অরুষ' শব্দ অপ্রচলিত কিন্তু এক সুদূর দেশের ভাষায় এই শব্দ এখনও প্রচলিত আছে। ইংরাজি ভাষায় horse এবং বৈদিক 'অরুষ' একই শব্দ। কেবল আদি স্বরবর্ণের সোচ্ছ্বাস ও অনুচ্ছ্বাস প্রয়োগ এই মাত্র পার্থক্য। কিন্তু ইংরাজি horse এই কথায় ভাবের অভিব্যক্তি বা অঙ্কন অতিশয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ শব্দ এখন তদভিবাচ্য জন্তু বিশেষের জ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কেন horse ঐ জন্তু বিশেষকে বুঝায় তাহা ঐ ভাষা-বাদি কোন ব্যক্তির নিকট পাওয়া সুকঠিন। এক্ষণে 'অরুষ' শব্দ লওয়া যাকৃ। ভাষা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন শব্দ বিকৃতি চারি প্রকারে সম্পাদিত হয়, যথা—১ম বর্ণাগম, ২য় বর্ণবিপর্য্যয়, ৩য় বর্ণবিকৃতি, ৪র্থ বর্ণলোপ। কিন্তু এই চারিপ্রকার শব্দ বিকৃতির মূলে একটী মাত্র নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা শ্রুতিমাধুর্য্য। এই শ্রুতিমাধুর্য্য নিয়মের বশবর্ত্তি হইয়াই হন্ ধাতু হইতে বর্ণাগম হেতু 'হংস', বর্ণবিপর্য্যয় হেতু 'সিংহ,' 'গুহ' ধাতুর সহিত 'ত'কার যোগে বর্ণবিকৃতি হেতু 'গূঢ়', এবং 'পৃষৎ,' ও 'উদর' এই দুই পদের সমবায়ে বর্ণলোপ হেতু 'পৃষোদর' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। 'অরুষ' এই শব্দের সমাপ্ত মাত্র বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা 'অরষু' এই শব্দ পাওয়া যায়। 'অরষু' শব্দের 'অর্' এই অংশ গতিবাচি 'ঋ'ধাতুর রূপান্তর মাত্র এবং 'শু' শব্দ দ্রুতবাচি। বেদে 'অশ্ব' ও 'রূপ' এই দুই অর্থে 'অরুষ'

এই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অশ্ব' এবং 'রূপ' এই দুইটাই দ্রুতগমনশীল। অজগবাদির ন্যায় মন্থরগমন অশ্বের স্বভাব নহে। দ্রুত গমনই ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আবার মরজগতে রূপও অচিরস্থায়ি। এই আছে, এই নাই। ইহাও দ্রুতগমনশীল। 'রূপ' এবং 'অশ্ব' এই উভয় পদার্থের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের অভিব্যক্তির জন্য 'অরুষ' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে দ্রুততাবাচি বৈদিক 'শু' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল। 'আশু' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে যৌগিক অবস্থান ব্যতীত বৈদিক 'শু' শব্দের নিরপেক্ষ অবস্থান লক্ষিত হয় না। কাযেই যে ভাবের অভিব্যক্তি লইয়া বৈদিকযুগে 'অরুষ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল পরবর্ত্তিযুগে 'শু' শব্দের অপ্রচলনে সেই ভাবের অঙ্কন ধুইয়া মুছিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু প্রচ্ছন্নবাসে প্রবাসীর ন্যায় বৈদিক 'শু' শব্দ এখনও বহুল শব্দে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঠক পাঠিকাদিগের কৌতুহল নিবারণার্থে 'শু' শব্দ ঘটিত কতকগুলি শব্দ নিম্নে দিলাম। 'ইষু' শব্দের অর্থ বাণ। গত্যর্থক 'ই' ধাতু এবং দ্রুততাবাচি 'শু' শব্দ এই উভয়ের যোগে এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দ্রুতগামিত্বের ভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়াই 'ইষু' শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। আবার 'ইষু' শব্দের বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া আমরা 'শ্বি' (শু + ই) এই ধাতু পাই। ইহার অর্থ গতিবৃদ্ধি। বৈদিকযুগে গতিবাচি 'অন্' ধাতুর নিরপেক্ষ প্রয়োগ ছিল। মহামতি যাস্কের নিঘণ্টুতে গতিকর্ম্মপর্য্যায়ে 'অনিতি' এই পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই 'অন্' ধাতুর সহিত বৈদিক 'শু' শব্দের যোগে কিরণবাচি 'অংশু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে কিরণই দ্রুতগামিতম পদার্থ। আবার

এই 'অংশু' শব্দের বর্ণবিপর্যয় করিয়া আমারা সারমেয়বাচী 'শ্বন্' (শু + অন্) শব্দ পাই। এখানেও শব্দটী সেই দ্রুতগমনভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত। প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাইবে গোমহিষাদির ন্যায় মন্থর গমনে সারমেয় কখনই চলে না। দ্রুতগমনই উহার স্বভাব। সেই ভাবেই অভিব্যঞ্জিত হইয়া তাহারই অঙ্কন দেহে লইয়া 'শ্বন্' শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'soon' শব্দও বৈদিকযুগের এই 'শু' শব্দের রূপান্তর মাত্র।

শুদ্ধ যে ভাবের অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা বা লোপ হেতু বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত ও বৈদিক ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে তাহা নহে। বৈদিক ভাষায় এরূপ অনেক শব্দ আছে বর্ত্তমানে যাহাদের বহুল ভাবে অর্থ-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। প্রধানতঃ ইহার দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ :—যে সকল ভাবের অভিব্যক্তি লইয়া বৈদিকযুগে শব্দ গুলির প্রচলন হইয়াছিল কালক্রমে তাহা অস্পষ্ট হইয়া গেলে পরবর্ত্তিযুগের মনীষিগণ সেই সকল শব্দে ভাবের অভিব্যক্তি পুনরায় ফুটাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বৈদিকযুগে যে মার্গে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল পরবর্ত্তিযুগের চেষ্টা তাহা হইতে বিভিন্নমার্গাবলম্বিনী হইল। নিম্নের উদাহরণে এই বিষয় বিশদীকৃত হইবে। মহামতি যাস্কের নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে 'উষোনামানি' অর্থাৎ প্রাতঃকালের নাম পর্য্যায়ে 'বিভাবরি' এই শব্দ লক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে কিন্তু এই শব্দ রাত্রিবাচী। এক্ষণে দেখাযাক কেন এইরূপ হইল। 'বিভা' আলোক যে করে বা যাহার আছে এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য বৈদিকযুগে 'বিভাবস্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'বিভাবরি' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। পরবর্ত্তি

যুগের মনীষিগণ 'বরি' এই অংশ আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে উৎপন্ন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া 'বিভাবরি' শব্দে 'বিভা' অর্থাৎ আলোক যে 'আবরণ' করে এইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু শব্দের অর্থে আকাশ পাতাল দিবারাত্র প্রভেদ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় কারণঃ—পরবর্ত্তিযুগে যৌগিক শব্দে আংশিক রূপে বৈদিক যুগের অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার এবং ঐ অপ্রচলিত অংশ বিশদীকরণার্থ পুরাণের অবতারণা। নিম্নের উদাহরণে এই বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে মেঘবাচি শব্দসমূহের মধ্যে 'বৃত্র' এই শব্দটী দেখা যায়। আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বৃত্র' শব্দে 'যাহা দ্বারা নভোমণ্ডল চন্দ্র-সূর্য্যাদি আবৃত হয়' এই ভাবের অভিব্যক্তি হইত। কালক্রমে 'বৃত্র' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু 'ইন্দ্র' এই অর্থে 'বৃত্রহন্' শব্দ প্রচলিত রহিল। কোন যৌগিক শব্দের পূর্ব্বাংশ যদি অপ্রচলিত শব্দ হয় এবং অপরাংশ যদি হনন অথবা শত্রুবাচী হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তি শব্দটি কোন দৈত্য দানব অসুর বা রাক্ষস বিশেষের বাচক হইতেই হইবে ইহাই পুরাণের সিদ্ধান্ত। পুরাণের এই সিদ্ধান্তবশে বৈদিকযুগের মেঘবাচী 'বৃত্র শব্দ অসুরবিশেষে পরিণত হইল। পুরাণের মায়াযষ্টি স্পর্শে তাহার পিতা মাতা পুত্র পৌত্রাদি কিছুরই অভাব রহিলনা। ইন্দ্রের সহিত তাহার বহুতর যুদ্ধ ও শেষে পতন বর্ণিত হইল। পুরাণের কবিকল্পনা উদ্দাম বিশ্বতোমুখী অনন্ত-শক্তিশালিনী। বেদেও নানাস্থানে বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু কোন স্থলেই 'বৃত্র' শব্দের আদিম অভিব্যক্তির ব্যাঘাত

হয় নাই। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল দ্বাত্রিংশৎসূক্তে অষ্টম এবং একাদশ মন্ত্রদ্বয় এইরূপ :—

"নদম্ন ভিন্নম্ অমুয়া শয়ানম্
মনোরুহানা অতি যন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ
তাসাং অহিঃ পৎসুতঃশীর্ব ভূব॥
দাশপত্নী রহি গোপা অতিষ্ঠন্
নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলম্ অপিহিতম্ যদাসীৎ
বৃত্রম্ জঘন্বাঁ অপতদ্ববার॥"* •

"মনোহর বারি প্লাবিতকূল ভিন্ন নদের ন্যায় শয়িত বৃত্রকে অতিক্রম করিয়া গেল। বৃত্র নিজ প্রভাবে যাহাদের আবদ্ধ রাখিয়াছিল এক্ষণে তাহাদেরই পদতলে অহি শয়ন করিল।

---

*১। 'ন' শব্দ বেদে সাদৃশ্য বাচকত্বে বহুলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। 'অহি' শব্দ মেঘবাচি। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১০ম বর্গ মেঘবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

৩। পৎসুতঃ শীঃ—পাদ শব্দের ৭মী বিভক্তিতে বহুবচনে পৎসু পদ সিদ্ধ হয়। পৎসু এই পদের উত্তর আবার ৭মী বিভক্তি বাচি 'তস্' বা 'তসিল' প্রত্যয় হইয়াছে। এই এক বিভক্তির দুইবার প্রয়োগ বেদে বহুল দৃষ্ট হয়। যথা—দেবাসঃ—দেবতারা। পৎসুতঃ শেতে যঃ সঃ পৎসুতঃশীঃ—পদতলে শয়নকারী।

৪। অহিগোপাঃ—অহিঃ মেঘঃ গোপঃ রক্ষয়িতা যাসাং তাঃ—মেঘ যাহাদের রক্ষয়িতা। গুপ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা।

৫। অপিহিতং—তিরোহিতং—আচ্ছাদিতং

"অপিধান তিরোধান পিধানচ্ছদনানিচ" ইত্যমরঃ।

"বনিকৃনিবদ্ধ গবাদির ন্যায় বারি সকল অহি রক্ষিত হইয়া নিরুদ্ধাবস্থায় ক্রীতদাসীগণের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল জলের বিল আবৃত ছিল। বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র তাহা উদ্ঘাটন করিলেন" বৃত্রের এই বর্ণনায় কবিকল্পনার কিছু অভাব নাই। কিন্তু এখানে কল্পনার একটা সীমা আছে। উহা ভাবের অভিব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে নাই। পুরাণ বৃত্রাসুরের বর্ণনায় কল্পনার যেরূপ উদ্দাম ক্রীড়া দেখাইয়াছেন বৃত্রের পাতনাস্ত্র বজ্রের কল্পনা বিষয়েও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই। বৃত্র সংগ্রামে ব্যাকুলিতমনা সুরপতি তপঃপ্রভাব সমন্বিত দধীচিমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বৃত্রপাতনক্ষম বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার অস্থিগুলি যাচ্ঞা করিলেন। মুনিবরও 'অহো ভাগ্য' বলিয়া নিজের অস্থিগুলি ইন্দ্রকে দান ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। শচীপতিও বিশ্বকর্ম্ম দ্বারা অস্থিগুলি শানযন্ত্রে চড়াইয়া বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তদ্বারা অবশেষে বৃত্রাসুরের নিধনসাধন করেন। পৌরাণিক কল্পনার মানদণ্ড যে কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা পুরাণকারই বলিতে পারেন! হিন্দুমাত্রেই জানেন বেদই পুরাণের মূল। এই পৌরাণিক বজ্রকল্পনার মূলে যে বৈদিক ভিত্তি আছে তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল চতুরশীতিতমসূক্তে ত্রয়োদশ মন্ত্রে আমরা পাই

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব॥"*

---

*উং ঊর্দ্ধং অধি উপরি অঞ্চতি গচ্ছতীতি দধীচঃ অধীশ্বর ইত্যর্থঃ নাস্তি প্রতি

"বিশ্বের অধীশ্বর অপ্রতিরথ ইন্দ্র চঞ্চলগতি দ্বারা বৃত্রগণকে একোনশতবার প্রহার করিয়াছিলেন।" এখন দেখাযাক 'দধীচঃ' এবং 'অস্থভিঃ' এই দুই শব্দ বৈদিকযুগে কি ভাব অভিব্যক্ত করিয়াছিল এবং পৌরাণিক রঙ্গমঞ্চেই বা উহারা কি অভিনয় করিল। উর্দ্ধার্থক 'উৎ' এবং উপরিবাচি 'অধি' এই দুই উপসর্গের সহিত গতিবাচী 'অঞ্চ' ধাতুর যোগে এবং বর্ণাত্যয় হেতু 'উৎ' এই অংশের 'উ'কার লোপ হওয়ায় 'দধীচ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'যিনি সকলের উপর এবং উর্দ্ধে চলেন' অর্থাৎ 'অধীশ্বর' এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য 'দধীচ' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। নিষেধার্থক 'ন'শব্দ ও স্থিতিবাচি 'স্থা'ধাতুর যোগে চঞ্চলগতি জ্ঞাপক 'অস্থন্' শব্দের সৃষ্টি হয়। অস্থবান্ ও অনস্থা এই দুই শব্দের প্রয়োগ বেদের অন্যত্র পাওয়া যায়। যথাস্থানে উহাদের পর্য্যালোচনা করিব। কালক্রমে 'দধীচ' এবং 'অস্থভিঃ' এই দুই পদের উপাদানে যে ভাবের অভিব্যক্তি জড়িত ছিল তাহা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। কিন্তু অপ্রতিহতগতি পুরাণ আসিয়া তাঁহার মায়াদণ্ড সংস্পর্শনে ঐ দুই শব্দকে কিরূপ নূতনভাবে অভিব্যঞ্জিত করিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইখানে বৈদিকযুগের মেঘবাচী আর একটী শব্দের পর্য্যালোচনা করিব। বৈদিকযুগে 'বল' এই শব্দ মেঘ অর্থে প্রযুক্ত হইত। 'বল' শব্দ 'বর' শব্দের রূপান্তর মাত্র। শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা 'র'কার এবং 'ল'কারের অভেদত্ব স্বীকার

প্রতিদ্বন্দ্বী কুতঃ কুতশ্চিৎ অপি ইতি অপ্রতিষ্কুতঃ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যর্থঃ ইন্দ্রঃ অস্থভিঃ ন তিষ্ঠতীতি অস্থন্ তৈঃ চঞ্চল গতিভিরিত্যর্থঃ বৃত্রাণি মেঘান্ নবতীর্নব একোনশতবারং অসংখ্যবারমিত্যর্থঃ জঘান প্রহৃতবান্।

করেন। সুতরাং 'বল' শব্দ যে আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বৃত্র' শব্দ যে ভাবের অভিব্যক্তি লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল ঠিক্ সেই ভাবেরই ব্যঞ্জনা বক্ষে লইয়া বৈদিকযুগে মেঘ অর্থে 'বল' শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে 'বল' শব্দের ঐ অভিব্যক্তি তিরোহিত হইল। কিন্তু পরবর্ত্তিযুগে ইন্দ্র অর্থে 'বলারাতি' শব্দের প্রচলন রহিয়া গেল। এইখানে পুরাণ তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন। যেহেতু 'বলারাতি' এই যৌগিক শব্দটীর পরবর্ত্তি অংশটী শত্রুবাচক সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তি অংশটী নিশ্চয়ই কোন অসুর বিশেষের জ্ঞাপক। এই প্রকারে পুরাণ বল নামক অসুরের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রবাচী 'পাকশাসন' শব্দের ইতিহাস ও এইরূপ। নিঘণ্টুর তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টমবর্গে 'প্রশস্যনামানি' অর্থাৎ প্রশংসার যোগ্য এই অর্থবাচি শব্দাবলিমধ্যে 'পাক' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ শব্দ ঐ অর্থে জেন্দ ভাষায় এবং তৎপ্রসূত পারস্য ভাষায় এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু কালক্রমে 'পাক' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল। পুরাণ তাঁহার সিদ্ধান্ত লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'পাক' নামক অসুর বিশেষের সৃষ্টি বিধান করিলেন।

পুরাণ অগ্রগামী বজ্রের ন্যায় বেদের মার্গ পরিসর করিতে গিয়া, বেদের ভাব পরিস্ফুট করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে গিয়া, নিজের মায়াতুলিকায় এক অদ্ভুত চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। পুরাণের কল্পনাসৌধে প্রবেশ করিলে রচনাচাতুর্য্য দর্শনে তাহার বৈদিকভিত্তি অন্বেষণ করা দূরে থাক কুশাগ্রধী মনীষিগণেরও চিত্তমোহ ও দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাও ঠিক পুরাণের সেই কল্পনাসৌধের

রুদ্ধকক্ষমধ্যে সুদূর অতীতের স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া, শত শত দেশ ও জাতির ইতিহাস ও কিংবদন্তি বহন করিয়া মহার্ঘ-রত্ননিচয় অবস্থান করিতেছে। সেই রুদ্ধকক্ষের দ্বার খুলিতে হইলে, সেই রত্নরাজি দর্শনে জীবন ও নয়নের সাফল্যলাভ করিতে হইলে, ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। ভাষা-তত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের মন্ত্রশক্তি বলে পৌরাণিকসৌধের রুদ্ধদ্বার স্বতঃই উদ্ঘাটিত হইবে।

যেরূপ পুরাণের উদ্দামকল্পনাস্রোতে পড়িয়া বেদমার্গ সঙ্কীর্ণ ও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ বেদার্থগ্রহণ বিষয়ে আর একটী মহান্ অন্তরায় আছে। এ বিষয় পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে প্রাচীন ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। প্রাচীন পণ্ডিত ও বিদ্যার্থিগণ চতুষ্পাঠিতে কোন এক বিশেষ বিদ্যা বা তত্ত্বের অনুশীলন অধ্যাপনা বা অধ্যয়নে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের বিদ্যা ও ধীশক্তি শাস্ত্র বিশেষেই পর্য্যবসিত হইত। কখনও শাস্ত্রবিশেষের সীমা অতিক্রম করিয়া জগতের অন্য কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট হইতে চাহিত না। বেদান্তবিৎ পণ্ডিত ইহজীবন ও পরজীবনের অনেক কুটিল সমস্যার অতি প্রাঞ্জল মীমাংসা করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু গণিত ইতিহাস বা ভূগোলের অতি সামান্য প্রশ্নেও তাঁহার শাস্ত্রবিশেষ পারদর্শিনী মনীষা পরাঙ্মুখী হইত। বর্ত্তমানে প্রতীচ্য বিদ্যার শিক্ষাবিস্তারে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রতীচ্য বিদ্যার কল্যানে বর্ত্তমানযুগে মনীষিগণের ধীশক্তি সর্ব্বতোমুখী হইতে শিখিয়াছে। বেদগুরু প্রগাঢ়ধীশক্তিসম্পন্ন ভাষ্যকার আচার্য্য সায়নকেও একদেশ-দর্শিনী প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্কীর্ণমার্গে পড়িয়া

বেদভাষ্যপ্রণয়নে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কোনস্থলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, কোনস্থানে পদার্থবিদ্যা বা ভূতত্ত্বের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র প্রণিধান করিলে, কোথাও বা বহির্জগতের ইতিহাসের কিছুমাত্র সাহায্য লইলে বেদের অনেক দুরূহস্থল প্রাঞ্জল হইয়া উঠে। বেদের যে সকল স্থান দৃশ্যতঃ অসম্বদ্ধ প্রলাপের ন্যায় বোধ হয় সেই সকল স্থান তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সুসংলগ্ন ও সমীচীন প্রতিভাত হয়। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির শাস্ত্রৈকদেশদর্শিত্বদোষে বেদগুরু সায়নাচার্য্যের প্রগাঢ় ধীশক্তিও বহুস্থলে ব্যাহত হইয়াছে।

আমাদের দেশে ব্যাকরণশাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়াছিল। এমন আর কোথাও হয় নাই। অতি সুদূর অতীতে অস্মদ্দেশীয় মনীষিগণ সমগ্র সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া পাণিনীয়গণপাঠোক্ত ১৯৬৭টী ধাতুতে পরিণত করেন। ইহা ভাষাজগতের এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিন্তু পাণিনীয় গণপাঠলিখিত ধাতু সংখ্যায় অনেক যৌগিক ধাতু রহিয়া গিয়াছে। মৌলিক ধাতু সংখ্যা উহা অপেক্ষা অনেক অল্প। যৌগিক ও মৌলিক ধাতু কাহাকে বলে দুই একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। স্মরণার্থক 'স্মৃ' ধাতু লওয়া যাক্। ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু এবং মরণবাচী 'মৃ' ধাতু এই উভয়ের সমবায়ে 'অস্মৃ' এবং তৎপরে বর্ণাত্যয় (ablaut) হেতু আদি 'অ' বর্ণের লোপ হইয়া 'স্মৃ' এই ধাতু নিষ্পন্ন হয়। 'মৃত' বা অতীতের বুদ্ধি দেশে 'ক্ষেপণ' বা পুনরুদ্ভাসন এই ভাবের অভিব্যক্তি 'স্মৃ' ধাতুর উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। আবার মরণবাচী 'মৃ' ধাতুও যৌগিক। নিষেধার্থক

'মা' শব্দ এবং গতিবাচী 'ঋ' ধাতুর যোগে 'মৃ' ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'যতক্ষণ জীবন থাকে চলিতে পারে, চলচ্ছক্তি রহিত হইলেই মৃত হয়' এই ভাবের অভিব্যক্তি 'মৃ' ধাতুর উপাদানে দৃষ্ট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে 'অস্' 'মা' এবং 'ঋ' এই তিনটী অংশের সমবায়ে, উহাদের ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া 'স্মৃ' এই যৌগিক ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছিল। 'অস' এবং 'ঋ' মৌলিক ধাতু। পরবর্ত্তি বৈয়াকরণেরা কমাইয়া ধাতু সংখ্যা আরও অল্পতর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মুগ্ধবোধকার মনীষী বোপদেব কবিকল্পদ্রুমে কিঞ্চিদধিক সপ্তদশশত ধাতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যৌগিক ধাতু সকল বাদ দিলে ধাতু সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা আরও অল্প হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিন্তু যদিও আমাদের দেশে ব্যাকরণের বহুল চর্চ্চা হইয়াছিল ভাষা-তত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যা সেরূপ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। অস্মদ্দেশীয় মনীষিগণ ভাষাব্যবচ্ছেদে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন কিরূপে সেই ভাষার গঠন ও পরিপুষ্টি সাধিত হইল তদ্বিষয়ে সেরূপ লক্ষ্য রাখেন নাই। মহামতি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থে এই বিষয়ে কতক প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পর হইতে এ বিষয় উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানব জাতির হৃদ্গতভাবের অভিব্যক্তির নাম ভাষা। সুতরাং উহা মানব জাতির ভাব জগতের উৎকর্ষাপকর্ষ পরিচায়ক মানদণ্ড। যেমন নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে তেমনি মানব জাতির ভাবস্রোতেও আরোহাবরোহ আছে। শতাব্দীর পর

শতাব্দীক্রমে মানবজাতির ভাবস্রোতে কত আরোহাবরোহ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অন্তর্জগতের এই ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনায় সম্যক্ উদ্ভাসিত হয়। যেহেতু মানব চিত্তের উৎকর্ষাপকর্ষহেতু ভাবের উৎকর্ষাপকর্ষ ও তন্নিবন্ধন তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ ভাষারও উৎকর্ষাপকর্ষ হয় এবং ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যা দ্বারা এই উৎকর্ষাপকর্ষ ও তাহার হেতু পর্য্যালোচিত হয় অতএব ইহা স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যা মনস্তত্ত্ব বিদ্যার একটী প্রধান অঙ্গ ও উপাদান। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান ব্যতীত মনস্তত্ত্ব বিদ্যার সম্যক্ আলোচনা ও জ্ঞান হইতে পারে না।

আবার বহির্জগতের ইতিহাসেও ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতির পর জাতি কালের অতল গর্ভে মিশাইয়া গিয়াছে। জগতের বর্ত্তমান ও ভাবিজাতিগণকে সুদূর অতীতের ঘন যবনিকা কিঞ্চিন্মাত্রও অপসারিত করিয়া ইতিহাস ঐ সকল প্রাচীন জাতিগণের পরিচয় প্রদানে অক্ষম। এইস্থলে কিন্তু ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান তাহার বৈদ্যুতিক কিরণচ্ছটায় অতীতের অন্ধতমস অপসারিত করিয়া দেয়। যেরূপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত পৃথিবীর প্রতিস্তরে তাহার অতীত বৃত্তান্ত স্পষ্ট দেখিতে পান সেইরূপ ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকট প্রত্যেক শব্দই নিজ নিজ ভাবের ইতিহাস বহন করিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্তর্হিত প্রাচীন জাতিগণের রীতি নীতি আচার ব্যবহার জাতীয় ও সামাজিক ঘটনা এমনকি দৈনন্দিন জীবনের চিত্রও দেখাইয়া দেয়। অতএব ইতিহাস বিদ্যায় অন্ততঃ প্রাচীন ঐতিহ্যে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যার একান্ত প্রয়োজন।

বেদ ও পুরাণ সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহাতেই প্রতীয়মান হইবে যে ধর্ম্মতত্ত্বে ও ভাষা-তত্ত্ব এবং ভাষা-বিজ্ঞানের অধিকার আছে। পৌরাণিক গল্প যে ভারতের বিশেষত্ব তাহা নহে। প্রায় সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে পৌরাণিক গল্প প্রচলিত ছিল ও আছে। তবে অস্মদ্দেশে বহুল ব্যাকরণ চর্চ্চার ফলে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞানের পথ পৌরাণিক রহস্যোদ্‌ঘাটন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সরল হইয়াছে। এবং ইহার দ্বারা অপরাপর দেশেরও পৌরাণিক তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে। অতএব তৎসম্বন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসুব্যক্তি মাত্রেরই ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যা একান্ত প্রয়োজন।

আর একটী বিশেষ কারণে এদেশে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। প্রতীচ্যবিদ্যা অশেষ মঙ্গলদায়িনী হইলেও তাহার ফল আমাদের পক্ষে অবিমিশ্র ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদ্রূপ হয় নাই। প্রতীচ্য বিদ্যায় দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে আমরা যে সকল ধর্ম্মভাব বিনা বাধায় নিঃসংশয়ে মাথায় তুলিয়া লইতাম, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সকলভাব আমাদের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছিল, প্রতীচ্য বিদ্যার অনুশীলন ও বিস্তারে সেই সকল ভাব এখন আমাদের বিসদৃশ অসম্বদ্ধ এবং অহৈতুক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চিরপরিচয়বশে সেই সকল ভাব বিসর্জ্জন করিতে হৃদয়ে ব্যথা পাই। কখন বা যদিও কোনরূপে বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হই তথাপি নানা বাধা বিপত্তিতে ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আবার সেই সকল ভাবের চিরপরিচিত আশ্রয়ে সংশয়ের পীড়া উপেক্ষা করিয়া শান্তিলাভ

করিতে চাই। কখন বা ধর্ম্মভাব ও সংস্কার একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া নূতন স্রোতে গা ঢালিয়া দি। কিন্তু যখন ফিরিয়া আসিবার পন্থা থাকে না তখন বুঝিতে পারি রোগের উপযুক্ত প্রতিকার হয় নাই। উপযুক্ত হওয়া দূরে থাক কোন কোন স্থলে প্রতীকার রোগ অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। তখন আমরা বুঝিতে পারি বিপ্লব ব্যবস্থা নহে ক্রমবিকাশ বা ক্রমোৎকর্ষই ব্যবস্থা। ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞানবলে আমরা দেখিতে পাই কিরূপে ভাবসকল প্রথম অঙ্কুরিত হয় এবং কিরূপেই বা তাহারা ভাবরাজ্যের নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে যায়। আমরা বুঝিতে পারি কিরূপে উচ্চশ্রেণীর ভাবসকল ক্রমোৎকর্ষ বিধানে নিম্নশ্রেণীর ভাবসকল হইতে উদ্ভূত হয়। তখন আমরা দেখিতে পাই যে যদিও দৃশ্যতঃ ভাবগুলি অসম্বদ্ধ ও পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ পরস্পর বিরোধিতা ও বৈসাদৃশ্যের ভিতরে আমরা ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান বিদ্যার সাহায্যে পরস্পরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনুধাবন করিতে পারি। তখন নানাত্বে একত্ব দেখিতে পাই। তখন যে সকল ভাব কালের উপযুক্ত সমাজের মঙ্গলকর এবং দেশের কল্যানবর্দ্ধক তাহা গ্রহণ এবং তদ্বিপরীত ভাবের বর্জ্জন করিতে সমর্থ হই।

সংস্কৃত একটী প্রাচীনতম ভাষা। সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আর্য্যভাষাবলীর মাতৃস্থানীয়া। যে আর্য্যগণের বংশধরেরা অভ্যুদয়ের কেতু হস্তে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আজ পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতীতযুগে দর্শনশাস্ত্রে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হয়। উহা

প্রতীচ্যদর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থানে স্থানে প্রতীচ্য দর্শন এখনও তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। সেই আর্য্যজাতির কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা-বিজ্ঞান-বিদ্যার সাহায্যে বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তিযুগের সংস্কৃতভাষার এবং তৎসহিত জেন্দ প্রভৃতি সম্পর্কিত ভাষার গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। পরবর্ত্তি অধ্যায়ে আমরা ইহার পর্য্যালোচনা করিব।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ

যাযাবরযুগ—মানসিকভাবের প্রবণতায় ভাষার গঠন—গতিশীলতা—গতিরাহিত্যই মৃত্যু—'মৃ' ধাতু—মানববাচী বৈদিক 'আয়ু' শব্দ—ভগবদভিব্যক্তি—'ইন্ ইন্'—'ঈশ্বর'—পরলোকাভিব্যক্তি—'স্বর্' ও 'স্বর্গ'—যাযাবরযুগে গতিবাচী 'গা' ধাতুর প্রাবল্য—পশুপাল্য ও তৎঘটিত পারিবারিক নামীকরণ-'পিতৃ'—'মাতৃ'—'দুহিতৃ'—'ভ্রাতৃ'—গতিবাচী 'অন্' ধাতু—'অনব'—অংশু—খন্—অধ্বন্—ভাববাচ্যে অনট্—বানান—নিষেধবাচী-অন্-ন—অ—অন্য- সাদৃশ্যবাচী ন—বানর বৎস—সাদৃশ্যবাচকত্ব—যাযাবরযুগে আর্য্যগণের ধর্ম্ম—আদিতে যাগাদি ক্রিয়া ছিল না—'নহুষ'—যাজ্ঞিক ও অযাজ্ঞিক আর্য্যগণের বিরোধ—যাজ্ঞিক আর্য্যগণের মধ্যে বিরোধ—জেন্দাবেস্তা—ক্ষোর্দাবেস্তা—বেন্দিদাদ—যযাতি—শর্ম্মিষ্ঠা—দেবযানি।

বেদ পুরাণাদি পাঠে যতদূর জানা যায় আর্য্যজাতি আদিম অবস্থায় যাযাবর ছিলেন। বর্ত্তমান যাযাবর জাতিগণের ন্যায় তাঁহারাও পুত্র-কলত্রাদি সমভিব্যাহারে গোমহিষাদি লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে পর্য্যটন করিতেন। প্রথমে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পরে বেদ ও পুরাণাদি গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে কতদূর জানা যায় তাহা দেখাইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভাষা মানবজাতির মানসিকভাবের অভিব্যক্তি। দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় কামক্রোধাদি মানসিক ভাবের প্রাবল্য হইলে মানবের তাৎকালিক ভাষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তখন তাহার প্রতি কথায় তাৎকালিক প্রবল মানসিক ভাব যেন ফুটিয়া উঠে। তাহার ভাষা সেই সময়ের জন্য যেন সেই প্রবল মানসিক ভাবে রঞ্জিত হইয়া যায়। ব্যক্তির পক্ষে যাহা নিয়ম সমগ্র জাতির পক্ষে ও তাহাই নিয়ম। বিশেষ গবেষণা ও অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাই প্রতি জাতির আন্তর্জাগতিক ইতিহাসে এক এক সময়ে এক একটী বিশেষভাবের প্রাবল্য ও আধিপত্য হয়। তখন তাহাদের সমগ্র ভাষাও সেইভাবের ভাবনায় অভিব্যঞ্জিত ও রঞ্জিত হইয়া যায়। সেই প্রবলভাবের ছায়ায় যেন সমগ্র ভাষা আবৃত হয়।

গতিশীলতাই যাযাবর আর্য্যদিগের প্রধান ও প্রাথমিক ধর্ম্ম ছিল। গতিই যাযাবরদিগের নিকট একটী অপরিহার্য্য এবং অনুপেক্ষণীয় ধর্ম্ম। অজগবাদির জন্য তৃণ ও জলপ্রচুর স্থানের এবং আত্মজীবিকার জন্য মৃগবহুল প্রদেশের অন্বেষণে তাঁহারা সর্ব্বদাই একস্থান হইতে অন্যস্থানে পর্য্যটন করিতেন। গতিরাহিত্যই মরণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি নিষেধার্থক 'মা' শব্দ ও গতিবাচি 'ঋ' ধাতু এই উভয়ের সমবায়ে 'গতিরাহিত্য' এই ভাবের অঙ্কন দেহে লইয়া মরণার্থক 'মৃ' ধাতুর প্রচলন হইয়াছিল। নিঃসন্দেহ যাযাবর যুগেই গতিরাহিত্য দ্যোতী মৃধাতু মরণবাচী হইয়াছিল। গতিই যাযাবরদিগের প্রাণস্বরূপ ছিল। বেশীদূর যাইতে হইবেনা একবার মহামতি যাস্কের নিঘণ্টু ধৃত শব্দমালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাইবে ১২০টী শব্দ

গতিকর্ম্ম পর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় আর্য্যজাতির ভাবজগতে একসময়ে গতিক্রিয়া কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

এইস্থানে আমরা মানববাচী একটী শব্দের পর্য্যালোচনা করিব। নিঘণ্টুতে 'মনুষ্যনামানি' অর্থাৎ মনুষ্যের নামবাচী শব্দ তালিকায় 'আয়বঃ' এই পদটী দৃষ্ট হয়। 'আয়ু' শব্দের বহুবচনে 'আয়বঃ' পদ সিদ্ধ হয়। আমরা 'আয়ুস্' অর্থে 'প্রাণ' বুঝি। মনুষ্য অর্থে 'আয়ু' শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সম্যক্‌বাচী উপসর্গ 'আ' এবং গতিবাচী 'যা' ধাতুর সমবায়ে 'সম্যক্ গতিশীল' এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'আয়ু' শব্দের প্রচলন হইয়াছিল। যাযাবরযুগে মনুষ্যবাচকত্বে 'আয়ু' শব্দের সার্থকতা ছিল। ক্রমশঃ যাযাবরযুগ অতীতের গর্ভে লীন হইলে মনুষ্যবাচিত্বে আর 'আয়ু' শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হইল না। সুতরাং ঐ অর্থে শব্দটী অচল হইয়া গেল।

এক্ষণে যাযাবরযুগে ভগবানের কিরূপ অভিব্যক্তি হইত তাহা দেখাইব। যে সকল গুণ বা ক্রিয়া আমাদের অভিমত বা শ্লাঘনীয় তাহারই পূর্ণমাত্রায় আমরা ভগবানের কল্পনা করি। ইহাই মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দয়া অতি শ্লাঘনীয় ধর্ম্ম এই জন্য আমরা ভগবানকে দয়ার সাগর বা দয়াময় বলি। শক্তি সকলের স্পৃহনীয় এবং অভিমত এইজন্য আমরা ভগবানকে সর্ব্বশক্তিমানরূপে কল্পনা করি। যাযাবরযুগেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গতিই যাযাবরদিগের প্রাণস্বরূপ ছিল। গতিরাহিত্যকেই তাঁহারা মরণ বলিতেন। অতএব যাযাবরযুগে গতিক্রিয়ার পূর্ণত্ববাচী শব্দ দ্বারা যে ভগবৎকল্পনা অভিব্যঞ্জিত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মহামতি যাস্ক শ্রুত

নিঘণ্টুর দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বাবিংশতি বর্গে 'ঈশ্বরনামানি' অর্থাৎ ঈশ্বরবাচক শব্দতালিকায় 'ইনইন' এইশব্দটী লক্ষিত হয়। 'ইন' বা 'ই' ধাতু গতিবাচী। গতিক্রিয়ার পূর্ণতা জ্ঞাপনের জন্যই ধাতুর বীপ্সা হইয়াছে। 'ইন ইন' শব্দ পূর্ণগতিবাচী এবং যাযাবরযুগে ভগবদুদ্দেশেই এই শব্দের কল্পনা ও অভিব্যক্তি সার্থক হইয়াছিল। এইখানে আমরা 'ঈশ্বর' এই শব্দটীর পর্য্যালোচনা করিব এবং দেখাইব যে এই শব্দটীও সেই যাযাবর যুগের গতিক্রিয়ার অভিব্যঞ্জনায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল। 'ঈশ্বর' এই শব্দটী কেবলমাত্র উচ্চারণ অনুসারে বিশ্লেষণ করিলে উহাতে আমরা ঈ' 'শু' এবং 'অর' এই তিনটী মাত্র অংশ পাই। 'ঈ' ধাতু গতিবাচী (ঈঙ্ গতৌ)। বস্তুতঃ ইহা 'ই' বা 'ইন্' ধাতুর রূপান্তর মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈদিক 'শু' শব্দ শীঘ্রতাবাচী এবং 'অর্' বা 'ঋ' ধাতু গতিবাচী। অতএব ঈশ্বর' এই শব্দের দুইটী অংশ (ঈ ও অর) গতিবাচী এবং অবশিষ্ট অংশটী (শু) শীঘ্রতাবাচী। গত্যর্থক দুইটী ধাতুর প্রয়োগ ঐ ক্রিয়ার পূর্ণতা-জ্ঞাপনের জন্য। 'ইন ইন' শব্দের ন্যায় 'ঈশ্বর' এই শব্দও 'দ্রুত পূর্ণগতি' এ ভাবের অঙ্কন দেহে লইয়া যাযাবর যুগে ভগবদুদ্দেশে কল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক 'শু' শব্দের অপ্রচলনে যাযাবরযুগের সেই ভাবের অঙ্কন অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া গেল। বেদের যেমন পুরাণ আছে, ব্যাকরণের সেই প্রকার 'ঔণাদিক' গণ। পুরাণ যেরূপ বেদের অর্থ বুঝাইতে গিয়া নিজের মায়াতুলিকায় এক নূতন অদ্ভুত কল্পনাজগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, বররুচিও তদ্রূপ নিজের 'ঔনাদিক' গণ লইয়া পাণিনির বক্ষে বসিয়া এক অদ্ভুত মায়াক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশিষ্টে ইহা আমরা বিস্তারিতভাবে দেখাইব।

এক্ষণে আলোচ্য শব্দ বিষয়ে ঔণাদিকার কি বলেন দেখা যাক। 'ঈশ্বর' শব্দ সিদ্ধ করিতে গিয়া তিনি সূত্র করিলেন 'অশ্নোতে রাশুকর্ম্মণি বরট্চ। চকারাৎ উপধায়াঃ ঈত্বম্, অর্থাৎ "আশুকর্ম্মবাচী অশ্ ধাতুর উত্তর বরট্ প্রত্যয় হয়। 'চ'কার দেওয়ায় বুঝিতে হইবে যে উপধা স্বরবর্ণের 'ঈ'কারত্ব হইবে।" অশ্ ধাতু ব্যাপ্তি ও ভোজন অর্থে প্রসিদ্ধ। উক্ত ধাতুর আশুকর্ম্মবাচকত্ব এই ঔণাদি সূত্র ছাড়া আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না। অশ্ ধাতুর উপধা 'অ'বর্ণেরই বা ঈকারত্ব কোন মন্ত্রবলে করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কণ্ঠ্য ও তালব্যবর্ণের এই বিনিময় কি শ্রুতিমাধুর্য্য বা উচ্চারণসৌখ্যের জন্য হইল? 'ঈশ্বর' এই শব্দে শ্রুতিমাধুর্য্য এবং উচ্চারণসৌখ্য যেরূপ, 'অশ্ ধাতুর উত্তর 'বরট্' প্রত্যয় করিয়া 'অশ্বর' এই পদ নিষ্পন্ন করিলে কি তাহার কোন লাঘব হইত? তবে ইহার একটী কারণ আছে। মনীষী বররুচি বুঝিয়াছিলেন 'ঈশ্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তি করিতে হইলে 'ঈশ' শব্দের উত্তর 'বরট্' বলা চলে না। কারণ 'ঈশ' শব্দ 'ঈশ্বর' শব্দেরই সংক্ষিপ্তাবয়ব মাত্র। 'ঈশ' শব্দের উত্তর 'বরট্' বলিলে 'ঈশ্বর' শব্দের কিছুই ব্যুৎপত্তি করা হইল না। শব্দটীকে বৃত্তপথে একবার ঘুরাইয়া আনা হইল মাত্র। এই হেতু 'ঈশ্বর' শব্দের জন্য ঔণাদিকারের বিশেষ সূত্রের ব্যবস্থা। কিন্তু তিনি যদি 'ঈশ্বর' শব্দান্তর্বর্ত্তি এবং ঐ শব্দের উচ্চারণে সুস্পষ্ট অনুভূয়মান শীঘ্রতাবাচী বৈদিক 'শু' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিতেন তাহা হইলে আর 'ঈশ্বর' শব্দের জন্য পৃথক্ সূত্রের আবশ্যক হইত না।

বাগাবরযুগে ভগবদভিব্যক্তি বিষয়ে গতিক্রিয়া যে অভিনয় করিয়াছিল

ঐ যুগে পরলোক কল্পনায়ও আমরা সেই অভিনয় দেখিতে পাই। মরজগতে যাহা চাই তাহা পাই না। আবার যাহা পাই তাহা ও অচিরস্থায়ি। অভাবের তাড়নায়, শোক দুঃখের পীড়নে, সুখের অচির-স্থায়িত্বে অমরজগতের কল্পনা। সেখানে অভাব নাই, দুঃখ নাই, প্রিয়-বিরহ জনিত পীড়া নাই, আছে কেবল অভীষ্ট প্রাপ্তি ও সুখের অবিশ্রান্ত প্রবাহ। কিন্তু সুখের কল্পনা দেশকালপাত্র এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। তোমার যাহাতে সুখ আমার তাহাতে নহে। আবার এখন যাহাতে আমার সুখবোধ হয় অবস্থাভেদে এবং কালবিশেষে তাহাই আবার কষ্টকর হইয়া উঠে। আরবের বারি-বিরল মরুদেশবাসী বেদুইনগণের পরলোক কল্পনায় প্রতি পদবিক্ষেপে নির্ম্মলবারির উৎস ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গতিক্রিয়াই যাযাবর দিগের নিকট প্রাণতুল্য প্রিয় ও অভিমত ছিল। কিন্তু যাযাবর দেখিতেন ইহজগতে চলিতে চলিতে শ্রান্তি আসে, দেহভার বহনে অসমর্থ হইয়া পদযুগল আর চলিতে চায় না। কখন বা দুর্লংঘ্য পর্ব্বত, অকুল বারিধি অথবা দুস্তরা নদী তাঁহার গতিক্রিয়ার মহান্ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত। এই জন্যই পরলোক-কল্পনায় যাযাবরযুগে 'স্বর' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল। উচ্চারণ-বিশ্লেষ করিলে 'স্বর্' শব্দে 'সু' এবং 'অর্' এই দুইটী অংশ পাওয়া যায়। 'সু' উপসর্গ সুন্দরবাচী এবং 'অর্' বা 'ঋ' ধাতু গতিবাচী। অতএব 'সুন্দর বা অপ্রতিহতগতি' এই ভাব 'স্বর্' এই শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। 'যেখানে গতি অপ্রতিহত' এইভাবের অভিব্যক্তির জন্য, এই ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া যাযাবরযুগে 'স্বর্' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। আবার প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবে

যাযাবর যুগের এই ভাবের অভিব্যক্তি 'স্বর্গ' এই শব্দে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'স্বর্গ' এই শব্দের উচ্চারণ-বিশ্লেষণে 'সু' 'অর্' এবং 'গ' এই তিনটী অংশ পাই। 'স্বর্' শব্দের পর্য্যালোচনায় 'সু' এবং 'অর্' এই অংশদ্বয়ের কথা বলিলাম। 'গ' এই অংশ গত্যর্থক 'গা' ধাতুর (গাঙ্ গতৌ) হ্রস্ব রূপ মাত্র। 'স্বর্গ' এই শব্দে গতিবাচি দুইটী ক্রিয়ার প্রয়োগ হইয়াছে যথা 'অর্' বা 'ঋ' এবং 'গা'। 'ইন ইন' শব্দের পর্য্যালোচনায় দেখাইয়াছি ক্রিয়ার পূর্ণতা বুঝাইবার জন্য সমানার্থক ধাতুর দুইবার প্রয়োগ বা একই ধাতুর বীপ্সা হয়। অতএব 'অপ্রতিহত পূর্ণগতি' এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য যাযাবর যুগে 'স্বর্গ' এই শব্দের প্রচলন হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন বিশেষ ভাবের প্রাবল্য হইলে ব্যক্তিগত ভাবেই হউক বা জাতিগত ভাবেই হউক সেই ব্যক্তি বা জাতির ভাষা সেই প্রবল ভাব বিশেষে অনুপ্রাণিত ও রঞ্জিত হইয়া যায়। যাযাবর আর্য্যদিগের ভাবরাজ্যে গতিক্রিয়া প্রবল অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কেবল যে পরলোক এবং ভগবৎকল্পনায় তাঁহারা ঐ প্রবল ভাবের মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ঐ প্রবলভাব যাযাবর আর্য্যদিগের ভাষার বিশিষ্ট মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশু-পালাই যাযাবর আর্য্যগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল এবং যে পশু তাঁহাদের প্রধান সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত তাহার 'গো' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। 'গো' শব্দ গতিবাচী 'গা' (গাঙ্ গতৌ) ধাতু হইতে উৎপন্ন। এই 'গো' শব্দ যে কেবল যাযাবর আর্য্যদিগের প্রধান

সম্পত্তি পশুবিশেষের অভিব্যক্তি করিয়া ক্ষান্ত হইল তাহা নহে। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ও চতুর্থ বর্গে দেখিতে পাই 'পৃথিবী' এবং 'অন্তরিক্ষ' ইহারাও এই 'গো' শব্দের অভিব্যক্তির মধ্যে আসিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব 'গো' এই আখ্যায় ভূষিত হইলেন। রশ্মিজাল 'গো' এই নামে অভিহিত হইল। মানবের ইন্দ্রিয়নিচয় 'গো' এই নাম ধারণ করিল। বাক্যের 'গো' এই আখ্যা প্রদত্ত হইল এবং স্তাবকের নামও 'গো' হইল। যাযাবর আর্য্যদিগের ভাষায় গতিবাচী 'গা' ধাতুর যেন একটা প্রবল বন্যা বহিয়াগিয়াছিল। নিঘণ্টুর দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় বর্গে 'মনুষ্যনামানি' অর্থাৎ মানবনামবাচি শব্দগুলির মধ্যে 'জগতঃ' শব্দটী পাওয়া যায়। যাযাবর যুগে আর্য্যগণ গতিবাচী 'গা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এই 'জগতঃ' শব্দে আপনাদিগকে অভিহিত করিতেন। আপনাদিগের অপত্যগণের 'গয়' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। 'গয়' শব্দে তাঁহাদের ধন সম্পত্তিও বুঝাইত।

নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায় একাদশবর্গে 'বাঙ্‌নামানি' অর্থাৎ বাক্য-বাচিশব্দ তালিকায় গো শব্দ ব্যতীত গীঃ গৌরী গাথা ও গ্না এই চারিটী শব্দ দৃষ্ট হয়। গীঃ এবং গৌরী শব্দ গতিবাচী 'গা' এবং ঐ ভাববাচী 'ঋ' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন। 'গ্না' শব্দও 'গা' ধাতুর সহিত গত্যর্থক অন্ ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'গাথা' শব্দও 'গা' ধাতু ও স্থিতিবাচী 'স্থা' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন হয়। যে সমস্ত বাঙ্‌নিচয় প্রাচীন আর্য্য-জাতি আবৃত্তি করিতেন, যাহা তাঁহাদের স্মৃতিদেশে থাকিত তাহাই 'গাথা' নামে অভিহিত হইত। গাথা শব্দ এই অর্থে জেন্দভাষায়ও দৃষ্ট হয়।

নিঘণ্টুর মেঘবাচী শব্দগুলির মধ্যে আমরা 'গিরি' 'গ্রাবা' এবং 'গোত্র' শব্দ পাই। আকাশে মেঘের সঞ্চরণ শীলতার অভিব্যক্তির জন্য গতিবাচী 'গা' এবং 'ঋ' এই ধাতুদ্বয়ের সমবায়ে 'গিরি' শব্দের মেঘবাচকত্বে সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। বাক্‌বাচী 'গীঃ' এবং মেঘ-বাচী 'গিরি' উভয় শব্দেরই অভিব্যক্তি একরূপ। নিঘণ্টুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশবর্গে 'গতিকর্ম্মাণঃ' অর্থাৎ গতিক্রিয়াবাচি শব্দসমূহের মধ্যে 'অবতি' 'অতিতি' এবং 'অনিতি' এই তিনটী পদ পাওয়া যায়। অতএব 'অব' 'অত' এবং অন' ধাতু যে গতিক্রিয়াবাচী ছিল তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। 'গ্রাবা' বা 'গ্রাবন্' শব্দ 'গা' ঋ' 'অব' এবং 'অন্' ধাতুর সমবায়ে এবং 'গোত্র' শব্দ 'গা' 'অত' ও 'ঋ' ধাতুর সমবায়ে উৎপন্ন। ঐ সকল ধাতুই গতিবাচী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি পশুপাল্যই যাযাবর আর্য্যগণের প্রধান উপজীবিকা ছিল। তাঁহাদের ভাষায় গতিবাচী অপরাপর ধাতু অপেক্ষা 'গা' ধাতুর যে এত সম্মান, এত আদর হইয়াছিল তাহা বোধ হয় ঐ ধাতু হইতে তাঁহাদের জীবন সর্ব্বস্ব গোজাতির নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া। বলী-বর্দ্দবাচী 'উক্ষন্' শব্দও যাযাবর আর্য্যদিগের ভাষায় অন্নের মধ্যে মন্দ অভিনয় করে নাই। বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া আমরা 'উক্ষন্' শব্দ হইতে 'ক্ষউন্' বা 'ক্ষোন্' শব্দ পাই এবং তাহাতে স্ত্রীলিঙ্গবাচী 'ঈ' কার যোগ দিলে পৃথ্বীবাচী 'ক্ষোণী' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'উক্ষন্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আর একটী আকার আছে। স্ত্রীত্ববাচী 'আ' কার যোগে 'উক্ষা' এই পদ হয় এবং বর্ণাত্যয় (ablaut) হেতু 'উ' কারের লোপ হইয়া 'ক্ষা' এই আকারে পরিণত হয়। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে পৃথিবীবাচি

শব্দ তালিকায় 'ক্ষা' শব্দ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এককালে ক্ষা শব্দ যে গাভী-বাচী ছিল তাহা 'ক্ষীর' এই শব্দের 'দুগ্ধ' এই অর্থদ্বারা প্রতীয়মান হয়। 'ক্ষা' শব্দ এবং প্রেরণার্থক 'ঈর্' ধাতুর সমবায়ে 'ক্ষীর' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা ক্ষা' কর্ত্তৃক প্রেরিত তাহাই ক্ষীর। ক্ষা শব্দে পৃথিবী বুঝাইলে ক্ষীর শব্দের অর্থ জল হয় কারণ ভূগর্ভে জল পাওয়া যায়। আবার উক্ষন্ শব্দের নিয়মিত স্ত্রীত্বে গাভীবাচী হইলে ক্ষীর অর্থে দুগ্ধ হইবে। বোধ হয় বৈদিক যুগেই গাভী অর্থে 'ক্ষা' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয় উণাদিকায় 'ঘস্' ধাতুর উত্তর 'ঈরন্' প্রত্যয় করিয়া 'ক্ষীর' শব্দ নিষ্পন্ন করেন।

নিঘণ্টুর পৃথিবীবাচী শব্দ তালিকায় 'গ্মা' 'জ্মা' 'ক্ষ্মা' ও 'ক্ষমা' এই চারিটী শব্দ পাওয়া যায়। 'জ্মা' শব্দ 'গ্মা' শব্দের এবং ক্ষমা শব্দ 'ক্ষ্মা' শব্দের রূপান্তর মাত্র। পরিমাপবাচী 'মা' ধাতুর সহিত যোগ হওয়ায় 'গো' এবং 'ক্ষা' শব্দ হইতে 'গ্মা' এবং 'ক্ষ্মা' এই দুই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাযাবর যুগে অনস্ বা গোশকটে আরোহণ করিয়া আর্য্যগণ স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্য্যটন করিতেন। বলীবর্দ্দযুগল এক অহোরাত্রে বা সূর্য্যের উদয়কাল হইতে অস্তধাবৎ বা ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে যতদূর চলিতে পারিত তাহাই পৃথিবীর পরিমাপ স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। বেদে যাযাবর আর্য্যগণ 'অনর্বিশঃ' অর্থাৎ 'শকটের মানুষ' এবং 'পশ্বিষঃ' অর্থাৎ 'পশু ইচ্ছা করেন' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও দেখিতে পাই কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের বহুস্থলে 'এক হাল বা দুই হাল' ইত্যাদি রূপে ভূমির পরিমাপ হয়। সংস্কৃত ভাষার অতি নিকট সম্পর্কিত জেন্দভাষায়ও যে ঐরূপ হইত তাহা ঐ ভাষার পৃথিবীবাচী

'অর্মাইতি' ও জেমা শব্দ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়। জেন্দভাষায়ও 'মা' এই অংশ পরিমাপবাচী এবং 'অর্' অর্থে কৃষি বা লাঙ্গল বুঝায়।

পশুপাল্য আর্য্যগণের যাযাবর জীবনে প্রধান বৃত্তি ছিল। পশুপাল্য হইতেই যাযাবর আর্য্য-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের নামীকরণ হয়। প্রতীচ্য পণ্ডিত স্বর্গীয় মোক্ষমূলর দেখাইয়াছেন আর্য্যপরিবারে গাভী-দোহনই 'দুহিতা'র কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। এইজন্যই 'দুহ' ধাতু হইতে দুহিতৃ শব্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পশুপাল্যবৃত্তি যে আর্য্যপরিবারভুক্ত একটী মাত্র ব্যক্তি বিশেষের নামীকরণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে। আমরা দেখাইব আর্য্যপরিবারভুক্ত তাবৎ প্রধান ব্যক্তিগণের নামীকরণ পশুপাল্যবৃত্তির সহিত ঘন সংশ্লিষ্ট। 'মাতৃ' শব্দ লওয়া যাক। বর্ত্তমানে আমরা 'মাতৃ' অর্থে 'প্রসূতি' বুঝি। কিন্তু 'মাতৃ' এই শব্দের উপাদানে এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা অতিসুদূররূপেও প্রসববাচিভাবের অভিব্যক্তি হইতে পারে। 'মাতৃ' শব্দ পরিমাপবাচী 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যিনি পরিমাপ করেন' ইহাই মাতৃশব্দের ব্যুৎপত্তি এবং এই ভাবেরই অভিব্যক্তি ঐ শব্দের উপাদানে জড়িত। দুহিতা' গাভী 'দোহন' করিতেন এবং 'মাতা' কর্ত্রীস্বরূপে ঐ দুগ্ধ পরিমাপ' পূর্ব্বক পরিবারবর্গমধ্যে যথাযোগ্য ভাগ করিয়া দিতেন। এই প্রকার পরিমাপ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এবং ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্মবশে তাঁহার 'মাতা' এই নামীকরণ সার্থক হইয়াছিল। এক্ষনে ভ্রাতৃ' শব্দের পর্য্যালোচনা করা যাক। বর্ত্তমান মনীষীগণ দীপ্তিবাচী 'ভ্রাজ্' ধাতু হইতে এই শব্দের ব্যুৎপত্তি করেন। কিন্তু ভ্রাতৃবাচী পদার্থে কি এমন দীপ্তি আছে যে তাহা হইতে ঐ পদার্থের নামীকরণ হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায় — পশুপাল্যঘটিত যাযাবর আর্য্য-পরিবারের নামীকরণ

যদি 'দীপ্তি'ই ভ্রাতৃপদের অভিব্যঞ্জনা হইত তাহা হইলে সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ শব্দের প্রথম ও প্রধান অভিবাচ্য হইত। কারণ সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণেই মানবজাতির দীপ্তিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষ ও অববোধ হইয়াছিল। অতএব ভ্রাতৃ' শব্দে দীপ্তিবাচী 'ভ্রাজ' ধাতুর উপাদানত্ব কল্পনা অসার্থক বিড়ম্বনা মাত্র। 'ভরণ' বা 'পোষণ'ার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'ভ্রাতৃ' শব্দ গঠিত হইয়াছে। 'যিনি ভরণ বা পোষণ করেন' এই ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া ভ্রাতৃ' শব্দের প্রচলন হয়। যেরূপ দুহিতা' গাভী-দোহন করিতেন এবং কর্ত্রীস্বরূপে 'মাতা' সেই দুগ্ধ পরিবারস্থ ব্যক্তি-গণকে যথাযোগ্য 'পরিমাপ' করিয়া দিতেন সেইরূপ 'ভ্রাতা'ও গাভী-গণের ভরণপোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্যই 'ভ্রাতা'র ভ্রাতৃত্ব ও নামীকরণ। যখন 'মাতৃ' 'ভ্রাতৃ' এবং 'দুহিতৃ' শব্দ পশুপাল্যবৃত্তির সহিত এই প্রকার ঘন সম্বদ্ধ তখন 'পিতৃ' শব্দও যে ঐ বৃত্তির সহিত সম্পর্কিত ইহা সহজেই অনুমিত হয়। 'পিতৃ' শব্দ রক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য কিসের বা কাহার 'রক্ষণ' পিতৃ শব্দ দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হইত। বর্ত্তমান মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করেন সন্তানের রক্ষণই পিতৃশব্দের অভিবাচ্য। কিন্তু 'মাতৃ' 'ভ্রাতৃ' এবং 'দুহিতৃ' শব্দের পর্য্যালোচনায় যে সিদ্ধান্ত হইল তাহার সহিত 'পিতৃ' শব্দের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না। প্রাচীন আর্য্যদিগের সমাজপদ্ধতি অনুধাবন করিলেও এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন আর্য্যদিগের সমাজে সাম্প্রদায়িক রীতি প্রচলিত ছিল। এক একটী সম্প্রদায়ের এক একটী কর্ত্তা থাকিতেন। সম্প্রদায়ভুক্ত

যাবতীয় লোক তাঁহারই সন্তান বলিয়া কল্পিত হইত। সাম্প্রদায়িক কর্ত্তার সেই সম্প্রদায়ভুক্ত যাবতীয় ব্যক্তির দেহ ও সম্পত্তির উপর সর্বতোমুখীপ্রভুতা ছিল। তাহাদের রক্ষণের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। অতএব যদি সন্তানের রক্ষণই 'পিতৃ' শব্দের অভিবাচ্য হইত তাহা হইলে পিতৃশব্দ মুখ্যভাবে 'রাজা' 'প্রভু' বা সাম্প্রদায়িক কর্ত্তাকে বুঝাইত। কিন্তু মুখ্যভাবে 'পিতৃ' শব্দের এই অভিব্যক্তি আমরা কোথাও পাই না। এই জন্যই যাযাবর আর্য্যপরিবারে

পালিত পশুর রক্ষণই পিতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেরূপ দুহিতা গাভী দোহন করিতেন, ভ্রাতা গোবৎসাদির ভরণপোষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, মাতা কর্ত্রীরূপে দুগ্ধ পরিমাপ ও বিভাগ করিয়া দিতেন সেইরূপ পিতা কর্ত্তাস্বরূপে চৌরবৃকাদি হইতে গোবৎসাদি রক্ষা করিতেন। বৈদিক ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তি যুগে চৌর ও বৃকভয়ের অপ্রতুল ছিল না। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল পঞ্চষষ্টি সূক্তে ১ম মন্ত্রে আমরা পাই "পশ্বান তায়ুং গুহা চতন্তম্"* "যেরূপ চোর গুপ্তস্থানে প্রবেশ করিলে হৃত পশু দ্বারা অভিলক্ষিত হয়"। আবার তৎপরবর্ত্তি সূক্তেই পাই "তকা ন ভূর্ণিঃ বনা সিসক্তি"† —"ভূরিদ্রব্যহারি চৌর যেরূপ বন আশ্রয় করে"। ৪র্থ মণ্ডল অষ্ট-

---

* তায়ু—চোর (নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৪তি বর্গ 'স্তেননামানি' অর্থাৎ চোরবাচিশব্দ তালিকা দেখ)।

চতন্তম্—প্রবিশমানম্ (নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গ 'গতিকর্ম্মানঃ' অর্থাৎ গতিকর্ম্মবাচি শব্দ দেখ)।

† তকা—চৌর (নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৪তি বর্গ চৌরবাচি শব্দ তালিকা দেখ)।

ত্রিংশৎ সূক্তে পঞ্চম মন্ত্রে পাই "বভ্রমণিম্ ন তায়ুম্"—"গ্রন্থিভেদক চৌরের ন্যায়"। ইহা দ্বারা বুঝা যায় তাৎকালিক সমাজে চৌরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এবং চৌরাদি হইতে পশ্বাদি রক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইত।

যাযাবর আর্য্যদিগের ভাবরাজ্যে গতিক্রিয়ার প্রবল আধিপত্য হেতু তাঁহাদের ভাষায় গতিবাচি 'গা' ধাতু কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা দেখাইয়াছি। গতিবাচী আর একটী ধাতু ঐ প্রকার যাযাবর আর্য্যদিগের ভাষায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তাঁহাদের শব্দভাণ্ডারের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করে। আমরা নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে গতিকর্ম্মান:' অর্থাৎ গতিক্রিয়াবাচি শব্দ তালিকায় 'অনিতি' এই শব্দ পাই। অতএব বৈদিক ও তৎপূর্ব্ব যুগে গতি অর্থে যে 'অন্' ধাতুর প্রয়োগ হইত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে অন্' ধাতুর নিরপেক্ষ প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেবল প্রাণ-ধারণ' অর্থে 'প্র' উপসর্গের সহিত ইহার প্রয়োগ বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়। নিঘণ্টুর দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় বর্গে 'মনুষ্যনামানি' অর্থাৎ মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকায় 'অনবঃ' এই পদটী দৃষ্ট হয়। 'অনিতি' অর্থাৎ 'যায়' এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য যাযাবর যুগে মনুষ্যবাচকত্বে পূর্ব্বপ্রদর্শিত 'আয়বঃ' এবং 'জগতঃ' শব্দের ন্যায় 'অনবঃ' এই শব্দের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছিল। যাযাবর যুগের তিরোধানের পর স্থিতিশীল কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে মনুষ্যবাচকত্বে 'অনবঃ' এই শব্দের আর সার্থকতা দৃষ্ট হইল না। সুতরাং মনুষ্যবাচকত্বে ঐ শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল। গতিবাচী 'অন্' ধাতুর নিরপেক্ষ প্রয়োগ দৃষ্ট না হইলেও যৌগিকভাবে

উহা বহুশব্দে বিদ্যমান রহিয়াছে। উপোদ্ঘাত অধ্যায়ে দেখাইয়াছি দ্রুতবাচী বৈদিক 'শু' শব্দের সহিত গতিবাচী 'অন্' ধাতুর সমবায়ে কিরণবাচী অংশু (অন্+শু) শব্দ এবং সারমেয়বাচী 'শ্বন্' (শু+অন্) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই দুই শব্দের উপাদানে উক্ত পদার্থ-দ্বয়ের দ্রুতগমনশীলতা অভিব্যঞ্জিত হইতেছে। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায় তৃতীয় বর্গে অন্তরীক্ষবাচী শব্দগুলির মধ্যে 'অধ্বা' বা 'অধ্বন্' শব্দ দৃষ্ট হয়। এই অর্থে 'অধ্বন্' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু 'পন্থা' অর্থে উক্ত শব্দের এখনও প্রচলন আছে। উচ্চারণ-বিশ্লেষণে উক্ত শব্দে 'অ' ধ্বু' এবং 'অন্' এই তিনটী অংশ পাই। 'অ' এই অংশ নিষেধবাচী 'ন'কারের রূপান্তর মাত্র। 'ধ্বু' ধাতুর অর্থ কম্পন এবং 'অন্' ধাতুর অর্থ গমন। অতএব 'যেখানে যাইতে কম্পন হয় না বা কম্পিত হইতে হয় না' .অর্থাৎ 'যেখানে যাইতে বাধা দিবার বা নিষেধ করিবার কেহ নাই' এই ভাবের অভিব্যক্তি 'অধ্বন্' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। যেখানে পথ নাই তথায় যাইতে হইলে প্রতিপদ-বিক্ষেপে নানা বাধাবিপত্তির আশঙ্কা মনে উদয় হয়, কিন্তু রাজমার্গে বা চিহ্নীকৃত মার্গে চলিতে মন কম্পিত হয় না। এই জন্য পথ অর্থে 'অধ্বন্' শব্দের প্রয়োগ সমীচীন ও সার্থক হইয়াছে। আবার অন্তরীক্ষ কাহারও সম্পত্তি নয়। আকাশ-বিহারি জীবগণ অবিকম্পিত হৃদয়ে আকাশমার্গে গমনাগমন করে এই জন্য অন্তরীক্ষের ও 'অধ্বা' বা 'অধ্বন্' এই নামীকরণ সার্থক হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গতিক্রিয়া যাযাবরদিগের নিকট অপরিহার্য্য এবং

প্রাণতুল্য প্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। এমন কি গতিরাহিত্যই তাঁহারা মরণ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি 'মৃ' ধাতুর উপাদানে এই ভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইতেছে। যাযাবর আর্য্যগণের ভাবজগতে গতিক্রিয়ার এইরূপ প্রবল আধিপত্য হেতু গতিবাচী 'অন্' ধাতুর ক্রিয়াসামান্য বাচকত্বে প্রয়োগ হইয়াছিল। ইহাকেই ব্যাকরণের ভাষায় ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয় বলে। 'ভাব' অর্থে ক্রিয়া এবং ভাব-বাচ্য অর্থে ক্রিয়াসামান্যবাচকত্ব বুঝায়। এই বিষয় আমাদের মাতৃ-ভাষার একটী শব্দ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

'বানান' এই শব্দটী বঙ্গভাষায় দুইটী বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। একটী অর্থ 'প্রস্তুত' করা এবং অপর অর্থ 'শব্দের বর্ণবিশ্লেষণ'। 'প্রস্তুত করা' এই অর্থে 'বানান' শব্দদ্বারা 'উপাদানের সংশ্লেষণ' এই ভাবের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং 'প্রস্তুত করা' এই অর্থবাচী 'বানান' শব্দ যে বর্ণবিশ্লেষণ-বাচী 'বানান' শব্দ হইতে পৃথক্ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'বর্ণনা' শব্দ রূপান্তরিত হইয়া বর্ণবিশ্লেষণ' বাচী 'বানান' শব্দে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাক 'প্রস্তুত করা' অর্থবাচী 'বানান' শব্দের কিরূপে উৎপত্তি হইল। সকলেই জানেন অতি নিকটবর্ত্তি অতীতে ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে আমাদের দেশের বস্ত্রবয়ন শিল্প দেশ বিখ্যাত ছিল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর বৈমুখ্যে আজ বঙ্গসন্তান-গণকে লজ্জা নিবারণের জন্য নিতান্ত অসহায়ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। কিন্তু নিকট অতীতে এমন একদিন ছিল যখন এই বঙ্গ-সন্তানগণের বয়ন-শিল্প-প্রসূত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মণ্ডিতা হইয়া পাশ্চাত্য

মহাদেশের বিলাসিনীগণ কৃতার্থম্মন্যা হইতেন। তখন আমাদের দেশে 'বুনন' ক্রিয়া এত সমাদৃত ও আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হইত যে ঐ ক্রিয়া 'বানান' এই সামান্য রূপান্তরিতভাবে নির্ম্মান-ক্রিয়া-সামান্যে ব্যবহৃত হইল।

যাযাবর যুগের গতিবাচী অন্ ধাতুর অভিনয় কেবল যে ক্রিয়া-সামান্যবাচকত্বে পর্য্যবসিত হইল তাহা নহে। গতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিতে 'তিরোধানের' অভিব্যক্তি গৌণভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং 'তিরোধানের' অভিব্যক্তির সহিত 'অভাবের' অভিব্যক্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। যাহা চলে তাহাই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া 'তিরোহিত' হয় এবং যাহা তিরোহিত হয় আমরা তাহারই 'অভাব' কল্পনা করি। এইজন্যই যাযাবর যুগের গতিবাচী 'অন্' ধাতু কালক্রমে নিষেধ বা অভাববাচী শব্দাবয়বরূপে কল্পিত হইল। বর্ণবিপর্য্যয়ক্রমে উহাই নিষেধবাচী 'ন' কারে (ন্+অ) পরিণত হইল এবং বর্ণাত্যয় (ablaut) হেতু উহাই আবার অবস্থান ভেদে নিষেধবাচী 'অ'কার রূপ ধারণ করিল। গতি-বাচী 'অন্' ধাতুর নিষেধ বা অভাববাচী শব্দাবয়বরূপ কল্পনা হইতেই 'অন্য' এই শব্দ গঠিত হইয়াছে। বেদে অনেকস্থলে 'অন্' ধাতু হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ক্রমে গঠিত নিষেধবাচী 'ন' এই শব্দ সাদৃশ্য বা উপমাবাচি শব্দ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই 'ন' শব্দের উপমা বা সাদৃশ্যবাচকত্বে ব্যবহার দৃষ্ট হইবে। উপমা বা সাদৃশ্য প্রকাশের জন্য সাধারণতঃ চারিপ্রকার উপায় পরি-কল্পিত হয়। যথা—১। উপমা বা সাদৃশ্যবাচী কোন শব্দের ব্যবহার।

'বানর' এই শব্দটী লওয়া যাক। উপমা বা সাদৃশ্যবাচী 'বা' শব্দও মনুষ্যবাচী 'নর' শব্দ এই উভয়ের সমবায়ে পশুবিশেষবাচী 'বানর' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। 'মনুষ্যের সদৃশ' এই ভাব 'বানর' শব্দের উপাদানে স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে। কোন কোন আধুনিক মনীষী 'বনে রমতি' অর্থাৎ 'বনে ক্রীড়া করে' 'বানর' শব্দের এই অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু উহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বন্য পশু মাত্রেই বনে ক্রীড়া করে। সামান্য ধর্ম্মদ্বারা জীববিশেষের নামীকরণ সম্ভব নহে। অপরপক্ষে উক্ত জীবের মনুষ্যবৎ বুদ্ধি চাতুর্য্য ও আকার তাহার 'বা—নর' নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতেছে। এইরূপ 'বৎস' শব্দও সাদৃশ্য বা উপমাবাচী 'বৎ' শব্দ এবং সর্ব্বনাম 'তদ্' শব্দের সমবায়ে সৃষ্টি হইয়াছে। 'তদ্বৎ' বা 'তাহার ন্যায়' এই অভিব্যক্তি 'বৎস' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। পুত্র নিজেরই সদৃশ, আত্মারই প্রতিকৃতি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

২। কখন কখন প্রশ্নবাচক শব্দ দ্বারা উপমা বা সাদৃশ্য প্রকাশ হইয়া থাকে। 'কিন্নর' ও 'কিম্পুরুষ' এই শ্রেণীর শব্দ। 'কিন্নর' বা 'কিম্পুরুষ' অর্থে তুরঙ্গের ন্যায় বদনবিশিষ্ট কিন্তু অপরাপর অবয়বে মনুষ্যের ন্যায় দেবযোনিবিশেষ বুঝায়। 'কিন্নর' এবং 'কিম্পুরুষ' এই দুই শব্দের 'কিম্' এই অংশ প্রশ্নবাচী। 'ইহা কি পুরুষ, নর বা মনুষ্য?' এই অভিব্যক্তি ঐ দুই শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে এবং প্রশ্ন-বাচক 'কিম্' শব্দদ্বারা কিন্নর বা কিম্পুরুষ শব্দাভিবাচ্য পদার্থের মনুষ্যের সহিত সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে। 'কিংশুক' শব্দও এইরূপ। এখানেও প্রশ্নবাচী 'কিম্' শব্দদ্বারা 'কিংশুক' শব্দবাচ্য পুষ্পের শুকচঞ্চুর সহিত

বর্ণ ও গঠন সাদৃশ্য সূচিত হইতেছে। 'কাপুরুষ' শব্দেও প্রশ্নবাচী 'কিম্' শব্দের সাদৃশ্যবাচকত্বে প্রয়োগ হইয়াছে। তবে যেরূপ বাহ্যিক আকৃতির সাদৃশ্য লইয়া 'কিম্পুরুষ' শব্দ গঠিত হইয়াছে অন্তর্গত ভাব বা ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ 'কাপুরুষ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। ভীরুতা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে। 'বাহিরে পুরুষের আকৃতি, অন্তরে ভীরুতা, যাহা স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে' এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য অবজ্ঞা জ্ঞাপনার্থ প্রশ্নবাচী 'কিম্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ 'কা' শব্দের সহিত 'পুরুষ' শব্দের সমবায়ে 'কাপুরুষ' শব্দ গঠিত হইয়াছে। ৩। সাদৃশ্য জ্ঞাপনার্থ উপমানবাচী শব্দের প্রয়োগ এবং উপমেয়বাচী শব্দের অপ্রয়োগ। 'সপ্তাশ্ব' শব্দে সূর্য্য বুঝায়। মধ্যস্ফীত কাচখণ্ড (prism) দ্বারা সূর্য্যের শুভ্ররশ্মি সপ্তবিধ রশ্মিতে পরিণত হয়। এই সপ্তবিধ রশ্মিকে সপ্ত অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া সূর্য্যের 'সপ্তাশ্ব' এই নামীকরণ হইয়াছে। ভাষায় এই প্রকার সাদৃশ্যবাচক শব্দের বহুল প্রমান দৃষ্ট হয়। ৪। সাদৃশ্য বাচকত্বে নিষেধবাচী শব্দের ব্যবহার। বৈদিক যুগে ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। 'নদম্ ন ভিন্নম্' 'ভিন্ন নদের ন্যায়', 'তক্বা ন ভূর্ণিঃ' 'ভূরিদ্রব্যাপহারী চোরের ন্যায়' ইত্যাদি স্থলে 'ন'কারের সাদৃশ্য বাচকত্বে প্রয়োগ হইয়াছে। বৈদিক 'নচিকেতাঃ'* 'নবেদাঃ'‡ প্রভৃতি

* নচিকেতাঃ—চিকেতাঃ অর্থে জ্ঞানী—নচিকেতাঃ—যিনি জ্ঞানীর ন্যায়। কঠোপনিষদধৃত নচিকেতার উপাখ্যান দেখ।

‡ নবেদাঃ—মেধাবী। বিদন্তি যে তে বেদাঃ। বেদাঃ ইব ইতি নবেদাঃ নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় 'মেধাবীনামানি' দেখ।

শব্দেও 'ন'কারের ঐ প্রকার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এইবারে আমরা যাযাবর যুগে আর্য্যগণের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিব। নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে 'মনুষ্যনামানি' অর্থাৎ মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকার মধ্যে 'নহুষঃ' এই শব্দটী দৃষ্ট হয়। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক। আর্য্যজাতিগণের স্বভাব এই ছিল যে তাঁহারা আপনাদিগকেই মনুষ্য শব্দদ্বারা অভিহিত করিতেন। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৭৪ তম সূক্তে ইন্দ্রদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে "নৄন্ পাহি অসুর ত্বম্ অস্মান্" "হে ইন্দ্র আপনি অসুর। আমরা মনুষ্য, আমাদিগকে পালন করুন"। ইন্দ্রদেবকে কেন 'অসুর' বলা হইল তাহা পরবর্ত্তি অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। আর্য্যগন অনার্য্যজাতিগণকে রাক্ষস যাতুধান নৈঋত দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। এই স্বভাব গ্রীক এবং রম্যক জাতিগণের মধ্যেও ছিল। তাঁহারাও স্বেতর জাতিগণকে বার্বেরিয়ান্ বা বর্ব্বর নামে অভিহিত করিতেন। এখন মনুষ্যবাচী 'নহুষঃ' শব্দে কি ভাবের অভিব্যক্তি হইত দেখা যাক। নিষেধবাচী 'ন' শব্দ এবং হোমক্রিয়ার্থক 'হু' ধাতুর সমবায়ে 'নহুঃ' এই পদ সিদ্ধ হয় এবং ইহার বহুবচনে 'নহুষঃ' এই পদ পাই। 'যাঁহারা হোম করিতেন না' এই ভাবের অভিব্যক্তি 'নহুষঃ' এই পদের উপাদানে জড়িত। বস্তুতঃ যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম মনুষ্যের স্বভাবজাত নহে। উহা মানসিক উৎকর্ষ ও শিক্ষাপ্রভাবে কালক্রমে অধিগত হয়। যাযাবর আর্য্যগণের আদিম অবস্থায় এমন একটী সময় ছিল যে সময়ে উঁহারা যাগযজ্ঞাদি জানিতেন না এবং করিতেন না। পরে যাগযজ্ঞাদি প্রচলন হইলে পূর্ব্বতন

আর্য্যগণ এবং যাঁহারা যাগযজ্ঞে যোগদান করিলেন না তাঁহারাও 'নহুষ' নামে পরিচিত হইলেন। ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৬ষ্ঠ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে আমরা পাই :—

"স নিরুধ্য নহুষঃ যহ্বঃ অগ্নিঃ
বিশ শ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ"॥*

"মহান্ অগ্নি বলপূর্ব্বক 'নহুষ'দের নিরোধ করিয়া মনুষ্যদিগকে যজ্ঞক্রিয়াশীল করিলেন।" 'নহুষ'দের বংশধরগণ কর্ত্তৃক যে যজ্ঞক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তাহার নিদর্শনও বেদে পাই। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ১২শ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্র এইরূপ :—

"যস্তে অগ্নে নমসা যজ্ঞমীট্টে
ঋতং স পাতি অরুষস্য বৃষ্ণঃ।
তস্য ক্ষয়ঃ পৃথুঃ আ সাধুঃ এতু
প্রসস্রাণস্য নহুষস্য শেষঃ॥" ‡

* যহ্বঃ—মহান্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় 'মহন্নামানি' অর্থাৎ মহদ্বাচিশব্দ তালিকায় এই শব্দটী দৃষ্ট হইবে। ঐ অর্থে এই শব্দের বেদে বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ইহুদীয়গণ ঈশ্বর বাচকত্বে 'ইলোহিম' শব্দ প্রয়োগ করিতেন। পরে 'যিহোবা ইলোহিম' এই শব্দের প্রয়োগ হয়। হিব্রু, সামারিটান এবং সেপ্টুয়াজিন্ত ভাষায় 'যিহোবা' অর্থে 'প্রভু বা মহান্' বুঝায়। অতএব গঠন এবং অভিব্যক্তি উভয় বিষয়েই 'যিহোবা' শব্দ যে বৈদিক 'যহ্ব' শব্দ তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। রম্যক জাতিদের 'যোভ' শব্দও এই বৈদিক 'যহ্ব' শব্দের রূপান্তর মাত্র।

‡ নমসা—অন্নদ্বারা। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৭ম বর্গ 'অন্ননামানি' অর্থাৎ অন্ন বাচিশব্দ তালিকায় 'নমস্' শব্দ পঠিত হইয়াছে।

"হে অগ্নে! প্রসর্ত্রান (অর্থাৎ যাযাবর) নহুষের বংশধর যে অন্নাদি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা রূপদাতা আপনারই জন্য। যাযাবর নহুষের বংশধরগণের জন্য সুন্দর ও বিশাল আবাস হউক॥" উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে যাযাবর আর্যাদিগের আদিম অবস্থায় যাগ যজ্ঞাদি প্রচলিত ছিল না। পরে যাযাবর যুগেই যজ্ঞাদি প্রচলিত হয়। কালক্রমে 'নহুষ' শব্দে যে ভাবের অভিব্যক্তি হইত তাহা অন্তর্হিত হইল। এইখানে পুরাণ তাঁহার যাদুদণ্ড হস্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যাদুমন্ত্রবলে পৌরাণিক রঙ্গমঞ্চে নহুষ নামে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির আবির্ভাব হইল। ইহলোকে পুরাণ তাঁহাকে বহুবিধ সুখভোগ করাইলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগত আত্মা স্থির হইতে পারিল না। স্বপ্নে তিনি পুত্র 'যযাতির' নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের পরলোকগত আত্মার উদ্ধার ও প্রীতিকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠানের আদেশ করিলেন। পুরাণ যে এইস্থলে বেদোদ্দিষ্ট মার্গ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ৫ম মণ্ডল ১২শ সূক্তোক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রটী দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু বেদমার্গ অনুসরণ করিতে

অরুষস্য—রূপস্য। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৭ম বর্গে 'রূপনামানি' অর্থাৎ রূপবাচি শব্দতালিকায় 'অরুষ' শব্দ দৃষ্ট হয়।

বৃষ্ণঃ—বর্ষকস্য—অর্থাৎ দানকারির।

ক্ষয়ঃ—আবাসঃ; গৃহম্।

প্রসর্ত্রানস্য—চলমানস্য—প্র+সৃ+যঙ্লুক শানচ।

শেষঃ—অপত্যম্—নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ২য় বর্গ 'অপত্যনামানি' অর্থাৎ অপত্যবাচি শব্দ তালিকায় এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

গিয়া পুরাণ অৰ্দ্ধপথে যে মায়া গোলকের সৃষ্টি করিলেন তাহা অতিক্রম করা সুকঠিন। 'যযাতি' শব্দ গতিবাচী 'যা' ধাতুর বীপ্সাত্মক সনন্ত রূপমাত্র। নাহুষীযুগের পর যে সব যাযাবর আর্য্যগণ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন তাঁহারাই 'যযাতি' নামে অভিহিত হইলেন। ক্রমশঃ যজ্ঞানুষ্ঠানপর এবং অযাজ্ঞিক যাযাবর আর্য্যগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। বেদে আমরা ইহার স্পষ্ট নিদর্শন পাই। ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল অষ্টাবিংশতি সূক্ত দ্বিতীয় মন্ত্র এইরূপ :—

"ইন্দ্রো যজ্বনে পৃণতে চ শিক্ষতি
উপ ইৎ দদাতি ন স্বং মুষায়তি।
ভূয়ো ভূয়ো রয়িম্ ইৎ অস্যবর্ধয়ন্
অভিন্নে খিল্যে নিদধাতি দেবযুং ॥"*

"ইন্দ্র যজ্ঞক্রিয়াশীল দেবাভিলাষী ব্যক্তিকে পালন করেন ও শিক্ষা দেন। আত্মপক্ষকে দান করেন, প্রবঞ্চনা করেন না। তাহার ঐশ্বর্য্য ভূয়োভূয়ঃ বৰ্দ্ধিত করেন এবং তাহাকে অখণ্ডিত ভূমি প্রদান করেন।" ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে ঐ মণ্ডলে ৪৪শৎ সূক্তে ১১শ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "জহি অযজ্বীন্" "অযাজ্ঞিকদিগকে জয় করুন"। ৫ম মণ্ডল ৩৪শৎ

---

* যজ্বনে—যাজ্ঞিকায়, যজ্ঞানুষ্ঠানপর ব্যক্তিকে।

পৃণতে—পালয়তি প্রীণয়তি বা, পালন করেন অথবা সুখী করেন।

রয়িম্—ধনম্—নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গে 'ধননামানি' অর্থাৎ ধনবাচিশব্দ তালিকায় 'রয়িঃ' শব্দ দৃষ্ট হয়।

দেবয়ুম্—দেবান্ যাতুম্ প্রাপ্তুম্ ইচ্ছন্তম্—দেবাভিলাষী।

সূক্ত ষষ্ঠ মন্ত্রে "অসুন্বতঃ বিধুনঃ"—"অযাজ্ঞিকদিগের কষ্টদায়ক" বলিয়া ইন্দ্র বর্ণিত হইয়াছেন। ২য় মণ্ডল ২৬তি সূক্তে ১ম মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি দেবকে বলা হইয়াছে "অযজ্যোঃ বিভজাতি ভোজনম্।"—"অযজ্যু অর্থাৎ অযাজ্ঞিকের অন্ন হ্রাস করেন"।

কালক্রমে যাজ্ঞিক যাযাবরদিগের মধ্যেও দেবদেবীর পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া কলহ উপস্থিত হইল। আর্য্যজাতীয় যাজ্ঞিক সম্প্রদায় মাত্রেই অগ্নিপূজা করিতেন। আমরা প্রথম মণ্ডল একসপ্ততি সূক্ত সপ্তম মন্ত্রে দেখিতে পাই "অভিপৃক্ষঃ বিশ্বাঃ অগ্নিম্ সচন্তে"—"আমাদের সম্পর্কিত সকলেই অগ্নির সেবা করেন"। ঐ মণ্ডলে ৬৫টি সূক্তে ১ম মন্ত্রে পাই "সজোষাঃ বিশ্বে যজত্রাঃ"—"অগ্নিসেবাকারি সম্পর্কিত সকল যাজকগণ"। ১ম মণ্ডল ৩৬শৎ সূক্ত ১ম মন্ত্রে দেখি "প্রবো যহ্বম্ পুরূণাম্ বিশাম্ দেবযতীনাম্। অগ্নিম্ সূক্তেভিঃ বচোভিঃ ঈমহে। যম্ সীম্ ইৎ অন্য ঈলতে॥"* "দেবযজনকারা পৌরব মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক মহান্ অগ্নি সূক্ত বাক্য দ্বারা পূজিত হন। যে অগ্নিকে অন্যেরাও (অর্থাৎ যাঁহারা দেব-যতি নহেন তাঁহারাও) পূজা করেন।" কিন্তু

---

* যহ্বম্—মহান্তম্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৩য় বর্গ 'মহন্নামানি' অর্থাৎ মহদ্বাচি শব্দ তালিকা দেখ।

দেবযতি—দেবমার্গাবলম্বী—দেবপূজক।

ঈমহে—যাচামহে। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৯শ বর্গে "যাচ্ঞাকর্ম্মাণঃ অর্থাৎ যাচ্ঞা কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

ঈলতে—পূজয়ন্তি। পূজা করেন।

ইন্দ্রাদি অন্য দেবগণ পক্ষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে কতগুলি দেবতা প্রাচীন কালে পূজিত হইতেন। কিন্তু যাযাবর যুগেই সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক তাঁহারা পরিত্যক্ত হন। পরিত্যক্ত দেবতাগণের মধ্যে আবার কতগুলি উক্ত সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক পুনর্গৃহীত হইয়াছিলেন। এই বিষয় অগ্ন্যুপাসক পারসিকগণের আদি ধর্ম্ম পুস্তক জেন্দাবেস্তা (জ্ঞান-পুস্তিকা) এবং ক্ষোর্দাবেস্তা (ক্ষুদ্র পুস্তিকা) হইতে জানা যায়। ঋগ্বেদ হইতেও আমরা ইহার বহুল নিদর্শন পাই। প্রথম মণ্ডল পঞ্চাধিক শততম সূক্ত হইতে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টী উদ্ধার করিলাম। অঙ্গিরস পুত্র ঋষি কুৎস বলিতেছেন :—

"যজ্ঞম্ পৃচ্ছামি অবমম্
সতদ্দূতো বিবোচতি।
ক্ব ঋতং পূর্ব্যং গতম্ কস্তদ্ বিভর্ত্তি নূতনঃ
বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৪ ॥ *
"অমী যে দেবাঃ আস্থন
ত্রিষু আরোচনে দিবঃ।

* অবমম্—আধুনিক।

ঋতম্—সত্যম্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১০ম বর্গে 'সত্যনামানি' অর্থাৎ সত্যবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

বিত্তম্—বিদ্লৃ জ্ঞানে ইতি ধাতোর্লোট্তম্—জানীতম্—অবগত হউন।

রোদসী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ। স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয় লোক। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৩০শৎ বর্গ 'দ্যাবাপৃথিব্যোর্নামধেয়ানি' অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীবাচি শব্দ তালিকা দেখ

কদ্বঃ ঋতম্ কদ্ অনৃতম্
ক্ব প্রত্না বঃ আহুতিঃ ॥ ৫ ॥
"কদ্বঃ ঋতস্য ধর্ণসি
কদ্ বরুণস্য চক্ষণম্
কদ্ অর্য্যম্নঃ মহঃ পথা
অতিক্রামেম দুঢ্যো ॥ ৬ ॥ *

"আমি ইদানীম্ প্রবর্ত্তিত যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই যজ্ঞীয় দূত বলিতেছে। প্রাচীন সত্য কোথায় গেল? কে নূতন সত্য প্রচলিত করিল? অদ্য দ্যাবাপৃথিবী আমার কথা শ্রবণ করুন।

"এই যে উজ্জ্বল ত্রিদিববাসী দেবতারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোনগুলিই বা আপনাদের সত্য দেবতা এবং কোনগুলিই বা মিথ্যা? সেই প্রাচীনকাল দত্ত আপনাদের আহুতিই বা কোথায়?

"আপনাদের সত্য উপাসনা পদ্ধতির বল কোথায় গেল? কিরূপে বরুণদেবের সর্ব্বদর্শিত্ব এবং অর্য্যমাদেবের দীপ্তিমৎ পন্থা অতিক্রম করিব তাহা ভাবিয়াও পাই না।" এই ঋষি পরবর্ত্তি অষ্টম মন্ত্রে

---

* প্রত্না—পুরাতনী। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৭তি বর্গ 'পুরাণ নামানি' অর্থাৎ পুরাতন বাচি শব্দ তালিকা দেখ।

ধর্ণসি—বলম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৯ম বর্গ বলবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

চক্ষণং—দৃষ্টি, দর্শন।

মহঃ—পূজনীয়ঃ।

দুঢ্যঃ—দুঃখেন ধ্যায়তে ইতি দুঃ + ধ্যৈ + ক—দুশ্চিন্তনীয়ঃ ইত্যর্থঃ।

বলিতেছেন :—

"সম্ মা তপন্তি অভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারম্ তে শতক্রতো" ॥*

"সপত্নীগণের ন্যায় পর্শুরা (পারসীকেরা) চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে ক্লেশ দিতেছে। হে শতক্রতো! মাধ্যগণ (মিডীয়) ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন দেখাইয়া মূষিক যেরূপ খনন করিয়া পৃথ্বীতল অন্তঃসারশূন্য করে সেইরূপ আপনার স্তাবকবর্গকে বিমার্গগামী করিতে চেষ্টা করিতেছে।" বেদে যেরূপ ইন্দ্র স্বর্গাধিপতিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অগ্ন্যুপাসক পারসিকদিগের আদি ধর্ম্মপুস্তক জেন্দাবেস্তার বেন্দিদাদ (বেদনিন্দা)† অধ্যায়ে সেইরূপ নরকাধিরাজরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। জেন্দাবেস্তায় যে কেবল দেবরাজ ইন্দ্রের এই প্রকার দুরবস্থা হইয়াছিল তাহা নহে। সবিতা অর্য্যমা বরুণ প্রভৃতি দেবগণ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে আবার খোর্দাবেস্তায় ইঁহাদের মধ্যে কতগুলি দেবতা পুনর্গৃহীত ও স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এইজন্যই বোধ হয়

---

* মা—মাম্, আমাকে।

পর্শবঃ—পারসিকাঃ, পারসিকগণ।

মাধ্যঃ—মিডীয়নামক জাতি বিশেষ। নিঘণ্টু ৪র্থ অধ্যায়ে ১ম বর্গে 'দ্বিবষ্টিপদাদি' অর্থাৎ ৬২টি পদতালিকায় 'মধ্যাঃ' এই শব্দের উল্লেখ আছে।

শিশ্না—পুং জননেন্দ্রিয়।

ব্যদন্তি—ভাঙ্গাইয়া লয়।

† বেন্দিদাদ—বেদনিন্দা। এই বেন্দিদাদ শব্দ হইতে লাতীন (Latin) ভাষার 'ভেন্দেত্তা' (Vendeta) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে 'ভেন্দেত্তা' অর্থে 'প্রতিশোধ'।

ঋষি শুনঃশেপ প্রথম মণ্ডল চতুর্বিংশতি সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে বলিতেছেন "যাশ্চিৎ তে ইথা ভগঃ শশমানাঃ পুরানিদঃ। অদ্বেষঃ হস্তয়োর্দধে॥"*—"যাহারা পূর্ব্বে সবিতা দেবের নিন্দা করিয়াছিলেন তাঁহারাই এখন দ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ প্রশংসাপর হইয়া তাঁহার হস্তধারণ করিতেছেন (অর্থাৎ সবিতাদেবকে পুনর্গ্রহন করিতেছেন)।" জেন্দাবেস্তায় ইন্দ্র যেরূপ নরকাধিরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন সেইরূপ 'অহুরমাজ্দা' ('অসুর মহৎ' বা 'মহাসুর') স্বর্গরাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বেদ ভূয়োভূয়ঃ দেবনিন্দাকারিদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাদের অমঙ্গল, পরাজয় এবং নিধনকামনা করিয়াছেন কিন্তু কখনও অসুর-রাজকে নরকপালনে নিযুক্ত করেন নাই। এইখানেই বেদের মহত্ত্ব এবং উদারচেতা ঋষিগণের মহদন্তঃকরণের পরিচয়। পরবর্ত্তি অধ্যায়ে 'অসুর' শব্দ পর্য্যালোচনার সময় আমরা এই বিষয় বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা করিব। পুরাণ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। এই বৈদিক ভিত্তির উপর পুরাণ তাঁহার দেবাসুর যুদ্ধের কল্পনা স্থাপন করিয়াছেন। পুরাণে অসুরগণ পরাজিত বিত্রাসিত ও বিতাড়িত হইয়া অবশেষে পাতাল ও নরকে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। পুরাণ বেদনিন্দা বা বেদনিন্দার শতগুণ প্রতিশোধ লইয়াছেন। কিন্তু আচারানুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া যাযাবর আর্য্য সম্প্রদায়গণ মধ্যে বিদ্বেষ বহ্নি যে সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে। উহা বহুদিন যাবৎ ধূমায়মান অবস্থায়

* শশমানাঃ—প্রশংসাপর, অর্চনাপর। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৪শ বর্গ 'অর্চতি কর্ম্মাণঃ' অর্থাৎ অর্চনা কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

পুরানিদঃ—পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে নিন্দন্তি যে তে। যাহারা পূর্ব্বে নিন্দা করিত।

ছিল। সম্প্রদায়গণের মধ্যে সদ্ভাব পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা যে হয় নাই তাহা নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত পঞ্চাধিক শততম সূক্তে নবম মন্ত্রে আঙ্গিরস কুৎস ঋষি বলিতেছেন :—

"অমী যে সপ্তরশ্ময়ঃ তত্রা মে নাভিরাততা।
স জামিত্বায় রেভতি ॥*

"এই যে সপ্ত সম্প্রদায় ইহাদের সহিত আমার ঘন সম্পর্ক। আমি সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।" পুরানে এই সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত অসুরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত দেবযানির কলহচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। যযাতি নরপতি কর্ত্তৃক দেবযানির পানিগ্রহন ও শর্ম্মিষ্ঠার প্রতিগ্রহ সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব পুনঃ সংস্থাপন চেষ্টার পৌরানিক বর্ণনা মাত্র। 'শর্ম্মন্' শব্দে সুখ বুঝায়। 'শর্ম্মিষ্ঠা' শব্দ দ্বারা 'যিনি সুখে থাকেন' এই ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এক্ষণে বৃষপর্ব্বাসুর দুহিতার 'শর্ম্মিষ্ঠা' এই নামীকরণ কেন হইল দেখা যাক। ঋগ্বেদ পাঠে দেখা যায় ইন্দ্রাগ্নিবায়ু বরুণ মিত্রভগ প্রভৃতি দেবগণ বহুস্থলে বহুবার 'অসুর' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 'অসুর' শব্দে দৈত্যদানববাচি কোন অভিব্যক্তি আদিতে ছিল না। ইহা আমরা 'অসুর' শব্দের

* রশ্ময়ঃ—কিরণ। এখানে সপ্তরশ্মি অর্থে সপ্ত সম্প্রদায় সূচিত হইয়াছে। যাযাবর আর্য্যগণের সম্প্রদায় পর্য্যালোচনার সময় দেখান যাইবে।

নাভিঃ—সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ।

জামিত্বায়—আত্মীয়ত্ব স্থাপনায় ইত্যর্থঃ।

রেভতি—প্রার্থয়তে। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৪শ বর্গ 'অর্চতিকর্ম্মাণঃ' অর্থাৎ অর্চনাকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

পর্য্যালোচনাকালে বিশদরূপে দেখাইব। 'অসুর' শব্দ আদিতে দেবোদ্দেশেই কল্পিত হইয়াছিল। যখন ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুর পদবাচ্য ছিলেন তখন যাযাবর আর্য্যজাতিগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্মাচার পদ্ধতি লইয়া বিশেষ মনোমালিন্য বা বিদ্বেষভাব উপস্থিত হয় নাই। সেই সুখের সময়ে সেই মনোমালিন্য-বিরহিত সাম্প্রদায়িক প্রীতিই পৌরাণিক কল্পনার জীবনদায়িনী শক্তিপ্রভাবে অসুর দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার আকার পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়াছে। জেন্দাবেস্তা গ্রন্থের বেন্দিদাদ বা বেদনিন্দাধ্যায় পাঠে জানা যায় কালক্রমে সম্প্রদায় বিশেষ আর দেবত্বে অসুরত্ব আরোপ করিলেন না। তাঁহাদের নিকট অসুর' শব্দের ভাবোৎকর্ষ অক্ষুন্ন রহিল কিন্তু 'দেব' শব্দের বহুল পরিমাণে ভাবাপকর্ষ হইল। 'দেব' শব্দের এই ভাবাপকর্ষবশে জেন্দভাষাপ্রসূত পারস্য প্রভৃতি ভাষায় 'দেও' অর্থে ভূতযোনি বুঝায় এবং এই অর্থে প্রতীচ্য শ্বেতদ্বীপবাসীগণের ভাষায় 'দেবিল' (Devil) শব্দ প্রযুক্ত হয়। যে সকল সম্প্রদায় মধ্যে 'দেব' শব্দের ভাবোৎকর্ষ অক্ষুন্ন রহিয়া গেল তাঁহারা দেবযাজিগণকে 'দেবযু' দেবযতি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিলেন। এই সকল শব্দ হইতেই 'দেবযানি' শব্দের উৎপত্তি। 'দেবযান' অর্থে দেবমার্গ এবং দেবযানি' অর্থে তন্মার্গাবলম্বিনী প্রকৃতি বুঝায়। যদিও জেন্দভাষায় 'দেব' শব্দের ভূরিভাবে ভাবাপকর্ষ হইয়াছিল, বেদে 'অসুর' শব্দের সেরূপ ভাবাপকর্ষ হয় নাই। কিন্তু পুরাণ স্বীয় মায়াতুলিকায় এই ভাবাপকর্ষ ফুটাইয়া তুলিলেন। তাঁহার মোহিনী শিল্পকলাপ্রভাবে দেবযানি ললিতমধুরা হাবভাবশালিনী ষোড়শী শুক্র-

কন্যারূপে পরিণতা হইলেন। যযাতি নরপতি তাঁহার পানিগ্রহণ করিলেন। *সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ অসুরদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানির দাসী-*রূপে আনাইয়া যযাতির অঙ্কশায়িনী করাইলেন। পুরাণ তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনাবলে বেদ্দিদাদের প্রতিশোধ লইলেন।

ঊর্দ্ধে যাহা উক্ত হইল তদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে এককালে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রাচীন আর্য্যগণের ভাবরাজ্যে 'অসুর' শব্দের কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই জন্য একটী পৃথক্ অধ্যায়ে আমরা অসুর শব্দের পর্য্যালোচনা করিব।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

তৃতীয় অধ্যায়

যাযাবর যুগ—অসুর

অসুর—পূর্ব্বদেব—অসুর শব্দে 'সুরবিরোধি' এই অভিব্যক্তির অভাব—দেবগণের অসুর আখ্যা—বেদে অসুর শব্দের অভিব্যক্তি—আর্য্য সম্প্রদায়গণ মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ—পুরাণে অসুর শব্দের ভাবাপকর্ষ—অসুর শব্দ হইতে সুর শব্দের উৎপত্তি—মেঘবাচকত্বে অসুর শব্দ—অসুর শব্দের ভাবাপকর্ষের গৌণকারণ—অদিতি ও দিতি শব্দ—অরণ্য ও অশ্ব শব্দ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন কবিবর অমরসিংহের অমরকোষে আমরা দেখিতে পাই

"অসুরাঃ দৈত্যদৈতেয়াঃ দনুজেন্দ্রারি দানবাঃ।
শুক্রশিষ্যাঃ দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ॥"

অসুরগণ পূর্ব্বদেব নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'পূর্ব্বদেব' অর্থে দেবগণের পূর্ব্বে জাত। যখন অসুরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল তখন দেবতাদিগের উৎপত্তি হয় নাই। আমরা দেখাইব 'অসুর' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন দেববাচী 'সুর' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলনের বহুপূর্ব্বে হইয়াছিল। দৃশ্যতঃ দেববাচী 'সুর' শব্দ হইতেই তদন্যবাচকত্বে 'অসুর' শব্দের সৃষ্টি এই প্রকার প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু আমরা দেখাইব বস্তুতঃ তাহা নহে। যে ভাবের অঙ্কন দেহে লইয়া বৈদিক যুগের

অসুর—সুরবিরোধী এই অভিব্যক্তির অভাব

বহুপূর্ব্বে 'অসুর' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল কালপ্রভাবে সেই অঙ্কন অস্পষ্ট হইলে পরবর্ত্তি যুগের মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে 'অসুর' শব্দটী 'ন সুর' অর্থাৎ 'সুর নহে' ইহারই রূপান্তর মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক 'অসুর' শব্দের আদি 'অ' বর্ণের সহিত নিষেধার্থক 'ন' শব্দের কোন সুদূর সম্পর্কও নাই। এই স্থলে আমরা ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইব স্বয়ং সুরপতি এবং অন্যান্য প্রধান দেবতাগণ বহুস্থলে 'অসুর' শব্দের বাচ্য হইয়াছেন। যদি 'সুর নহে' ইহাই 'অসুর' শব্দের প্রকৃত অভিব্যক্তি হইত তাহা হইলে বেদে আমরা কখনই 'অসুর' শব্দের ঐ প্রকার অসমীচীন এবং বিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিতে পাইতাম না।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৭৪তম সূক্তে ১ম মন্ত্রে অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন

"নূন পাহি অসুর ত্বম্ অস্মান্"

"হে ইন্দ্র! আপনি অসুর, আমরা মনুষ্য। আপনি আমাদিগকে পালন করুন।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর্য্যগণ আপনাদিগকে 'মনুষ্য' বলিতেন এবং স্বেতর জাতিগণের রাক্ষস যাতুধান দস্যু প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২০তি সূক্ত ২য় মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন

"দিবো ন তুভ্যম্ অনু ইন্দ্র সত্রা
অসুর্য্যং দেবেভিঃ ধায়ি বিশ্বম্।
অহিং যৎ বৃত্রম্ অপো বব্রিবাংসম্

হন্ ঋজীষিন্ বিষ্ণুনা সচানঃ ॥*

"হে ঋজুগামিন্ ইন্দ্র তুমি বিষ্ণুর সাহায্যে উদকাবরোধি অহি বৃত্রকে নাশ করিয়াছিলে অতএব দেবগণ কর্তৃক তোমাতেই সম্যক্ অসুরত্ব অর্পন করা সার্থক হইয়াছিল।" উক্ত ঋষিই ঐ মণ্ডল ৩০শৎ সূক্ত ২য় মন্ত্রে উক্ত দেবোদ্দেশে আবার বলিতেছেন "বৃহৎ অসুর্য্যম্ অস্য"—"মহৎ অসুরত্ব ইন্দ্রেরই।" ঐ মণ্ডলে ৩৬শৎ সূক্ত ২য় মন্ত্রে উক্ত ঋষি পুনরায় বলিতেছেন "যৎ দেবেষু ধারয়থা অসুর্য্যম্"—"যিনি দেবগণের নিমিত্ত অসুরত্ব ধারণ করেন।" ৫ম মণ্ডল ৪২শৎ সূক্ত ১১শ মন্ত্রে অত্রি ঋষি বলিতেছেন

"যক্ষ্ব মহে সৌমনসায় রুদ্রম্
নমোভিঃ দেবম্ অসুরম্ দুবস্য ॥ †

* সত্রা—সত্যম্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১০ম বর্গ 'সত্যনামানি' অর্থাৎ সত্যবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

অসুর্য্যম্—অসুরস্য ভাবঃ অসুরত্বম্ ইত্যর্থঃ

অহিম্—মেঘম্। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১০ম বর্গ মেঘবাচি শব্দ তালিকা দেখ। ন ধীয়তে যঃ সঃ অহিঃ—ন+ধা+কি—'যাহার ধৃতি ও পুষ্টি নাই' ইহাই 'অহি' শব্দের অভিব্যক্তি। ধৃতি এবং পুষ্টির কথা দূরে থাক 'অহি' এবং বৃত্রের' নিধনই ইন্দ্র সবিতা মিত্র মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের প্রধান কার্য্য রূপে বেদে বর্ণিত।

বব্রিবাংসং—আচ্ছাদয়ন্তম্। হন্—বৈদিক প্রয়োগ। ঘ্নন্ ইত্যর্থঃ।

ঋজীষিন্—ঋজুগামিন্।

সচানঃ—সচতীতি গতি কর্ম্মসু পঠিতং। নিঘণ্টু গতিকর্ম্মবাচি শব্দতালিকা দেখ।

† মহে—মহতে।

সৌমনসায়—সুমনসঃ ভাবঃ সৌমনসং তস্মৈ। সৌহার্দ্যায় ইত্যর্থঃ।

"মহৎ সৌহার্দ্য লাভের জন্য অসুর রুদ্রদেবকে অন্নাদি দ্বারা পূজা ও তাঁহার যজ্ঞ কর।" আবার ঐ মণ্ডলে ৬৬ষ্টি সূক্তে ২য় মন্ত্রে মিত্রা-বরুণ দেবতাদ্বয়ের উদ্দেশে বলা হইয়াছে—

"তা হি ক্ষত্রম্ অবিহ্রুতম্ সম্যক্ অসুর্য্যমাসাথে" ‡

"তাঁহারা উভয়ে অক্ষীণ ক্ষমতা এবং সম্যক্ অসুর্য্য বিস্তার করেন।" এইরূপ অগ্নিদেব সোম সবিতা ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবগণ বেদের নানা-স্থানে 'অসুর' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় 'সুর বিরোধি' এই অভিব্যক্তি 'অসুর' শব্দে পূর্ব্বে ছিল না। 'অসু' অর্থে প্রাণ। যিনি 'প্রাণদান করেন' এই অভিব্যক্তি অসুর শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। নিঘণ্টুর ১ম অধ্যায় ১০ম পর্য্যায়ে মেঘবাচি শব্দ-গুলির মধ্যে 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয়। মেঘবাচকত্বেও 'অসুর' শব্দের ঐ আদিম অভিব্যক্তি স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। ৫ম মণ্ডল ৮৩ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে মেঘের উদ্দেশে অত্রি ঋষি বলিতেছেন "অসুরঃ পিতা নঃ"— "মেঘ অসুর এবং আমাদের পালয়িতা।"

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি কোন শব্দের প্রাচীন অভিব্যক্তি অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া গেলে পরবর্ত্তি যুগের মনীষিগণ ঐ শব্দের অভিব্যক্তি

নমোভিঃ—অন্নাদিভিঃ। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৭ম বর্গ 'অন্ননামানি' অর্থাৎ অন্ন-বাচি শব্দতালিকা দেখ।

দুবস্য—পূজয়। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৫ম বর্গ 'পরিচরণকর্ম্মাণঃ' অর্থাৎ পরিচরণ কর্ম্মবাচি শব্দতালিকা দেখ।

‡ ক্ষত্রম্—ধনম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গ ধনবাচি শব্দ তালিকা দেখ। অবিহ্রুতং—'হ্বৃ কৌটিল্যে' ইতি ধাতোঃ। অকুটিলম্ ইত্যর্থঃ।

পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা পূর্ব্ববর্ত্তি যুগ হইতে বিভিন্ন মার্গাবলম্বিনী হয়। তাহার ফলে শব্দের অর্থে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়া যায়। কিন্তু অসুর' শব্দ স্থলে ঠিক এই কারণে অর্থ বিপর্য্যয় ঘটে নাই। অসুর' শব্দের ইতিহাস অন্যরূপ। বেদো-দ্ধৃত উপরোক্ত মন্ত্রগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে যে আর্য্য বৈদিক ঋষিগণ দেবত্বে অসুরত্ব কল্পনা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্প্রদায় বিশেষ তাহা করিতে অস্বীকার করিল। বৈদিক ঋষিরা বলিলেন দেবতারাই 'অসুর'। তাঁহাদের সম্প্রদায় বিশেষ বলিল অসুর এবং দেব এক হইতে পারে না—অসুরেরা স্বর্গের ও দেবেরা নরকের জীব। ক্রমশঃ এই জ্ঞাতিবিরোধ ঘোরতর আকার ধারণ করিল। ফলে চিরকালের জন্য জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ঋগ্বেদে বহুস্থলে আমরা এই জ্ঞাতি বিরোধের স্পষ্ট নিদর্শন পাই। ৩য় মণ্ডল ৫৫শ২ সূক্ত ২য় মন্ত্রে প্রজাপতি ঋষি বলিতেছেন

> "মা উষুনঃ অত্র জুহুরন্ত দেবাঃ
> মা পূর্ব্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।
> পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতুরন্তর্
> মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্॥" *

* মা—নিষেধবাচী।

জুহুরন্ত—ত্যজন্তু।

সদ্মনোঃ—হর্ম্ম্যয়োঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৪র্থ বর্গ গৃহবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

কেতুঃ—অভিজ্ঞান চিহ্নম্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৯ম বর্গে প্রজ্ঞাবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

"হে অগ্নে! আমাদিগকে দেবতাগণ এবং পদজ্ঞানবিশিষ্ট প্রাচীন পিতৃগণ যেন পরিত্যাগ না করেন। দুইটী প্রাচীন সৌধের মধ্যে এই অভিজ্ঞান চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে যে মহৎ অসুরত্ব কেবল দেবতাদিগেরই"। পাঠকপাঠিকাদিগকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না 'দুইটী প্রাচীন সৌধ' ইহা দ্বারা দেবযাজি এবং অদেবযাজি সম্প্রদায়দ্বয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই সূক্তের যাবতীয় মন্ত্রের শেষচরণ 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্"—"মহৎ অসুরত্ব কেবল দেবতাদিগেরই"। আর্য্য ঋষিগণ দেবযাজি হইলেন বটে কিন্তু সেই পিতৃপিতামহাদি পূজিত চিরআদৃত বহুকালের ভক্তিস্মৃতিজড়িত 'অসুর' শব্দের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এই জন্যই বেদে দেবোদ্দেশে 'অসুর' শব্দের বহুল প্রয়োগ। এইজন্যই উপরিধৃত সূক্তের প্রতিমন্ত্রে "মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্"—"মহৎ অসুরত্ব কেবল দেবতাদিগেরই"—এই উচ্ছ্বাস। কিন্তু তাহা বলিয়া বেদ যে অদেবযাজিদের উপর করুণা করিয়াছেন তাহা নহে। বেদ অদেবযাজিদের অমঙ্গল কামনা ও তাহাদের প্রতি অভিসম্পাতের ত্রুটি করেন নাই। এ সম্বন্ধে বেদনিন্দাধ্যায় (বেদনিন্দাধ্যায়) হইতে বেদ কোন অংশে ন্যূন নহেন। জেন্দাবেস্তা হইতে জানা যায় যে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বি আর্য্য সম্প্রদায় বৈদিক আর্য্য ঋষিগণের ন্যায় যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানপর ছিলেন। তাঁহারাও অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস পান করিতেন। কেবল অসুরত্বে দেবত্ব কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে ৫ম মণ্ডল

অসুর—মধ্য। একম্—কেবলম্, নিরবচ্ছিন্নম্ ইত্যর্থঃ।

১২শ সূক্ত ৪র্থ ও ৫ম মন্ত্রে বলা হইয়াছে :—

"কে তে অগ্নে রিপবে বন্ধনাসঃ
কে পায়বঃ সনিষন্তঃ দ্যুমন্তঃ।
কে ধাসিম্ অগ্নে অনৃতস্য পান্তি
কে অসতঃ বচসঃ সন্তি গোপাঃ ॥
"সখায় স্তে বিষুণাঃ অগ্ন এতে
শিবাসঃ সন্তঃ অশিবাঃ অভুবন্।
অধূর্ষত স্বয়মেতে বচোভিঃ
ঋজূযতে বৃজিনানি ব্রুবন্তঃ॥" *

"হে অগ্নে! দীপ্তিমান্ এবং রক্ষণশীল (অর্থাৎ সাগ্নিক) হইয়াও শত্রুদের প্রতি কাহাদের প্রীতি? হে অগ্নে! কাহারা মিথ্যাচারের

---

* বন্ধনাসঃ—প্রীতিযুক্তাঃ ইত্যর্থঃ। বেদে বহুবচনান্ত 'অস্' বিভক্তির এই প্রকার বীপ্সা বহুল দৃষ্ট হয় যথা দেবাসঃ, মর্ত্তাসঃ, নরাসঃ ইত্যাদি। লৌকিক ব্যাকরণে দেবাঃ, মর্ত্তাঃ, নরাঃ ইত্যাদি রূপ হয়।

পায়বঃ—পালকাঃ।

দ্যুমন্তঃ—দীপ্তিমন্তঃ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৫শ বর্গে 'জ্বলতিকর্ম্মাণঃ' অর্থাৎ দীপ্তিকর্ম্মবাচি শব্দতালিকা দেখ।

ধাসিম্—অন্নম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৭ম বর্গ 'অন্ননামানি' অর্থাৎ অন্নবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

গোপাঃ—রক্ষয়িতারঃ। গুপূ রক্ষণে ইতি ধাতোঃ।

বিষুণাঃ—সুখরহিতাঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ষষ্ঠ বর্গে সুখবাচি শব্দতালিকায় 'শুন' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। বিগতং শুনম্ যেভ্যঃ তে বিষুণাঃ।

অধূর্ষত—অহিংসত। বৃজিনানি—পাপানি।

অন্ন ভক্ষণ করে? কাহারা অসদ্বাক্যের প্রতিপালক হয়?

"হে অগ্নে! সুখহীন তাহারা তোমারই বন্ধু। তাহারা পূর্ব্বে মঙ্গলময় ছিল এক্ষণে অমঙ্গলময় হইয়াছে। তাহারা নিজের কথায় নিজেরই অনিষ্ট করিতেছে। তাহারা পাপকথা বলিয়া সরলতা দেখাইতে চায়।"

এই মন্ত্রদ্বয়ে কলহের প্রারম্ভে অভিযোগ সূচিত হইয়াছে। প্রথম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—

"উতা ব্রুবন্তু নো নিদঃ নিরন্যতশ্চিদারত।
দধান ইন্দ্র ইৎ দুবঃ॥" *

"নিন্দাকারিরা যেন আমাদের উপদেশ না দেন। তাঁহারা অন্যত্র গমন করুন। যাঁহারা ইন্দ্রের পরিচর্য্যা করেন তাঁহারাই আমাদের উপদেশ প্রদান করুন।" উক্ত মণ্ডলে ২৫তি সূক্তে ৪র্থ মন্ত্রে আমরা পাই—

"পরাহি মে বিমন্যবঃ পতন্তিবস্য ইষ্টয়ে।
বয়ো ন বসতীরুপ।" †

---

* নিদঃ—নিন্দন্তি যে তে নিদঃ—নিন্দাকারিণঃ।

নিঃ—নিঃশেষেণ। অন্যতঃ—অন্যস্মিন্ দেশে। আরত—গচ্ছন্তু।

দধান ইন্দ্র ইৎ দুবঃ—ইন্দ্রে দুবঃ পরিচরণং পূজাম্ ইত্যর্থঃ দধান ধারয়ন্তঃ ইৎ নিশ্চয়ে ব্রুবন্তু ইতি শেষঃ। যে ইন্দ্রপূজাম্ কুর্বন্তি তে অস্মান্ উপদিশন্তু ইতি নিশ্চিতার্থঃ।

† বিমন্যবঃ—বিদ্বেষপরাঃ। বস্য ইষ্টয়ে—আবসথ কল্যানায়।

বয়ঃ—পক্ষী।

"যাঁহারা আমাদের উপর দ্বেষপ্রবৃত্তিপর তাঁহারা পক্ষিগণ যেরূপ নীড় পরিত্যাগ করিয়া যায় সেইরূপ আমাদিগের আবসথের কল্যান হেতু দূরদেশে গমন করুন।" এই সকল স্থলে অদেবযাজি জ্ঞাতৃবর্গের প্রতি আর্য্য ঋষিগণের অভিমান সূচিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল অভিমান ও অভিযোগে কলহের শান্তি হয় নাই। তাঁহাদের প্রতি অভিসম্পাত ও পরে তাঁহাদের সহিত ঘোরতর শত্রুতা বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ২য় মণ্ডল ২৩তি সূক্ত ৭ম মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন—

"যোন মর্চয়াৎ অনাগসঃ
অরাতীবাঃ সানুকোবৃকঃ।
অপতম্ বর্ত্তয় পথঃ
সুগম্ন অস্মৈ দেববীতয়ে কৃধি॥"*

"হে বৃহস্পতে! নিরপরাধ আমাদিগকে যাহারা ক্লেশ প্রদান করিতেছে, যাহারা শত্রুদের সহিত মিলিত হইয়াছে, যাহারা পর্ব্বত-

---

* মর্চয়াৎ—পীড়য়েৎ।

অনাগসঃ—নাস্তি আগঃ অপরাধঃ যেভ্যঃ তে—নিরপরাধান্।

অরাতীবাঃ—রাতি দদাতি ইতি রাতিঃ—বন্ধুঃ। ন রাতিঃ অরাতিঃ শত্রু, অরাতিযু বসতীতি অরাতীবাঃ। ছান্দসম্ দীর্ঘত্বং। বেদে বন্ধু অর্থে 'রাতি' শব্দ এবং শত্রু অর্থে 'অরাতি' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনুমান হয় এই বন্ধুবাচি 'রাতি' শব্দ হইতেই 'রাতীন' বা 'Latin' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃকঃ—চৌরঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৪তি বর্গ 'স্তেননামানি' অর্থাৎ চৌরনামবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

দেববীতয়ে—দেববিস্তারায়। কৃধি—কুরু।

শিখরবাসি বৃকের ন্যায়, তাহাদিগকে আমাদের পথ হইতে অপসারিত করুন এবং আমাদের দেবযজন মার্গ সুখসাধ্য করিয়া দিন"। ঐ সূক্তের পরবর্ত্তি মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—

"বৃহস্পতে দেবনিদো নিবর্হয়
মা দুরেবাঃ উত্তরম্ সুম্নম্ উন্নশন্ ॥" *

"বৃহস্পতে! দেবনিন্দাকারিদের ধ্বংস করুন। দুষ্টগণ যেন আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের হানি করিতে না পারে।" পরবর্ত্তি মন্ত্রে ঋষি আবার বলিতেছেন—

"ত্বয়া বয়ম্ সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে
স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি।
যাঃ নঃ দূরে তলিতঃ যাঃ অরাতয়ঃ
অভিসন্তি জম্ভয় তাঃ অনপ্নসঃ ॥" †

---

* দেবনিদঃ—দেবান্ নিন্দন্তি যে তান্।

নিবর্হয়—বিনাশয়। নিঘণ্ট্ ২য় অধ্যায় ১৯শ বর্গ বধকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় নিবর্হয়তি শব্দ দৃষ্ট হয়।

দুরেবাঃ—দুষ্টাঃ।

সুম্নম্—সুখম্। নিঘণ্ট্ ৩য় অধ্যায় ৬ষ্ঠ বর্গ সুখবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

† সুবৃধাঃ—সুষ্ঠু বর্দ্ধনশীলাঃ।

স্পার্হা—স্পৃহণীয়ানি।

তলিতঃ—নিকটস্থাঃ। নিঘণ্ট্ ২য় অধ্যায় ১৬শ বর্গে অন্তিক বা নিকটনামবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

জম্ভয়—নাশয়।

"হে ব্রহ্মণস্পতে! তোমাকে লইয়া আমরা বৃদ্ধিশীল হইয়াছি। তোমারই উদ্দেশ্যে মনুষ্য আমরা স্পৃহণীয় ধনরত্নাদি উৎসর্গ করিব। যে সব অরাতিগণ দূরে বা নিকটে রহিয়াছে তাহাদিগকে নির্বংশ করিয়া ধ্বংস করুন।" উক্ত ঋষি আবার তৎপরবর্ত্তি মন্ত্রে বলিতেছেন—

"আ নো দুঃশংসো অভিদীপ্সুরীশতে
প্র সুশংসো মতিভি স্তারিষীমহি॥" ‡

"গর্ব্বিত নিন্দাকারিগণ যেন আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতে না পারে। স্তুতিকারি আমরা প্রজ্ঞাবলে যেন (বিপদ) উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই।" এইরূপ প্রায় প্রতি মণ্ডলেই ঋগ্বেদে বহুস্থলে আমরা দেবযাজি এবং অদেবযাজি আর্য্য সম্প্রদায় মধ্যে কলহ ও শত্রুতার নিদর্শন দেখিতে পাই। পাঠকপাঠিকাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে আমরা এতৎ সম্বন্ধে বেদ হইতে অপরাপর মন্ত্র উদ্ধার করিতে ক্ষান্ত হইলাম। পরিশিষ্টে পর্য্যালোচনা করা যাইবে। এত কলহ এত শত্রুতা স্বত্বেও আর্য্য ঋষিগণ চিরপরিচয়বশে 'অসুর' শব্দের মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দুই এক স্থল ছাড়া বেদে এইজন্য 'অসুর' শব্দের ভাবাপকর্ষ ঘটে নাই। পরবর্ত্তি যুগে পুরাণ আসিয়া তাঁহার কঠিন দণ্ডের

অনপ্নসঃ—অনপত্যান্। নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ১ম বর্গে কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায়, ঐ অধ্যায়ে ২য় বর্গে অপত্যনামবাচি শব্দ তালিকায় এবং ৩য় অধ্যায় ৭ম বর্গে রূপবাচি শব্দ তালিকায় 'অপ্নঃ' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। অন্যান্য এই প্রকার মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে এইস্থলে 'অপত্য' অর্থই গ্রহণীয়।

‡ অভিদীপ্সুঃ—অভি সমন্তাৎ দীপ্সুঃ গর্ব্বিতঃ।

ঈশতে—প্রভবতি।

নির্ম্মম আঘাতে জ্ঞাতৃত্বের সেই শেষ স্মৃতিচিহ্নটীও চূর্ণবিচূর্ণিত করিয়া দিলেন। বাজীকরের ন্যায় পুরাণ অসুর ও মহাসুরের কত ভয়াবহ এবং লোমহর্ষণ ক্রীড়া দেখাইলেন। তাহাদের কত অত্যাচার ও অনাচার বর্ণনা করিলেন। অসুরের অত্যাচারে সর্ব্বংসহা বসুমতীকেও রসাতলে প্রেরণ করিতে কুন্ঠিত হইলেন না। পুরাণের বর্ণনায় অসুর সৃষ্টির বিরোধি, প্রলয়ের ধূমকেতু, অমঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। পুরাণে দেবগণের প্রধান কার্য্য অসুরের দমন ও বিনাশ। ইহার জন্য পুরাণ দেবগণকে কত ক্লেশই না সহ্য করাইয়াছেন। কিন্তু পুরাণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। জেন্দাবেস্তার বেন্দিদাদ বা বেদনিন্দাধ্যায়ের শতগুণ প্রতিশোধ লওয়া হইল। বেন্দিদাদ এবং পুরাণের চেষ্টাফলেই অদেবযাজিগণ নিজের আবসথ স্থলের 'আসিরিয়া' বা 'অসুর্য্যা' এই নামীকরণ করেন এবং নিজেরা অসুর এই উপাধি ধারণ করেন। ইতিহাসে আসিরিয় এবং বাবিলনীয় রাজগণের নামের শেষে 'অসুর' এই উপাধি দৃষ্ট হয়। আবার সেই স্থলে দেবযাজিগণ নিজ নিজ নামের শেষে 'দেব' উপাধি ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। বেদ হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস জানাইয়া বলিয়াছিলেন

"অমী যে সপ্তরশ্ময় স্তত্রামে নাভিরাততা
স জামিত্বায় রেভতি॥" ১ম মং ১০৫ সূঃ ৯ম মন্ত্র॥

"এই যে সপ্ত সম্প্রদায় ইহাদের সহিত আমার ঘন সম্পর্ক। আমি সেই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বলিতেছি।" জ্ঞাতিদের মতদ্বৈধ ও উপেক্ষার জন্য বেদ কত অভিমান কত অভিযোগ করিয়াছেন। পুরাণ কিন্তু এ বিষয়ে নির্ম্মম নিষ্করুণ। পুরাণ যেন কঠোর স্বরে বলিতেছেন

"থাক্ যথেষ্ট হইয়াছে। আর জ্ঞাতৃত্বে কায নাই। আমি যে চিত্র অঙ্কন করিব তাহার দ্বারা কার সাধ্য বুঝিবে যে তোমাদের সহিত বিরোধ ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ কস্মিন্‌কালে ছিল।" বাস্তবিক পক্ষে পুরাণের কল্পনাসৌধে প্রবেশ করিলে কার সাধ্য একবার মনেও করিতে পারে যে এককালে 'অসুর' শব্দের উপর দেবত্ব কল্পিত হইয়াছিল, একসময়ে দেবতারাই 'অসুর' শব্দের অভিবাচ্য ছিলেন। পুরাণের প্রভাবে, তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্যকালে, 'দেবতার চিরবিরোধি' এই ভাবই 'অসুর' শব্দে অঙ্কিত হইয়া গেল। এবং সেইজন্যই 'অসুর' শব্দের আদিম 'অ' বর্ণ নিষেধবাচি 'ন'কারের রূপান্তর বলিয়া পরিগৃহীত হইল। ইহাই দেববাচি 'সুর' শব্দের উৎপত্তির কারণ। দেবতা অর্থে 'সুর' শব্দ ঋগ্বেদে কচিৎ দৃষ্ট হয়, কারণ তখনও 'অসুর' শব্দে 'সুরবিরোধি' এই অভিব্যক্তির আরোপ হয় নাই। তখনও দেবতারা অসুর বলিয়া অভিহিত হইতেন। পৌরাণিক যুগে 'অসুর' শব্দের অভিব্যক্তিতে তদ্বিরোধিত্ব কল্পনা করিয়া 'সুর' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। 'অসুর' শব্দের ভিত্তির উপরেই 'সুর' এই শব্দ গঠিত হয়।

ঊর্দ্ধে যাহা বর্ণিত হইল উহাই 'অসুর' শব্দের ভাবাপকর্ষের প্রতি প্রধান কারণ। কিন্তু আর একটী গৌন কারণে উক্ত ভাবাপকর্ষের সহায়তা করিয়াছিল। বেদাদি পাঠে জানা যায় প্রাচীন আর্য্যগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের সরল উদার অন্তঃকরণ প্রকৃতির চিত্তহারিণী শোভা দর্শনে মুগ্ধ ও তন্ময় হইয়া যাইত। মধুর বিহগকুলকূজিতা ধীরশীতলসমীরণসেবিতা রক্তিমসুবর্ণ-

রবিচ্ছটাগণ্ডিতা উষোদেবীর কল্পনা এইজন্যই হইয়াছিল। একদিকে স্বভাবের সৌন্দর্য্য যেরূপ দেবত্বকল্পনার সহায়তা করিয়াছিল সেইরূপ আবার অন্যদিকে যাহা দ্বারা সেই সৌন্দর্য্যের তিরোভাব বা নাশ ঘটিত তাহাই দেববিরোধিনী শক্তিরূপে পরিকল্পিত হইত। নিঘণ্টু প্রথম অধ্যায়ে দশম পর্য্যায়ে মেঘবাচি শব্দ তালিকায় 'অসুর' শব্দ দৃষ্ট হয়। ৫ম মণ্ডল ৮৩তি সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে মেঘকে বলা হইয়াছে "অসুরঃ পিতা নঃ" —"মেঘ অসুর এবং আমাদের পালয়িতা। কিন্তু মেঘের প্রতি এই প্রসন্নভাব বৈদিক যুগেও স্থায়ী হয় নাই। যখন আর্য্য ঋষি দেখিতেন সুবর্ণমণ্ডিতা উষোদেবী মেঘের কৃষ্ণাবরণ ভেদ করিয়া আসিতে পারিলেন না, তাঁহার তরুণঅরুণ কিরণে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিলেন না, বিহগ-কাকলিমুখরিত বীণার ঝংকারে বিশ্বের কর্ণকুহরে মধু ঢালিয়া দিতে পারিলেন না, তখন ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার সরলোদার চিত্তের ব্যথা ইন্দ্র দেবকে জানাইতেন ও বলিতেন 'দেব তুমি ত অনেকবার বৃত্রকে ধ্বংস করিয়াছ। এবারেও তাহাকে নাশ করিয়া বারিধারায় পরিণত কর। পৃথ্বী শীতলা হউন। নদনদী পূর্ণ এবং আকাশতল নির্ম্মল হউক।' অধিকাংশ বৃত্রসূক্তের এইভাব। বৃত্রসূক্ত সমূহের দুই একটী মন্ত্র যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও এইভাব প্রকটিত রহিয়াছে। বেদে ইন্দ্র একা যে বৃত্রহা ছিলেন তাহা নহে। অগ্নি মরুৎ মিত্র সবিতা প্রভৃতি দেবতারাও বৃত্রহা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। আবেস্তাগ্রন্থেও 'মিথ্র বরেথ্রঘ্ন'—'মিত্র বৃত্রহন্' ইহার উল্লেখ আছে। অতএব দেখা যায়, যে মেঘের উদ্দেশ্যে অসুর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল তাহাতে দেববিরোধিত্ব কল্পনার সূত্রপাত বৈদিক যুগেই হয়। ইহাও 'অসুর'

শব্দের ভাবাপকর্ষ বিষয়ে একটী গৌণ কারণ।

যেরূপ 'অসুর' শব্দ হইতে 'সুর' শব্দের উৎপত্তি দেখাইলাম সেইরূপ আর একটী শব্দ চিত্র দেখাইব। আমরা 'অদিতি' শব্দের কথা বলিতেছি। যেরূপ 'অসুর' শব্দের আদি 'অ' বর্ণের সহিত নিষেধবাচি 'ন' কারের কোনও সম্পর্ক নাই দেখাইয়াছি সেইরূপ 'অদিতি' শব্দের আদি 'অ'কারও নিষেধার্থক 'ন'কারের সহিত সম্পর্কিত নহে ইহা দেখাইব। এবং আরও দেখাইব, ঐ আদি 'অ'বর্ণ নিষেধবাচি 'ন' শব্দের রূপান্তর মাত্র, এই কল্পিত সিদ্ধান্তবশে তদ্বিরুদ্ধ ভাবের অভিব্যক্তির জন্য 'দিতি' এই শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। মহামতি যাস্ককৃত নিঘণ্টু হইতে জানা যায় 'অদিতি' শব্দ পৃথিবীনামপর্য্যায়ে পঠিত হইয়াছে। আবার বাগ্বাচী, গোবাচী এবং দ্যাবাপৃথিবীবাচী শব্দগুলির মধ্যে 'অদিতি' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'পদনামানি' অর্থাৎ পদের নামবাচি শব্দ তালিকাতেও এই পদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ বেদে এমন অনেকস্থলে 'অদিতি' শব্দের প্রয়োগ আছে যেখানে উল্লিখিত অর্থ সকল খাটাইলে শব্দের সঙ্গতি করিতে পারা যায় না। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৯৪ সূক্ত ১৫শ মন্ত্রে, ২য় মণ্ডল ১ম সূক্ত ১১শ মন্ত্রে, ৪র্থ মণ্ডল ১ম সূক্ত ২০তি মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'অদিতি' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ৫ম মণ্ডল ৫৯ষ্টি সূক্ত ৮ম মন্ত্রে 'দ্যৌঃ' অর্থে 'অদিতি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ মণ্ডলে ৩১শৎ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে অন্তরিক্ষ অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রথম মণ্ডল ৮৯তি সূক্তে ১০ম মন্ত্রে অদিতিই দ্যৌঃ অদিতিই অন্তরিক্ষ অদিতিই পরিদৃশ্যমান জগৎ এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভাগবতকার উক্ত মহাগ্রন্থের ২য় স্কন্ধ ৩য়

অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে বলিতেছেন "অন্নাদ্যকাম স্তুদিতিম্"--অর্থাৎ "যাহারা অন্নাদিকামনা করেন তাঁহারা অদিতির পূজা করুন"। এই স্থলে পূজ্যপাদ ঋষি 'অদিতি' শব্দের আদিম অভিব্যক্তি লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন। 'অদৃণ ভোজনে' অর্থাৎ ভোজনবাচি 'অদ্' ধাতু হইতেই 'অদিতি' শব্দ গঠিত হইয়াছে। বাস্তবিক 'আদিতি' শব্দ 'অত্তি' এই শব্দের সাম্প্রসারণিক রূপান্তর মাত্র। সামান্য মাত্র গবেষণা দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে অন্নময় ভিত্তির উপরেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতিষ্ঠা। এই অন্নের জন্যই প্রাণিমাত্রের বিকাশ ও তদভাবে লয়। তৃণ শৈবাল গুল্মলতাদিও অন্নের প্রতীক্ষা করে। অন্নের জন্যই সমাজ গঠিত হয় এবং অন্নাভাব হেতুই সমাজবিপ্লব ঘটিয়া থাকে। অন্নের জন্য জিগীষা এবং দগ্ধ জঠরের জন্যই সেবা ও দাস্য। এই জন্যই স্মৃতি বলিতেছেন—

"পূজয়েৎ অশনম্ নিত্যম্ ভক্ষ্যাৎ চৈতদকুৎসয়ন্।
পূজিতম্ হ্যশনম্ নিত্যম্ বল মূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি॥"

মনু।

"নিত্য অন্নের পূজা করিবে এবং নিন্দা না করিয়া অন্নভক্ষণ করিবে। নিত্য পূজিত হইলে অন্ন বল ও বীর্য্য প্রদান করেন।" স্মার্ত্তের বচন বেদের প্রতিধ্বনি মাত্র। বেদ বলিতেছেন

"বিদ্যাম ইষম্ বৃষণম্ জীরদানুম্॥" ১।১৮১।১-৯

"বলকারক এবং জীবনপ্রদায়ি অন্ন যেন প্রাপ্ত হই।" দেবগণ আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন এবং শত্রুগণকে অন্ন হইতে বিচ্যুত করুন এই ভাব বেদে বহুল মন্ত্রে বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব

ভোজনবাচি 'অদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'অদিতি' শব্দ যে নিখিল প্রকৃতির অভিবাচকত্বে প্রযুক্ত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি। ৪র্থ মণ্ডল ১৮শ সূক্তে ঋষি বামদেব অদিতির মুখ দিয়া বলাইতেছেন

"নাহম্ অতঃ নিরয়া দুর্গহৈতৎ
তিরশ্চতঃ পার্শ্বাৎ নির্গমানি।:
বহূনি মে অকৃতা কর্ত্তানি
যুধ্যৈ ত্বেন সম্ ত্বেন পৃচ্ছৈ॥"

"এই জন্য যে আমি দুষ্প্রবেশ্যা বা দুর্গমা তাহা নহে। ইতর প্রাণি সকল আমার পার্শ্বদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। অনেক কার্য্য আছে যাহা এখনও আমার করা হয় নাই। সেই সব কার্য্য করিবার জন্য আমি যতমানা ও সম্পৃচ্ছ্যমানা আছি।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রাচীন আর্য্যগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর তাঁহাদের দেবত্ব কল্পনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা প্রকৃতির দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। একটী স্নিগ্ধোজ্জ্বলা প্রশান্তগম্ভীরা মধুরহাস্যময়ী সুখকরী শান্তিদায়িনী মূর্ত্তি। অপর মূর্ত্তিটী উদ্বেগকারিণী ভয়ঙ্করী ভ্রুকুটীকুটিলা ঘোরচপলা পীড়াদায়িনী তমোময়ী। স্বভাবতঃ আর্য্যগণ প্রকৃতি দেবীর এই উগ্রকঠোর মূর্ত্তিতে দেববিরোধি ভাবের কল্পনা স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃতির এই তীব্রমূর্ত্তিই 'দিতি' নামে অভিহিত হয়। বৈদিক যুগেই আমরা দিতি শব্দের প্রচলন দেখিতে পাই। কিন্তু পরবর্ত্তি যুগে পুরাণ আসিয়া 'দিতি' শব্দের ভাব ফুটাইয়া তুলিলেন। পুরাণ 'অসুর' শব্দের সম্যক্ ভাবাপকর্ষ সংঘটিত করিয়া অসুরগণের 'দৈত্য' এবং 'দৈতেয়' অর্থাৎ দিতির সন্তান এই

আখ্যা প্রদান করিলেন। বেদে দেবগণ আদিত্য বা আদিতেয় অর্থাৎ অদিতির সন্তান বলিয়া পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগে তদ্বিরোধিবাচকত্বে 'অদিতি' শব্দের ব্যুৎপত্তি দৃঢ়মূল হইয়া গেল।

যেরূপ 'অসুর' এবং 'অদিতি' শব্দে দেখাইলাম যে পূর্ব্বে ঐ শব্দদ্বয়ে তদ্বিরোধিভাব ছিল না কিন্তু পরবর্ত্তি যুগে মনীষিগণ উক্ত শব্দদ্বয়ের আদি 'অ' বর্ণকে 'ন' কারের রূপান্তর মাত্র কল্পনা করিয়া তদ্বিরোধিবাচকত্বে 'সুর' ও 'দিতি' শব্দের অবতারণা করেন সেইরূপ আবার অনেক শব্দ আছে যাহা তদ্বিরোধী এই ভাবের অভিব্যক্তি লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কালপ্রভাবে সেই বিরোধিভাবের অভিব্যক্তি ঐ সকল শব্দে আর লক্ষিত হয় না। এইরূপ দুই একটী শব্দ দেখাইয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

'অরণ্য' এই শব্দটী লওয়া যাক। বর্ত্তমান মনীষিগণ এই শব্দের 'অর' এই অংশটী গতিবাচি 'ঋ' ধাতুর রূপান্তর মাত্র এই সিদ্ধান্ত করেন। তাহা হইলে 'যেখানে যাইতে হয়' বা 'যেখানে যাওয়া যায়' ইহাই ঐ শব্দের ব্যঞ্জনা বা ব্যুৎপত্তি হয়। কিন্তু সত্যই কি তাহা? শ্বাপদসঙ্কুল, ব্যালিগণ পরিবৃত, বহু কণ্টক সমাকীর্ণ, সূর্য্যকিরণাবরোধি, প্রকৃতি দেবীর তীব্রকঠোর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির রঙ্গমঞ্চ স্বরূপ ভীষণ অরণ্যানি কাহার অভিমত হইতে পারে। সাধারণের অবগম্য ভাবের অভিব্যক্তির দ্বারাই বস্তুর নামীকরণ হয় ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। আমরা 'রমণীয়' অর্থে 'রণ' ও 'রণ্য' শব্দ বেদে বহুস্থলে পাই। ১০ম মণ্ডল ৯ম সূক্ত ১ম মন্ত্রে সিন্ধুদ্বীপ ঋষি বলিতেছেন "আপো হিষ্ঠা ময়োভুবঃ তা ন উর্জ্জে-

দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে" *—"মহৎ রমণীয় দেখিবার জন্য সুখ বিধায়ক বারিরাশি অবস্থান করুন এবং আমাদের বলবিধান করুন।" ৫ম মণ্ডল ৫৫শৎ সূক্তে ৭ম মন্ত্রে ঐ অর্থে 'রণ্যবাচঃ' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ মণ্ডলে ৭৪ সূক্ত ২য় মন্ত্রে এবং ১ম মণ্ডল ৮৩ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে ঐ অর্থে 'রণ্যথঃ' এই পদ পাওয়া যায়। আবার রমণীয় অর্থে 'রথ' শব্দের প্রয়োগ ১ম মণ্ডল ৬৫ষ্ঠি সূক্ত ৩য় মন্ত্র, ৬৬ষ্ঠি সূক্ত ২য় মন্ত্র, ৬৯ সূক্ত ২য় ও ৩য় মন্ত্র, ৪র্থ মণ্ডল ৭ম সূক্ত ৫ম মন্ত্র, ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৩য় সূক্ত ৩য় মন্ত্র এবং 'রণিত' শব্দ ২য় মণ্ডল ৩ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে পাই। ফলতঃ বৈদিক যুগে 'রণ' ও 'রম' এই উভয় ধাতুই সমার্থক ছিল। যুদ্ধই যে আর্য্যজাতিদের রমণীয় পদার্থ ছিল সংগ্রামবাচি 'রণ' শব্দ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব 'অরণ্য' শব্দের আদি 'অ' বর্ণ 'ন' কারের রূপান্তর মাত্র এবং 'যাহা রণ্য বা রমণীয় নহে' এই ভাবের অঙ্কনে মুদ্রিত হইয়া 'অরণ্য' এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। রমণীয় অর্থে 'রণ' ধাতু অপ্রচলিত হইয়া গেলে 'রণ্য' এই অংশের অভিব্যক্তি অস্পষ্টীকৃত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'অরণ্য' এই শব্দের তদ্বিরোধিবাচকত্ব লুপ্ত হইল।

'অরণ্য' শব্দের ন্যায় 'অশ্ব' এই শব্দেরও তদ্বিরোধিবাচকত্ব লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মনীষিগণ 'অশ্' ধাতু হইতে 'অশ্ব' শব্দ নিষ্পন্ন করেন। 'অশ্' ধাতু ভোজনার্থক অথবা ব্যাপ্তিবাচী। 'অশ্ব' নামক

* স্থা—তিষ্ঠন্ত। ময়োভুবঃ—সুখকরঃ। উর্জ্জে—বলায়। দধাতন—বিদধন্ত। মহে—মহতে। রণায়—রমণীয়ায়। চক্ষসে—দ্রষ্টুম্।

জীবের ভোজন ব্যাপারে এমন কি অসাধারণত্ব আছে যাহাতে ভোজন ক্রিয়াবাচী 'অশ্' ধাতু হইতে উক্ত জাবের নামীকরণ হইতে পারে। যদি 'অশ্ব' এই নামীকরণ সাধারণ ভোজনব্যাপারঘটিত হইত তাহা হইলে নিঃসন্দেহ 'অশ্ব' শব্দ 'মনুষ্য' অর্থে প্রযুক্ত হইত। কারণ স্বজাতির স্বভাব ক্রিয়া এবং গুণ পরজাতি অপেক্ষা পূর্ব্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের নামীকরণ পরজাতি অপেক্ষা পূর্ব্বেই সম্পাদিত হয়। আহার জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারা প্রাণি বিশেষের নামীকরণ নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও অতীব বিস্ময়কর বটে। আবার ব্যাপ্তিবাচী 'অশ্' ধাতুর কিছুমাত্র অভিব্যক্তিও 'অশ্ব' শব্দে দৃষ্ট হয় না। ব্যাপ্তিবাচি 'অশ্' ধাতু হইতে অশ্ব শব্দ নিষ্পন্ন করিলে 'ঈশ্বর'ই উক্ত শব্দের প্রথম ও প্রধান অভিব্যক্তি হইত। এক্ষণে কি অভিব্যক্তি অশ্ব' শব্দে নিহিত আছে দেখা যাক্। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে শীঘ্রতাবাচী বৈদিক 'শু' শব্দ এবং গতিবাচী 'অন্' ধাতুর যোগে দ্রুতগমন ভাবের অভিব্যক্তির জন্য সারমেয়বাচী 'শ্বন্' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'শ্বন্' শব্দের সৃষ্টির পর আর একটী জীব দৃষ্ট হইল যাহারও স্বভাব দ্রুতগমন কিন্তু সেই জীব সারমেয় নহে। 'দ্রুতগমনশীল অথচ শ্বন্ নহে' এই ভাবের অঙ্কন দেহে লইয়া তাহারই অভিব্যক্তির জন্য 'অশ্ব' (ন+শ্বন্) শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। কালক্রমে বৈদিক 'শু' শব্দ ও 'অন্' ধাতু গতিবাচকত্বে অপ্রচলিত হইয়া গেলে 'অশ্ব' শব্দের আদিম অভিব্যক্তিও অস্পষ্ট এবং ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শব্দের আদি 'অ' বর্ণের তদ্বিরোধি-বাচকত্ব ও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

'অশ্ব' এবং 'অরণ্য' শব্দের ন্যায় 'অরাতি' শব্দও নিষেধার্থক 'ন' শব্দের সমবায়ে সংঘটিত। ঋগ্বেদে 'রাতি' এবং 'অরাতি' এই উভয় শব্দ দৃষ্ট হয়। 'রাতি' অর্থে বন্ধু এবং 'অরাতি' অর্থে শত্রু। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২২ সূক্ত ৭ম মন্ত্রে আমরা 'বন্ধু' অর্থে 'রাতি' এই শব্দের প্রয়োগ পাই। ২৯শৎ সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে 'রাতি' এবং 'অরাতি' এই উভয় পদ দৃষ্ট হয়। বন্ধুবাচক 'রাতি' শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেই কারণবশতঃ অরাতি শব্দেরও তদ্বিরোধিবাচকত্ব আর লক্ষ্যীকৃত হয় না।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ

যাযাবর আর্য্যদিগের ধর্ম্ম—রণপ্রিয়তা হেতু ধর্ম্মের উৎকর্ষ—রণক্ষেত্রে সাংখ্য ও বেদান্তের উন্মেষ—বৈদিক ঋষিগণের উদার রক্ষণশীলতা—যাযাবর আর্য্যগণের আবসথ—অমা—অমাবস্যা—যুগনির্ণায়ক গৃহবাচী শব্দ সকল—স্বসরাণি গয়—দুরবন দুরোণ ও দ্রোণ—যাযাবর আর্য্যগণের আদি আবসথ কোথায় ছিল—দিগ্বাচি শব্দ সকল ও তাহাদের অভিব্যক্তি—ইংরাজি ভাষায় দিগ্বাচি শব্দ ও তাহাদের অভিব্যক্তি—widow এবং বিধবা শব্দ—বাল্টিকপ্রদেশ বা স্কন্দনাভীয় দেশ আদি আবসথ নহে—তাহার কারণ—উত্তরমেরু আদি আবসথ নহে—তাহার কারণ—বেদে aurora Borealis ও উত্তরবাহিনী নদী প্রসঙ্গ—মঙ্গোলিয়া আদি আবসথ নহে—যাযাবর আর্য্যগণের আদি আবসথ নির্ণয়—তাহার বৈদিক প্রমাণ।

যাযাবর আর্য্যগণ স্বভাবতঃ রণদুর্ম্মদ ছিলেন। কেন এরূপ হইয়াছিলেন এবং এই রণদুর্ম্মদতা হেতুই কিরূপে তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ সাধিত হয় আমরা এক্ষণে তাহার পর্য্যালোচনা করিব। 'অরণ্য' শব্দ পর্য্যালোচনার সময় পূর্ব্ববর্ত্তি অধ্যায়ে দেখাইয়াছি বৈদিক যুগে 'রণ' ও 'রম' ধাতুদ্বয় সমার্থক ছিল। সংগ্রাম আর্য্যদিগের অতি প্রিয় বস্তু ছিল বলিয়াই 'রণ' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। 'রণ' শব্দের আদিম

অভিব্যক্তি 'রমণীয়'। জীবিকার জন্য ধাবিত মৃগের অনুসরণ শ্বাপদগণ হইতে আত্মরক্ষা, দস্যু ও রাক্ষসগণের দমন এবং শত্রুতাসাধনপর জ্ঞাতৃ-বর্গের সহিত কলহ যাযাবর আর্য্যগণের নিত্যবৃত্তি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফলে তাঁহাদের বলিষ্ঠ সুদৃঢ় দেহ, অটল আত্মনির্ভর ও অবিচলিতা স্বপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ২য় সূক্ত ১২শ মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন –

তুবিগ্রীবঃ বৃষভঃ বাবৃধানঃ
অশত্রুঃ অর্য্যঃ সমজাতি বেদঃ।" *

"প্রশস্তগ্রীব বৃষভের ন্যায় বর্দ্ধমান অপ্রতিদ্বন্দি আর্য্য ধনলাভ করেন।" এই ভাবই অমরকবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বাহির হইয়াছে—

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহম্ ক্ষাত্রোধর্ম্মইবাশ্রিতঃ॥"

"বক্ষোদেশ বিশাল, স্কন্ধদেশ পৃথু ও মাংসল, আকার দীর্ঘ এবং ভুজ-দ্বয় আজানুলম্বিত। দেখিলেই বোধ হয় যেন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্বয়ং মূর্ত্ত পরিগ্রহ করিয়া নিজের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষম দেহ লইয়া অবস্থান করিতে-ছেন।" যাযাবর আর্য্যদিগের নিকট যুদ্ধই প্রধানপুরুষকার ছিল।

---

* তুবিগ্রীবঃ—তুবিঃ বহুলা প্রশস্তা ইত্যর্থঃ গ্রীবা যস্য। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১ম বর্গে 'তুবি' শব্দ 'বহু' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সমজাতি—সম্প্রাপ্নোতি। অজ গতৌ ইতি ধাতোঃ।

বেদঃ—ধনম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গে 'ধন' অর্থে 'বেদস্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই জন্যই নিঘণ্টু ২য় অধ্যায়ে সংগ্রামবাচি শব্দ তালিকায় 'পৌংস্য' শব্দটী দৃষ্ট হয়। পৌংস্য অর্থে 'পুমান্' অর্থাৎ পুরুষের উপযুক্ত কার্য্য। আবার যুদ্ধই আর্য্যগণের নিকট ধন ও অন্নলাভের প্রকৃষ্ট উপায় মধ্যে পরিগণিত হইত। ইহাও তাঁহাদের রণপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। নিঘণ্টুর সংগ্রামবাচি শব্দ তালিকায় 'বাজসাতৌ' ও 'মহাধনে' এই দুইটী পদ দৃষ্ট হয়। বৈদিক 'বাজ' শব্দে অন্ন বুঝায়। আর্য্যগণের দেহ যেরূপ বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় ছিল তাঁহাদের মনেও সেই প্রকার অসীম স্ফূর্ত্তি বিরাজ করিত। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১৫২ সূক্তে ঋষি বলিতেছেন—

> "অনশ্বো জাতঃ অনভীশুরর্বা
> কনিক্রদৎ পতয়ং ঊর্দ্ধসানুঃ
> অচিত্তম্ ব্রহ্ম জুজুষু র্যুবানঃ
> প্রমিত্রে ধাম বরুণে গৃণন্তঃ ॥" *

"প্রাথমিক যুগে আর্য্যদিগের অশ্ব ছিল না। অবারিত অর্ব্ব হ্রেষায়মান হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ করিত। আর্য্যযুবাগণও মিত্র এবং বরুণদেবের স্তুতিগান করিয়া লঘুচিত্তে অন্ন গ্রহণ করিতেন।" এই লঘুচিত্ততাহেতুই তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের রণপ্রিয়তা এই উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। রণক্ষেত্রেই সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, গিরি-

---

* কনিক্রদৎ—ক্রন্দমানাঃ—হ্রেষায়মানঃ।

ব্রহ্ম—অন্নম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৭ম বর্গ অন্নবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

জুজুষুঃ—সেবায়াম্সুঃ। 'জুষ্' সেবায়াং ইতি ধাতোঃ।

গুহায়, নিভৃত ধ্যানে নহে। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৪২তম আত্মসূক্তে ৫ম মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন —

"মাং নরঃ স্বশ্বাঃ বাজয়ন্তে
মাং বৃতাঃ সমরণে হবন্তে।
কৃণোমি আজিম্ মঘবাহমিন্দ্রঃ
ইয়র্মি রেণুম্ অভিভূত্যোজাঃ॥" *

"অশ্বারূঢ় নরগণ আমার সহিতই যুদ্ধ করে। আবার আমা-কর্তৃক পরিবৃত হইয়াই যুদ্ধার্থ আহ্বান করে। আমিই যুদ্ধ করি। আমিই মঘবা। আমিই ইন্দ্র। সর্ব্বাভিভবশক্তিশীল আমি রেণুর মধ্যেও প্রবেশ করি।" এই জন্যই মহাভারতকার বিস্তীর্ণ কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গনে ভগবান্ বাসুদেবের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে গলিত সুধাধারার ন্যায় সর্ব্বোপনিষৎসার শিরোমনি জগতের শ্রেষ্ঠ রত্ন গীতার মহাবাক্যাবলির অবতারণা করাইয়া ছেন। জীবনের যত কিছু আড়ম্বর যাহা কিছু আয়োজন সবই মৃত্যুর জন্য। সূর্য্য ও চন্দ্রদেব প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি-পলকে আমাদিগকে জীবনের শেষ অঙ্কের দিকে টানিয়া লইয়া

* স্বশ্বাঃ—সুন্দর অশ্ববন্তঃ।
বাজয়ন্তে—যুধ্যন্তে।
সমরণে—যুদ্ধে। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৭শ বর্গ সংগ্রামবাচি শব্দ তালিকা দেখ।
আজিম্—সংগ্রামম্। নিঘণ্টু সংগ্রামবাচি শব্দ তালিকা দেখ।
ইয়র্মি—গচ্ছামি।
অভিভূত্যোজাঃ—অভিভূতিঃ অভিভবশক্তি ওজঃ তেজঃ যস্য সঃ। সর্ব্বাভিভব শক্তিশীল ইত্যর্থঃ।

যাইতেছেন। কিন্তু মহামায়ার প্ররোচনায় আমরা এরূপ মুগ্ধ ও প্রতারিত যে সেই শেষ যবনিকাপাতের কথা ভ্রমেও ভাবি না। মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি। যাহা আমাদের চিরসহচর যাহা জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই ছায়ার ন্যায় আমাদের সতত অনুধাবন করিতেছে তাহার প্রতি এত অপ্রীতি! তাহার জন্য এত ভয়! জন্মই মৃত্যুর আরম্ভ মায়াবশে এই মহাসত্য আমরা ভুলিয়া যাই। এই মহাসত্য বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রাদির ব্যাকুল চেষ্টা ঐ মায়ামোহের নিকট বিফলীকৃতা হইয়া যায়। কিন্তু শিশুর ন্যায় সরলমতি উদারচেতাঃ আর্য্যবীরগণ রণক্ষেত্রে এই মহাসত্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে দেহের উপর এত অনুরাগ এত প্রীতি, যে দেহের উপর সতত আমরা আত্মত্বের প্রতিষ্ঠা কল্পনা করি সেই দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরাঙ্গনে বাতাহতকদলী তরুর ন্যায় তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে পতিত হইত। সেই ধূলি বিলুণ্ঠিত কর্দ্দমীকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহে আত্মত্বের আরোপ কদাচ সম্ভবপর নহে ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেন। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতেন আত্মা সেই পদার্থ যাহার স্পর্শে এই পাঞ্চভৌতিক পিণ্ড পবিত্রীকৃত হয়, যাহার অধিষ্ঠানে উহা সৃষ্টির সার পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। সমর তাঁহাদের ক্রীড়া এবং মৃত্যু তাঁহাদের তুচ্ছ ক্রীড়নক ছিল। তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছিলেন মানবের সার পদার্থ যাহা, যাহাতে মানবের মানবত্ব, তাহার উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই। সেই সার পদার্থ হইতে স্থূলেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পাঞ্চভৌতিক পিণ্ডের সাময়িক বিচ্ছেদমাত্র মৃত্যুনামে অভিহিত হয়। তাঁহাদিগের নিকট মৃত্যুর বিভীষিকা ছিল না। বরং উহা দেবত্বের প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংলণ্ডীয়

ভাষায় মৃত্যুবাচী Death (ডেথ্) * এই শব্দটী এখনও ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। Death এবং দেবত্ব একই কথা। উপরিধৃত মন্ত্রটী বেদের যে আত্মসূক্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি সেই আত্মসূক্তের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহাই নিগম ও বেদান্তের মূল ভিত্তি। আত্মতত্ত্বের এই উন্মেষ রণক্ষেত্রে হইয়াছিল। এই জন্যই উপনিষৎ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—"বলহীন ব্যক্তি কর্তৃক এই আত্মতত্ত্বলাভ হয় না।" এই জন্যই পুরাণ বলিতেছেন—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদকৌ।
পরিব্রাড্ যোগনির্ম্মুক্তঃ রণে চাভিমুখে হতঃ॥"

অগ্নিপুরাণ।

"দুই প্রকার পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া মুক্তিমার্গে প্রধাবিত হইতে পারেন। যোগযুক্ত সন্ন্যাসী অথবা সম্মুখ যুদ্ধে হত বীর পুরুষ।"

ভূমিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে ভাষাকে আর্য্যগণ বাগ্দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেন ও শব্দকে ব্রহ্ম বলিতেন সেই বাগ্দেবীকে সেই শব্দ-ব্রহ্মকে সুবিজ্ঞ ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাপারদর্শি চিকিৎসকের ন্যায় ধীশক্তির শানিত ছুরিকায় ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ শব্দব্রহ্মের প্রত্যেক অস্থি ও পঞ্জর গণনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যেও বৈদিকযুগে ঠিক সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৬ষ্ঠ সূক্ত ৯ম মন্ত্রে আমরা

* Death (ডেথ্) --এই শব্দের আদিভাগ 'Dea' অর্থে দেবতা বা ঈশ্বর বুঝায় এবং 'th' এই অংশ state বা অবস্থাবাচী।

পাই সর্বেমাত্র ৩৩টী দেবতা ও তাহাদের সহধর্ম্মিণী। কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৯ম সূক্তের ৯ম মন্ত্রে আমরা দেখি "ত্রীনি শতা ত্রিসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্য্যন্।"—'তিন শত তিন হাজার ত্রিশ এবং ৯ জন দেবতা অগ্নির পূজা করিয়াছিলেন।" পুরাণের কিন্তু ইহাতেও সন্তোষ হইল না। তিনি দেবতার সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিয়া সার্দ্ধ তেত্রিশ কোটি দেবসংখ্যা নির্ণয় করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আত্ম-তত্ত্বের উন্মেষ হইয়াছিল। একদিকে যে রূপ ইন্দ্রাগ্নি বায়ু বরুণ মিত্র প্রভৃতি দেবগণের জন্য আড়ম্বরবহুল বিস্তীর্ণ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইল অপর দিকে সেই প্রকার ঋষি বলিলেন "আমিই ইন্দ্র আমিই বরুণ। আত্মাই পরিদৃশ্যমান জগতের সার। আত্মাতে ভুবন-সকলের প্রতিষ্ঠা। রেণু পরমাণু মধ্যেও আত্মা বিরাজ করিতেছেন। আত্মা ছাড়া আর কিছুই নাই।" ইহাই ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৪২তম আত্মসূক্তের সার মর্ম্ম। এই আত্মতত্ত্বের আসন ধর্ম্মরাজ্যে যে কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু বৈদিকযুগের সুদূর-দর্শি আর্য্যগণ ধর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ স্বত্ত্বও নিম্নস্তরগুলির প্রতি অবহেলা বা তাহাদের ধ্বংস সাধন করেন নাই। বৈদিক আর্য্যগণের উদার রক্ষণশীলতা যে কেবল ধর্ম্মভাবেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে। বহির্জগতের ইতিহাসেও আমরা ইহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাই। এই উদাররক্ষণশীলতার ফলেই আজিও আমরা ভারতের নানাস্থানে গারো নাগা ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতিগণের বংশধরগণকে দেখিতে পাই। ভারত ব্যতীত আর যে কোন স্থানে আর্য্যজাতীয়ের সহিত আদিম অধিবাসিগণের সংঘর্ষ হইয়াছে বা হইতেছে সেইখানেই

আদিম অধিবাসিগণের চিহ্ন হয় লোপ পাইয়াছে বা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যাযাবর যুগে আর্য্যগণের আবসথ—

যাযাবর যুগে আর্য্যগণের আবসথ কিরূপ ছিল এবং কোথায় ছিল এক্ষণে আমরা তাহার পর্য্যালোচনা করিব। যাস্কমুনিধৃত 'গৃহনামানি' অর্থাৎ গৃহবাচি শব্দ তালিকায় দ্বাবিংশতি সংখ্যক পদ দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কতগুলি পদ এমন আছে যাহা 'গৃহ' মাত্রের সামান্য ধর্ম্মবাচী। কিন্তু তাহাদের গঠনে এরূপ কোন উপাদান বা চিহ্ন নাই যাহাতে কোন যুগে ঐ সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়। নিম্নে দুই একটী উদাহরণ দিতেছি। গৃহবাচি শব্দসমূহের মধ্যে 'অমা' শব্দ অন্যতম। এই 'অমা' শব্দের উপাদানে আমরা পাই—নিষেধার্থক 'ন' কারের রূপান্তর 'অ' কার এবং ঐ নিষেধবাচী 'মা' শব্দ। অতএব 'যেখানে নিষেধ নাই' এই অভিব্যক্তি গৃহবাচী 'অমা' শব্দের উপাদানে স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে। 'যেখানে নিষেধ নাই, স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারা যায় তাহাই 'অমা'। এই শব্দে এমন কোন চিহ্ন নাই যাহাতে স্থির করিতে পারা যায় যে এই শব্দটী যাযাবর যুগে অথবা স্থিতিশীল কৃষিযুগে কিম্বা উভয়যুগের মধ্যবর্ত্তি সন্ধিযুগে প্রচলিত হইয়াছিল। তবে উহা যে অতি প্রাচীন যুগের কথা তাহা 'অমাবস্যা' বা 'অমবাস্যা' এই শব্দটীর দ্বারা প্রতীয়মান হয়। 'যে তিথিতে 'অমা' অর্থাৎ গৃহে 'বাস' করিতে হয়' এই ভাবের অভিব্যক্তি 'অমাবস্যা' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। আধুনিক যুগে দীপালোকে উদ্ভাসিত গৃহের মধ্যে বসিয়া বা আলোকমালায় অপসারিতঘনান্ধকার নগরবীথিকায় ভ্রমণ

করিতে করিতে কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারেন না যে সুদূর অতীতে এমন এক দিন ছিল যখন রাত্রিকালে ভগবদ্ সৃজিত আকাশবিহারি চন্দ্রতারকাদি জ্যোতিষ্কগণের আলোক ব্যতীত আর কোন আলোকের উদ্ভাবন হয় নাই। ভৃগু এবং অঙ্গিরা কর্তৃক অরণ্যানি হইতে অগ্নি সংগৃহীত হইয়া সকল সম্প্রদায়ের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর আর্য্যগণের এই অভাব কতক পরিমাণে দূরীকৃত হইয়াছিল। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ৫৮ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে পাই—

"দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা
রয়িম্ ন চিত্রম্ সুহবম্ জনেভ্যঃ॥" *

"হে অগ্নে! হোমকার্য্যার্থে সহায় আপনাকে মনুষ্যগণের মধ্যে ভৃগুরাই সুন্দর সুদৃশ্য রত্নের ন্যায় জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।" অন্যান্য মণ্ডলেও এসম্বন্ধে বহুল নিদর্শন পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত ও সঞ্চিত হইবার পর নৈশ অন্ধকার দূর করিবার জন্য অগ্নি ব্যবহৃত হইত। ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৩য় সূক্ত ৩য় মন্ত্রে বলা হইয়াছে "শুরুধো নায়মক্তোঃ" †—"অগ্নি রাত্রির ক্ষিপ্র রোধয়িতার ন্যায়।" ৪র্থ মণ্ডল

---

* মানুষেষু ভৃগবঃ সুহবম্ ত্বা (ত্বাম্) চিত্রম্ (সুদৃশ্যম্) রয়িম্ (ধনম্) ন (ইব) জনেভ্যঃ আদধুঃ (উপস্থাপিতবন্তঃ)। রয়িঃ ইতি নিঘণ্টু ২য় অধ্যায়ে ১০ম বর্গে ধননামসু পঠিতঃ।

† শুরুধঃ—শু শীঘ্রম্ রুণদ্ধি ইতি শুরুধঃ—ক্ষিপ্ররোধয়িতা—নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৫শ বর্গ ক্ষিপ্রবাচি শব্দ তালিকায় 'শু' শব্দ দৃষ্ট হয়।

অক্তোঃ—নিশায়াঃ। নিঘণ্টু প্রথম অধ্যায় ৭ম বর্গ রাত্রিবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

১১শ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অগ্নি "দোষাশিবঃ" ‡ অর্থাৎ "রাত্রিকালের মঙ্গল-কারক" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাত্রিকালে অগ্নির আলোকে পথে যাতায়ত প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে তিথি বিশেষে আকাশে চন্দ্রদেব দেখা দিতেন না, কাজেকাজেই ঘনান্ধকারে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইত সেই তিথিতে 'গৃহে বাস করিতে হইবে' এই নিয়ম পরিকল্পিত হয়। এবং এই অভিব্যক্তির সার্থকতার জন্য ঐ তিথির 'অমাবস্যা' এই নামীকরণ হয়। কিন্তু কালক্রমে লোকে বিস্মৃত হইল যে এমন এক যুগ ছিল যখন দীপালোক উদ্ভাবিত হয় নাই, অগ্নি আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন 'অমাবস্যা' শব্দের প্রকৃত অভিব্যক্তি ও তাহার কারণ অস্পষ্টীকৃত হইল। এইখানে পুরাণের ন্যায় স্মৃতি তাঁহার শাসন লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন 'পক্ষান্তবিধায়' উক্ত তিথিতে যাত্রা নিষিদ্ধ। সুতরাং অমাবস্যা তিথিতে গৃহাবস্থিতিনিয়মের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া সুধাধবল-চন্দ্রিকাশালিনী পূর্ণিমা যামিনীতেও স্মৃতি যাত্রা নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। 'অমা' শব্দের ন্যায় গৃহবাচী 'নীল' শব্দের উপাদানেও যুগ নির্ণয়ের কোন চিহ্ন নাই। বৈদিকযুগের গৃহবাচি 'নীল' শব্দ 'নাড়' শব্দের রূপান্তর মাত্র। নিষেধবাচি 'ন' শব্দ এবং পূজার্থক 'ঈল' বা 'ঈড়' ধাতুর যোগে 'নীল' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। 'যেখানে পূজা পাওয়া যায় না' ইহাই উক্ত শব্দের অভিব্যক্তি। বাহিরে যতই কেন পূজিত হও না গৃহে তুমি আবাল্যাবধি যাহা ছিলে তাহাই। বাহিরের পূজায় তোমার পরিজনবর্গ প্রীত হইবে কিন্তু তাহা বলিয়া

‡ দোষা শব্দ ও রাত্রিবাচি শব্দ তালিকায় পঠিত হইয়াছে।

তোমার প্রতি তাহাদের পূর্ব্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এই বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তির জন্য গৃহ অর্থে 'নীল' শব্দের প্রয়োগ ও প্রচলন হইয়াছিল।

কিন্তু নিঘণ্টুর গৃহবাচি শব্দ তালিকায় এমন কতগুলি শব্দ দৃষ্ট হয় যাহাদের উপাদানে যে যুগে ঐ সকল শব্দ গঠিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান দেখা যায়। 'স্বসরাণি' শব্দ উহাদের অন্যতম। যাযাবর আর্য্যগণ যেরূপ পুত্রকলত্রাদির সহিত স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন তাঁহাদের আবসথও সেইরূপ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইত। 'একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলমান' এই অভিব্যক্তি গৃহবাচি 'স্বসর' শব্দে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব যাযাবর যুগে চলনার্থক সৃ ধাতুর যোগে গঠিত 'স্বসর' শব্দের প্রয়োগ গৃহবাচকত্বে সার্থক হইয়াছিল। যাযাবর যুগ অতীত হইলে 'স্বসর' শব্দের অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হইয়া গেল। এবং গৃহবাচকত্বে ঐ শব্দের আর কোন সার্থকতা দৃষ্ট হইল না। সুতরাং গৃহবাচকত্বে 'স্বসর' শব্দ অপ্রচলিত হইল। নিঘণ্টুর প্রথম অধ্যায়ে দিনবাচি শব্দসমূহের তালিকায়ও এই শব্দটী দৃষ্ট হয়। এখানেও চলমান' এই অভিব্যক্তি উক্ত শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। যাযাবর যুগের পর এই অভিব্যক্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া বর্ত্তমানে দিনবাচকত্বেও শব্দটী অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উক্ত দুই অর্থে শব্দটী অপ্রচলিত হইয়া গেলেও ভিন্নার্থে এখনও উহার প্রচলন আছে। আমরা সহোদরবাচি 'স্বস্থ' শব্দের কথা বলিতেছি। 'যিনি স্ব অর্থাৎ আপনাকে চালিত করেন অর্থাৎ পিতৃ-গোত্র হইতে গোত্রান্তরে চলিয়া যান' এই অভিব্যক্তি 'স্বস্থ' শব্দের

উপাদানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'Sister' শব্দ এই 'স্বসৃ' শব্দের রূপান্তর মাত্র।

নিঘণ্টুর গৃহবাচি শব্দ তালিকায় 'গয়' শব্দ দৃষ্ট হয়। গতিবাচি 'গা' ও 'যা' ধাতুর সমবায়ে এই শব্দ গঠিত হইয়াছে। গতিই এই শব্দের আদিম অভিব্যক্তি। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি 'অপত্য' ও 'ধন' অর্থেও যাযাবর যুগে 'গয়' শব্দ ব্যবহৃত হইত। পশুযূথই যাযাবর আর্য্যগণের প্রধান ধনসম্পত্তি ছিল। তাঁহাদের অপত্য ধনসম্পত্তি এবং আবসথ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে ফিরিত বলিয়া উহাদিগকে 'গয়' এই নামে অভিহিত করা সার্থক হইয়াছিল। যাযাবর যুগ অতীতের গর্ভে লীন হইলে স্থিতিশীল কৃষিযুগে ঐ সকল অর্থে আর 'গয়' শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হইল না। স্থিতিশীল কৃষিযুগে আর্য্যগণ বিস্মৃত হইলেন যে এমন একদিন ছিল যখন তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বীয় অপত্য ও পশুযূথ লইয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিত্য পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের আবসথও যেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিত। সুতরাং যে ভাবের অভিব্যক্তি লইয়া 'গয়' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল ক্রমশঃ সেই ভাবের অঙ্কন অস্পষ্ট হইয়া লুপ্ত হইল। এবং তাহার ফলে ঐ সকল অর্থে 'গয়' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল।

'গয়' শব্দের ন্যায় যাযাবর যুগে 'গর্ত্ত' শব্দও গৃহবাচকত্বে প্রযুক্ত হইত। 'গর্ত্ত' এই শব্দের উপাদানে গতিবাচি 'গা' ও 'ঋ' ধাতু বর্ত্তমান আছে। যে কারণে স্থিতিশীল কৃষিযুগে 'গয়' শব্দের গৃহবাচকত্বে অভিব্যক্তি অস্পষ্ট হইয়াছিল ঠিক সেই কারণবশতই 'গর্ত্ত' শব্দেরও তদ্বিষয়ে অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা হইল এবং 'গর্ত্ত' শব্দও গৃহবাচকত্বে

অপ্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু ছিদ্র অর্থে এখনও 'গর্ত্ত' শব্দের প্রচলন আছে। সর্পের বা মুষিকের গর্ত্ত বলিলে এখনও যেন যাযাবর যুগে গর্ত্ত শব্দ দ্বারা যে ভাবের অভিব্যক্তি হইত তাহার ধ্বনি, অতিশয় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইলেও, মানসপথে উদিত হয়।

এই স্থলে মহামতি যাস্কের নিঘণ্টুধৃত গৃহবাচি শব্দ তালিকার মধ্যে আরও দুএকটী শব্দের পর্য্যালোচনা করিব। ঋগ্বেদে গৃহবাচি 'দুরোণ' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দুস্থানি ভাষায় ঐ অর্থে 'ডেরা' শব্দের প্রয়োগ এখনও প্রচলিত আছে। 'ডেরা' শব্দ বৈদিক 'দু রোণ' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। বৈদিক যুগেই গৃহবাচি 'দুরোণ' শব্দ সংকুচিত হইয়া 'দ্রোণ' এই আকার ধারণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদে ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২য় সূক্ত ৮ম মন্ত্রে আমরা পাই—

"ক্রত্বা হি দ্রোণে অজ্যসেঽগ্নে বাজী ন কৃত্ব্যঃ।" *

"হে অগ্নে সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় ক্রতু দ্বারা তুমি আমাদিগের গৃহে আগমন কর।" পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে এই 'দ্রোণ' শব্দ এখনও প্রচলিত আছে কিন্তু বিভিন্ন অর্থে। 'দুরোণ' শব্দ আবার 'দুরবণ' এই শব্দের সংক্ষিপ্তাবয়ব। দুঃখবাচি 'দুর্' উপসর্গ এবং রক্ষণার্থক 'অব' ধাতুর সমবায়ে 'দুরবণ' এবং তাহা হইতে 'দুরোণ' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব 'যাহা কষ্টে রক্ষা করা যায় এই ভাবের অভিব্যক্তি গৃহবাচি

---

* ক্রত্বা—কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১ম বর্গে কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় এবং ৩য় অধ্যায় ৯ম বর্গে প্রজ্ঞাবাচি শব্দ তালিকায় 'ক্রতু' শব্দ দৃষ্ট হয়।

অজ্যসে—আগচ্ছসি। অজ্ গতৌ ইতি ধাতোঃ।

ন—ইব।

'দুরোণ' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাক আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের কোন যুগে ঐ ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া গৃহবাচি দুরোণ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা দেখাইয়াছি যাযাবর যুগে আর্য্যগণ পুত্রকলত্রপশুযূথাদি লইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের আবসথও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। যাযাবর যুগে পর্য্যটন ক্লেশ আর্য্যগণের নিত্য সহচর ছিল। এদিকে আবার বৃত্তির অনিশ্চয়তা নিবন্ধন ভবিষ্যতের প্রবল চিন্তা যাযাবর আর্য্যগণের মনে নিত্য জাগরূক থাকিত। তাঁহাদিগের প্রধান সম্পত্তি পশুযূথের মারীভয় ও তাহাদের নিমিত্ত তৃণজলাদির সাময়িক অপ্রাচুর্য্য নিবন্ধন আকস্মিক বিপদে তাঁহারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। এই সকল কারণে স্থিতিশীল কৃষিযুগের প্রবর্ত্তন হয়। কিন্তু যাযাবর যুগ হইতে কৃষিযুগের প্রবর্ত্তন একদিনে বা হঠাৎ হয় নাই। এই উভয় যুগের মধ্যে বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তি এই সময়কে আমরা 'সন্ধিযুগ' নামে অভিহিত করিব। সন্ধিযুগ এবং স্থিতিশীল কৃষিযুগের বিষয় তত্তৎ অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে। এই সন্ধিযুগে যাযাবর আর্য্যগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় যাযাবর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক কৃষিধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিলেন। কিন্তু এই স্থায়ি আবসথের নিমিত্ত সন্ধিযুগে আর্য্যগণকে বহুতর ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাযাবর যুগে শত্রু প্রবল হইলে আর্য্যগণ অনায়াসে নিজ পুত্রকলত্র পশুযূথাদি লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণ করিলে পর ইহা

এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের স্থায়ি আবসথ রাক্ষস ও দস্যুগণের লোলুপদৃষ্টির কেন্দ্রীভূত হইল। যাযাবরবৃত্তিগণের জ্ঞাতি-বর্গ হইতেও আপনাদিগের স্থায়ি আবসথ রক্ষা করিতে সন্ধিযুগে আর্য্য-গণকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইত। তাঁহাদের আবসথ তখনও বিশ্রামের স্থান, শান্তির নিকেতন, সুখের নিদান হয় নাই। উহা তাঁহাদিগের মনে সর্ব্বদাই তদ্‌রক্ষণজনিত কষ্টের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। এই জন্যই 'যাহা কষ্টে রক্ষা করা যায়' এই ভাবের অভিব্যক্তির জন্য, এই ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া সন্ধিযুগে গৃহবাচি 'দুরোণ' শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হয়। সন্ধিযুগ অতীত হইলে যখন কৃষিযুগ স্থায়িভাবে প্রবর্ত্তিত হইল এবং যখন কৃষিধর্ম্মাবলম্বি আর্য্যগণ স্বস্থানে প্রবল হইয়া উঠিলেন তখন দুরোণ' শব্দের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া গেল। তখন আর্য্যদিগের আবসথ আর তাঁহাদের মনে তদ্‌রক্ষণজনিত কষ্টের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত না। তখন উহা সুখের নিদান বলিয়া 'শর্ম্ম' * নামে অভিহিত হইল, বিশ্রামের স্থান বলিয়া 'সদ্ম' † আখ্যা প্রাপ্ত হইল। কৃষিযুগে দুরোণ শব্দের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া গেল। গৃহবাচকত্বে আর উহার সার্থকতা দৃষ্ট হইল না এবং ঐ শব্দটী ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া গেল।

যদিও গৃহবাচি 'দুরোণ' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে উহার সংক্ষিপ্তাবয়ব 'দ্রোণ' শব্দ এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু তথায় 'দ্রোণ' শব্দ ভূমির পরিমাপবাচী। 'দ্রোণ' শব্দে পূর্ব্ববঙ্গে নির্দ্দিষ্ট

* শর্ম্ম- গৃহ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৪র্থ বর্গ গৃহবাচি শব্দ তালিকা দেখ

† সদ্ম – সীদন্তি অত্র ইতি। 　　ঐ।

পরিমাপের বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড বুঝায়। কেন এরূপ হইল বুঝিতে গেলে শব্দতত্ত্বের আর একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রত্যেক শব্দের দুই প্রকার অভিব্যক্তি আছে। একটী উহার মুখ্য অভিব্যক্তি যাহা ঐ শব্দের উপাদানের সহিত জড়িত থাকে, যাহার ভাবে অঙ্কিত হইয়া ঐ শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হয়। এযাবৎ আমরা শব্দের মুখ্য অভিব্যক্তির বিষয়ই পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কালক্রমে শব্দবাচ্য বস্তুর ধর্ম্ম স্বভাব বা গুণবিশেষ তত্তৎ শব্দের মুখ্যাভিব্যক্তির সহিত জড়িত হইয়া যায়। শব্দ উচ্চারিত হইবা মাত্র মুখ্যাভিব্যক্তির সহিত তৎ শব্দবাচ্য বস্তুর ধর্ম্ম স্বভাব আকৃতি ক্রিয়া বা গুণবিশেষ মানসপটে উদিত হয়। শব্দের এই শেষোক্ত ক্রিয়াকে তাহার গৌণ অভিব্যক্তি বলা যায়। মুখ্য অভিব্যক্তিকে শব্দের স্বাভাবিক শক্তি এবং গৌন অভিব্যক্তিকে তাহার অধিগত শক্তি স্বরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। একটী উদাহরণ দ্বারা আমরা এই বিষয় স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিব। 'কাক' শব্দে 'যাহা কা এই প্রকার ধ্বনি করে' ইহাই বুঝায়। উহাই 'কাক' এই শব্দের মুখ্য অভিব্যক্তি। কিন্তু কাক শব্দবাচ্য জীববিশেষে 'চঞ্চলতা' ও 'লোলুপত্ব' এই দুইটী ধর্ম্ম নিরবচ্ছেদে দৃষ্ট হয়। 'কাক' শব্দ উচ্চারিত হইলেই তৎশব্দবাচ্য জীবটী 'কা' এই রব করে এই মুখ্য অভিব্যক্তি মনে উদয় হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই 'কাক' শব্দবাচ্য জীবের চঞ্চল ও লোলুপ স্বভাব মানসপটে অঙ্কিত হয়। শেষোক্ত ক্রিয়াই 'কাক' শব্দের গৌণ অভিব্যক্তি। কখন কখন এরূপ ঘটে যে গৌন অভিব্যক্তিকে মুখ্য অভিব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া সেই ভাবের অঙ্কনে নূতন শব্দের গঠন ও প্রচলন হয়। এইরূপেই 'কাক' শব্দের

গৌণ অভিব্যক্তি 'চঞ্চলতা'কে মুখ্য অভিব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া 'চঞ্চল' অর্থবাচি 'কক' ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুখ্যাভিব্যক্তির অপ্রচলনে গৌণাভিব্যক্তি তাঁহার স্থল অধিকার করিয়া বসে। এক্ষণে 'দ্রোণ' শব্দ লওয়া যাক। যাযাবর আর্য্যগণ সন্ধিযুগে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যখন স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন প্রত্যেক 'দুরোণে' এক একটী সমগ্র পরিবারের যাহাতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে তদুপযোগি ভূমি পরিকল্পিত হইত। কারণ তখন ভূমির স্বত্ত্বব্যবহার বর্ত্তমানের ন্যায় জটিল হয় নাই ও হইবার কোন প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান ছিল না। ক্রমশঃ গৃহবাচি 'দুরোণ' শব্দের মুখ্যাভিব্যক্তির সহিত বিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ডের অভিব্যক্তি গৌণভাবে জড়িত হইয়া গেল। ফলে মুখ্যাভিব্যক্তির অস্পষ্টতার সহিত 'দুরোণ' শব্দ কালক্রমে অপ্রচলিত হইয়া গেলে তাহার সংক্ষিপ্তাবয়ব 'দ্রোণ' শব্দ 'বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড' এই গৌণ অভিব্যক্তি লইয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় চলিত রহিয়া গেল।

এক্ষণে যাযাবর আর্য্যদিগের আবসথ কোথায় ছিল আমরা তাহার পর্য্যালোচনা করিব। এবিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে বহুল মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ মতই কল্পনা অনুমান ও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বৈদিকতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের দ্বারা এবিষয়ে যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। উপোদ্ঘাত অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যেরূপ ভূগর্ভের প্রতি স্তরে স্তরে নিখিলজীব নিবাসভূতা মেদিনীর আস্থানিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের চক্ষে তাহা যেরূপ সম্যক্ প্রতিভাত হয় সেইরূপ

চতুর্থ অধ্যায় প্রাচী—অবাচী—প্রতীচী—উদীচী

মানবজাতির অন্তর্জগতের বা ভাবরাজ্যের ইতিহাস তাঁহাদের ভাষায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। বহির্জাগতিক ইতিহাস উক্ত অন্তর্জগতের বা ভাবরাজ্যের একাংশের বিকাশ মাত্র। ভাষাবিজ্ঞানবিদের নিকট প্রত্যেক শব্দ প্রাচীন ঐতিহ্যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রস্বরূপ। প্রত্যেক শব্দ ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট স্ফুরিতা তড়িৎকণার ন্যায় ভাবরাজ্যের এক এক দেশ আলোকিত করিয়া দেয়। অতএব প্রাচীন ঐতিহ্যে শব্দের প্রমান ভূতত্ত্ববিদের পার্থিব স্তরের প্রত্যক্ষ প্রমান অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বা নিকৃষ্টতর নহে। কবিবর অমরসিংহ*কৃত অমরকোষ নামক অভিধানে আমরা পাই—

"প্রাচ্যবাচী প্রতীচ্যস্তাঃ পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিমাঃ।
উত্তরা দিগুদীচী স্যাৎ"

"প্রাচী অবাচী এবং প্রতীচী যথাক্রমে পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের নাম। উত্তরাদিকের নাম উদীচী।" প্রাচী অবাচী প্রতীচী ও উদীচী দিগ্বাচী এই চারিটী শব্দেই গতিবাচী 'অনৃচ' ধাতুর প্রয়োগ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব দিক্‌সকলের ঐরূপ নামীকরণ দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আর্য্যগণ স্বকীয় আবসথ স্থল হইতে তত্তদ্‌দিগভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছিলেন এবং আরও বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহাদের আবসথ স্থল বৃত্তক্ষেত্রের কেন্দ্রের ন্যায় কোন মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। যেরূপ প্রাচী অবাচী প্রতীচী এবং উদীচী এই চারিটী দিগ্বাচী শব্দ গমনক্রিয়ার অভিব্যক্তির দ্বারা যাযাবর আর্য্যগণের আবসথ স্থল নির্ণয়পক্ষে কোন মধ্য প্রদেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে সেইরূপ ঐ সকল শব্দের সমার্থবাচী পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর শব্দে উক্ত গমনক্রিয়ার

পারম্পর্য্য সূচিত হইতেছে। 'পশ্চা' বা পশ্চাৎ শব্দের অর্থ 'পরে' এবং 'উত্তর' শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎ ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব বুঝা যায় 'পশ্চা' বা পশ্চাৎ শব্দ হইতে উৎপন্ন 'পশ্চিম' শব্দ যে দিকের অভিবাচী তদভিমুখে যাযাবর আর্য্যগণের অভিযান পশ্চাৎ বা পরে হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বাচী 'উত্তর' শব্দে যে দিক সূচিত হয় তৎপ্রতি অভিযান সর্ব্বশেষে হইয়াছিল। পূর্ব্বশব্দ আদি বা প্রথমবাচী। অতএব পূর্ব্বাভিমুখে সর্ব্ব প্রথম অভিযান হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যাযাবর আর্য্যগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিতান্ত পক্ষপাতি ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপরেই তাঁহাদের দেবত্ব কল্পনা প্রতিষ্ঠিতা হয়। সেই প্রকৃতির প্রাণদাতা সবিতৃদেব এবং ললামভূতা উষোদেবী যে দিগ্বিভাগে প্রথম দৃষ্ট হন সেই দিকেই যে যাযাবর আর্য্যগণের প্রথমাভিযান কল্পিত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি। সেই জন্যই এই দিকের 'পূর্ব্ব' অর্থাৎ 'সর্ব্বপ্রথম' এবং 'প্রাচী' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গমন' এই নামীকরণ হইয়াছিল। কিন্তু যাযাবর আর্য্যদিগের দক্ষিণাভিযানই যে বল ও ঋদ্ধির হেতুভূত হইয়াছিল তাহা ঐ দিকের 'দক্ষিণা' এই নামীকরণে প্রতীয়মান হয়। কারণ 'বল' অর্থে 'দক্ষ' শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে বহুল দৃষ্ট হয়। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৯ম বর্গে 'দক্ষ' শব্দ 'বলনামানি' অর্থাৎ বলবাচি শব্দ তালিকায় পঠিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিযানের পশ্চাতে যে পশ্চিমাভিযান হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে যে উত্তরাভিযান হয় তাহার বিশিষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমদিগভিযানে যাযাবর আর্য্যগণকে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিযান যেরূপ সুখসাধ্য হইয়াছিল পশ্চিমাভিযান সেরূপ হয় নাই। এই জন্যই প্রতিকূলভাবাচি 'প্রতি'

এই উপসর্গের সহিত পশ্চিম দিগ্‌বাচি 'প্রতীচী' শব্দ জড়িত রহিয়াছে। 'যেদিকে গমন প্রতিকূলতা বা বাধা জড়িত' ইহাই প্রতীচী শব্দের অভিব্যক্তি। ঋগ্বেদে আমরা ইহার অনেক নিদর্শন পাই। ৩য় মণ্ডল ৫৫শৎ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে আমরা পাই—

"শূরস্যেব যুধ্যতঃ অন্তমস্য
প্রতীচীনম্ দদৃশে বিশ্বমায়ৎ।" *

"তাঁহারা নিকটবর্ত্তি যুধ্যমান শূরের ন্যায় প্রতীচ্য জগৎকে সমুপস্থিত অবলোকন করিয়াছিলেন।" আবার ৩য় মণ্ডল ১৮শ সূক্ত ১ম মন্ত্রে ঋষি অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"প্রতি প্রতীচীর্দহতাৎ অরাতীঃ"—"প্রতিকূল প্রতীচ্য শত্রুগণকে দগ্ধ করুন।" পশ্চিমাভি-যানে যে আর্য্যদিগের বিশেষ বলক্ষয় হইয়াছিল তাহা ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মণ্ডল ২৭তি সূক্ত ৫ম মন্ত্র ধৃত বর্ত্তমান ইউরোপ মহাদেশবাচি "হরিযূপীয়া" শব্দে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকায় 'হরি' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। 'যূপ' অর্থে বলিকাষ্ঠ। 'যে স্থান 'হরি' অর্থাৎ মনুষ্যগণের 'যূপ' অর্থাৎ বলিদানের কাষ্ঠ স্বরূপ হইয়াছিল' এই অভিব্যক্তি হরিযূপীয়া শব্দের উপাদানে স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে। এবং ইহাই যে হরিযূপীয়া শব্দের প্রকৃত অভিব্যক্তি তাহা উপরিধৃত মন্ত্রদ্বয় হইতেও সূচিত হয়। আবার তুষারাবৃত খাদ্য বিরল হিমবর্ষে প্রলোভনের বস্তু বিশেষ কিছু নাই বলিয়া ঐদিকে অভিযান সর্ব্বশেষে হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ঐ দিক্ ভবিষ্যবাচি 'উত্তর' শব্দের অভিবাচ্য হয়।

---

* অন্তমস্য—নিকটস্থিতস্য।

সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসিগণের ভাষায়ও দিগ্বাচি শব্দগুলিতে উপরিলিখিত অভিব্যক্তি জড়িত রহিয়াছে! ইংলণ্ডীয় ভাষায় পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর দিক যথাক্রমে East (ইষ্ট্), South (সাউথ্), West (বেষ্ট্) এবং North (নর্থ্) নামে অভিহিত হয়। এক্ষণে দেখা যাক এই সকল শব্দের অভিব্যক্তি কি। এই সকল শব্দগুলির শেষে 'st' বা 'th' এই অংশ দৃষ্ট হয়। এই 'st' বা 'th' অংশ যে রম্যক জাতির রাতীন (Latin) ভাষার অবস্থানবাচি 'Sto' ধাতু এবং সংস্কৃত ভাষার 'স্থা' ধাতুর রূপান্তর মাত্র তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। East (ইষ্ট্) শব্দের পূর্ব্বাংশ রাতীন (Latin) ভাষার গত্যর্থক 'Eo' ধাতু এবং সংস্কৃত ভাষার 'যা' বা 'ইন্' ধাতুর রূপান্তর। অতএব 'East' এই শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিলে 'যাস্থ' এই প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। 'যেথানে স্থিতির নিমিত্ত গমন' ইহাই 'যাস্থ' বা 'East' শব্দের অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার 'প্রাচী' শব্দের অভিব্যক্তি হইতে বেশী দূরবর্ত্তি নহে। 'প্রাচী' শব্দের অভিব্যক্তি 'প্রকৃষ্ট গমন'। 'East' শব্দের অভিব্যক্তি 'স্থিতির নিমিত্ত গমন'। এই দুই অভিব্যক্তিই যে একই ভাবে অনুপ্রাণিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দুই অভিব্যক্তির কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। প্রকৃষ্টগমন স্থিতির জন্যই হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় ভাষায় দক্ষিণ দিগ্বাচি 'South' (সাউথ্) এই শব্দের পূর্ব্বাংশ সংস্কৃত ভাষার সুন্দর বা সুখবাচি 'সু' শব্দ মাত্র। 'South' শব্দ সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিলে উহার 'সুথ' বা 'সুস্থ' এই প্রতিশব্দ পাই। 'যেথানে সুখে থাকা যায়' ইহাই 'সুথ' বা 'South' শব্দের অভিব্যক্তি। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি আর্য্যগণের দক্ষিণাভিযান বল ও ঋদ্ধির হেতুভূত হইয়াছিল।

এই জন্যই ঐ দিক্ 'দক্ষিণ' বা 'দক্ষিণা' নামে অভিহিত হয়। ঐ আভিযানিক সুখের স্মৃতি লইয়াই 'দক্ষিণা' শব্দের ন্যায় 'সুথ' বা 'South' শব্দ গঠিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় ভাষার পশ্চিম দিগ্বাচি 'West' শব্দের আদিভাগ সংস্কৃত ভাষার বিরুদ্ধ বা প্রতিকূলবাচি 'বি' এই উপসর্গের রূপান্তর মাত্র। 'West' (বেষ্ট) শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিলে 'বিস্থ' এই প্রতিরূপ পাওয়া যায়। 'যেখানে অবস্থান বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল' এই অভিব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'West' (বেষ্ট) শব্দে জড়িত রহিয়াছে। অতএব এই শব্দ যে সংস্কৃত ভাষার পশ্চিম দিগ্বাচি 'প্রতীচী' শব্দের সহিত সমান অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতেছে তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হয়। এক্ষণে 'North' (নর্থ) শব্দ লওয়া যাক। এই শব্দের অন্তর্বর্ত্তি 'র' কারকে বিসর্গ স্বরূপ কল্পনা করিয়া উক্ত 'র' জাত বিসর্গকে 'স'কারে পরিণত করিলে আমরা 'North' (নর্থ) শব্দের রূপান্তরে 'নস্থ' এই প্রতিশব্দ পাই। ইংলণ্ডীয় ভাষায় উচ্চারণকালে পদমধ্যস্থিত বা পদান্তস্থিত 'র'কারের উচ্চারণ নাই। উহা বিসর্গের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'স'জাত ও 'র'জাত বিসর্গের বহুস্থলে বিনিময় ও বিকল্প হয়। অতএব 'যাহা অবস্থান যোগ্য নহে' এই অভিব্যক্তি 'নস্থ' বা 'North' (নর্থ) শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। যে কারণে উত্তরদিগভিমুখে সর্ব্বশেষে অভিযান হইয়া ছিল তাহা 'নস্থ' বা 'North' (নর্থ) শব্দে অভিব্যঞ্জিত হইতেছে।

পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে ইংলণ্ডীয় ভাষার দিগ্বাচি শব্দ কয়টীর পর্য্যালোচনায় আপনাদিগকে একটী কপোল কল্পিত মায়াচিত্র মাত্র দেখাইলাম। ইংলণ্ডীয় ভাষায় এমন শত শত শব্দ আছে

যাহা হইতে ঐ দেশবাসিদের নিকট ভাবের অভিব্যক্তি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া উঠিয়া গিয়াছে। তদ্দেশবাসিরা ঐ সকল শব্দ বস্তু প্রাণি গুণ বা ক্রিয়ার জ্ঞাপক চিহ্নমাত্র স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন্ মন্ত্রবলে তত্তদ্বস্তু তত্তৎশব্দের অভিবাচ্য হইল তাহা তাঁহারা জানেন না। কিন্তু সুদূর অতীতে এমন একটি ভাষা ছিল যাহার সাহায্যে ঐ সকল শব্দের লুপ্তপ্রায় এবং অস্পষ্টীকৃত অভিব্যক্তি আবার ফুটাইয়া জাগাইয়া তুলিতে পারা যায়। ইহা আমরা উপোদ্‌ঘাত অধ্যায়ে 'Horse' (হর্‌স্) এবং বৈদিক 'অরুষ' শব্দের পর্য্যালোচনার সময় দেখাইয়াছি। এই থানে আর একটী শব্দের পর্য্যালোচনা করিব। ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'Widow' (বিডো) মৃতভর্ত্তৃকা স্ত্রীলোক বুঝায়। ঐ শব্দের উপাদানে কি ভাবের অভিব্যক্তি জড়িত আছে যাহার দ্বারা ঐ শব্দের ঐ প্রকার অভিবাচ্য হইতে পারে? ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'Wi' এই অংশ বা 'dow' এই অংশের কোন অর্থ বা বিশেষ অভিব্যক্তি নাই। তবে কোন্ রাসায়নিক শক্তিবলে ঐ দুই অংশের সমবায়ে গঠিত 'Widow' শব্দ মৃত ভর্ত্তৃকাবাচী হইল? চিন্তাশীল বিবেকী মানব ঈশ্বরের সার সৃষ্টি। মানব যে তাঁহার বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থনিচয়ের নামীকরণ বিষয়ে নিরর্থক চিহ্নমাত্র স্বরূপে কতগুলি শব্দ ব্যবহার করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ইহা ভাবিলেও মানবজাতির অযথা গ্লানি করা হয়। জেন্দ ভাষায় 'Widow' শব্দের প্রতিশব্দ মৃতভর্ত্তৃকাবাচি 'বিধু' শব্দ এবং সংস্কৃত ভাষায় 'বিধবা' শব্দ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় 'বি' এই উপ-সর্গের অর্থ 'বিযুক্ত' বা 'ভিন্নীকৃত' এবং 'ধব' অর্থে 'মনুষ্য'। আবার এই দুই অংশের উচ্চারণও ইংরাজি শব্দের ন্যায়। অন্তঃস্থ 'ব' কারের

উচ্চারণ 'উঅ' এইরূপ হয়। 'বি' এবং 'ধব' এই দুই অংশের তত্তদর্থে প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায় বহুল দৃষ্ট হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, যে সকল শব্দের অভিব্যক্তি সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষায় লক্ষিত এবং স্পষ্টীকৃত হয় সেই সকল শব্দ সুদূর শ্বেতদ্বীপবাসিদিগের ভাষায় কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারে লক্ষিত হইলেও তথায় ঐ সকল শব্দে কোন ভাবের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় না। ঐ সকল শব্দ তথায় কোন বস্তু প্রাণি গুণ বা ক্রিয়া-বিশেষবাচক প্রাণহীন চিহ্ন স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে যাযাবর আর্য্যগণ মধ্যপ্রদেশ হইতে যখন বিভিন্ন দিকে অভিযান করেন তখন জাতীয় শব্দভাণ্ডারও সঙ্গে লইয়া যান। দেশ কাল জল বায়ু ও খাদ্যাদির বৈচিত্র্য এবং পার্থক্যহেতু তাঁহাদের শারীরিক গঠনের সহিত শব্দগুলিও বিভিন্ন আকার ধারণ করিল। এই জন্যই ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬২তম সূক্ত ১৬শ মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমাঃ বলিতেছেন—

"স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ"

"আর্য্যজাতিগণ একত্র হইলেও স্থানভেদে বিভিন্ন আকারে বিরাজ করিতেছেন।" আর্য্যগনের অভিযান ও উপনিবেশ অধ্যায়ে এবিষয়ের আমরা বিশেষরূপে পুনরালোচনা করিব। উর্দ্ধে যাহা বলিলাম তাহা হইতে স্বতই উপলব্ধি হয় যে যেস্থানে শব্দের অভিব্যক্তি স্পষ্ট বা অক্ষুন্ন রহিয়াছে সেইস্থান হইতেই জাতীয় শব্দভাণ্ডার লইয়া যাযাবর আর্য্যগণ স্থানান্তরে চলিত হন এবং যে সকল স্থানে ঐ শব্দগুলি অভিব্যক্তিহীন হইয়া পদার্থবিশেষের প্রাণহীন চিহ্ন স্বরূপে পরিণত হইল সেই সকল স্থান

যাযাবর আর্য্যগণের আদিম আবসথ স্থল হইতে অভিযানের দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছে। এতদ্বিপরীত মীমাংসা অস্বাভাবিক এবং যুক্তি বহির্ভূত। এইজন্য সাইস (Sayce) প্রমুখ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে 'স্কন্দ-নাভীয় বা বাল্টিক প্রদেশ আর্য্যগণের আদি আবসথ স্থল' ইহা কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

কোন কোন প্রতীচ্য মনীষী এবং তৎসঙ্গে মহাত্মা বাল গঙ্গাধর তিলক মেদিনীমণ্ডলের উত্তর মেরুপ্রান্তে আর্য্যগণের আদিম আবসথ নির্ণয় করেন। ইহাও সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে। যদি উত্তরদিক্‌ আর্য্য-গণের আদি আবসথ স্থল হইত তাহা হইলে আর্য্যজাতিগণের কোন না কোন ভাষায় উত্তরদিগ্বাচি কোন না কোন শব্দের 'আবসথ স্থল' বা 'আদি আবসথ' এই প্রকারের বা উক্ত প্রকার ধ্বনিবিশিষ্ট অভিব্যক্তি হইত। কিন্তু এরূপ কোন প্রমাণ আমরা পাই না। তদন্যথায় আমরা দেখাইয়াছি উক্ত দিগ্বাচি 'উদীচী' শব্দে উক্ত দিগভিমুখে অভিযানের অভিব্যক্তি স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে এবং উক্ত দিগ্বাচি 'উত্তরা' বা 'উত্তর' শব্দে ঐ অভিযান যে ভবিষ্যৎকালে হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। আবার ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'North' (নর্থ) এই শব্দের অভিব্যক্তিতে ঐদিকে অভিযান ভবিষ্যৎকালে হইবার কারণ সূচিত হইতেছে। যদি যথার্থই উত্তর মেরুপ্রদেশ আর্য্যগণের আদিম আবসথ স্থল হইত তাহা হইলে বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইত। অবশ্য দুই এক স্থলে বেদে মেরুপ্রদেশবর্ত্তিনী দীর্ঘকালব্যাপিনী আলোকমালার (Aurora) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাও ইঙ্গিতে। ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৫৫শ৲ সূক্ত ১১শ মন্ত্রে প্রজাপতি ঋষি পূর্ব্বতন আর্য্যগণের কার্য্য-

কলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"নানা চক্রাতে যম্যা বপুংষি
তয়ো রন্যৎ রোচতে কৃষ্ণমন্যৎ ॥" *

"রাত্রি নিজের দেহ নানাপ্রকার করেন। তন্মধ্যে কোনটী দীপ্তিমৎ অন্যটী তমোময়।" পাছে রাত্রির রোচনশীল বপু দ্বারা পূর্ণিমার রাত্রি বুঝাইতেছে এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয় এইজন্য তৎপরবর্ত্তি মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—

"মাতা চ যত্র দুহিতা চ ধেনূ
সবর্দুঘে ধাপয়েতে সমীচী।" †

"যেখানে মাতা ও দুহিতা উভয়ে সমব্যাপিনী এবং গাভী যেরূপ পালয়িতাকে দুগ্ধ প্রদান করে সেইরূপ পোষয়িত্রী।" এখানে রাত্রিকাল মাতা এবং উষা তাহার দুহিতা স্বরূপে বর্ণিতা হইয়াছে। মেরুপ্রদেশেই রাত্রি এবং উষা সমব্যাপিনী। রাত্রি সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই মেরু-প্রদেশে নভস্তলে 'অরোরা' (Aurora) নামক তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব হয় এবং তাহার আলোকে তথায় অর্দ্ধ সম্বৎসরব্যাপিনী রাত্রি প্রভাত-বেলার ন্যায় প্রতিভাত হয়। পরবর্ত্তি ১৭শ মন্ত্রে ঋষি আবার

---

* যম্যা—রাত্রিঃ। নিঘণ্টু প্রথম অধ্যায় ৭ম বর্গ রাত্রিবাচি শব্দ তালিকা দেখ। রাত্রিবাচি 'যম্যা' শব্দ গতিবাচি 'ই' ধাতু এবং গৃহবাচি 'অমা' শব্দ এই উভয়ের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। 'যে সময়ে গৃহে যাইতে হয়' ইহাই ঐ শব্দের অভিব্যক্তি।

† সবর্দুঘে—পালকস্য পোষয়ত্রী।

ধাপয়েতে—পালয়েতে।

সমীচী—সমব্যাপিন্যৌ।

বলিতেছেন—

"যদস্মাসু বৃষভঃ রোরবীতি
সঃ অন্যস্মিন্ যূথে নিদধাতি রেতঃ।
সহি ক্ষপাবান্ স ভগঃ স রাজা" *

"যে বৃষভ অস্মাদের জন্য শব্দায়মান হন তিনি অন্যাদের যূথে রেতো নিধান করিয়া থাকেন। তিনিই চন্দ্র এবং তিনিই শোভমান সূর্য্য।" এখানে মেরুপ্রদেশের নভঃস্থলে প্রকাশমান তেজোরাশির প্রভাবে উষাসনাথা বৎসরার্দ্ধব্যাপিনী রাত্রিকে অন্যান্য প্রদেশের রাত্রি ও উষা সকল হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে চন্দ্রমা উদিত হইয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় রাত্রিকাল উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য স্বীয় কিরণচ্ছটায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া উষার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হন। মেরুপ্রদেশে কিন্তু তাহা হয় না। সেখানে নিশা প্রবর্ত্তমানা হইয়া নিজ দুহিতা উষাকে যেন কোলে লইয়া উভয়ে একত্রে বৎসরার্দ্ধের জন্য অবস্থিতি করেন। নিশাকে রমণীয় করিবার জন্য সেখানে চন্দ্রমার আবশ্যক নাই। উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধৃতজায়াঞ্চল স্ত্রৈণের ন্যায় সূর্য্যদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন না। ইহাই উপরোক্ত মন্ত্র কয়টীর অর্থ ও অভিব্যক্তি। কিন্তু ঐ সকল মন্ত্রে

* অস্মাসু—অস্মাসাং ধেনূনাম্ অর্থে। অন্য দেশবর্ত্তিনীনাং নক্তোষসাং হেতো রিত্যর্থঃ।

রোরবীতি—ভৃশং শব্দায়তে। কাময়তীত্যর্থঃ।

ক্ষপাবান্—ক্ষপা রাত্রি অস্যাস্তি ইতি। নিশাপতিশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ।

ভগঃ—সূর্য্যঃ। রাজা—শোভমানঃ।

এমন কি আছে যাহা দ্বারা মেরুপ্রদেশই আর্য্যদিগের আদিম আবসথ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। ঋগ্বেদে দুই এক স্থানে উত্তরবাহিনী নদী এবং তাহাদের জল সময়ে সময়ে ঘনীভূত হইয়া কঠিনাকার ধারণ করার বিষয় উল্লিখিত আছে। ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে ঋষি গৃৎসমদ ২য় মণ্ডল ১৫শ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে বলিতেছেন—

"স ঈম্ মহীম্ ধুনিম্ এতোঃ অরম্নাৎ" *

"ইন্দ্রদেব নদীর মহতী জলরাশির গতিনাশ করেন।" এবং তৎপর মন্ত্রে আবার বলিতেছেন—

"সোদঞ্চম্ সিন্ধুম্ অরিণাৎ মহিত্বা" †

"তিনিই আবার উদঞ্চ অর্থাৎ উত্তরবাহিনী নদীকে নিজ মহিমায়

* ঈম্—জলম্। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১২শ বর্গে উদকবাচি শব্দ তালিকায় 'ঈম্' শব্দ দৃষ্ট হয়।

মহীম্—মহতীম্।

ধুনিম্—নদীম্। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৩শ বর্গে নদীবাচি শব্দ তালিকায় এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

এতোঃ—গমনাৎ। আ পূর্ব্বক ই বা ইন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

অরম্নাৎ—রমান। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায়ে ১৯শ বর্গে বধকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'রম্নাতি' পদ দৃষ্ট হয়।

† সোদঞ্চম্—স উদঞ্চম্। 'সঃ' এই শব্দের সহিত এই প্রকার সন্ধি বৈদিক ভাষায় প্রচলিত। উৎ ঊর্দ্ধং উত্তরাদিগভিমুখম্ ইত্যর্থ অঞ্চতি গচ্ছতি তম্—উদঞ্চম্ —উত্তরদিক্ প্রবাহিতং।

অরিণাৎ—অচালয়ৎ—'ঋ' গতৌ ইতি ধাতোঃ।

মহিত্বা—মহত্বেন, স্বীয় প্রভাবেন ইত্যর্থঃ।

চলমানা করেন।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাতেও কি মেরুদেশে আর্য্যদিগের আদিম আবসথ কল্পনার কোন সহায়তা করে। উত্তরদিগভিমুখে আর্য্যদিগের অভিযান ত হইয়াছিলই। তদ্দিগ্বাচি 'উদীচী' শব্দ এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আর্য্যগণ উত্তরদিগভিযানে অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর দৃশ্য যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই তাঁহাদের প্রাচীনতম গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই সিদ্ধান্তই সমীচীন এবং সঙ্গত। যদি মেরুপ্রদেশ তাঁহাদিগের আদিম আবসথ হইত তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রাচীন গ্রন্থে আমরা ঐ বিষয়ের স্পষ্ট এবং অভ্রান্ত নিদর্শন পাইতাম। আবার ভূতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণও এবিষয়ের কোন সহায়তা করে না। মেরুপ্রদেশের ভূগর্ভে এমন কোন পার্থিবস্তুর আবিষ্কৃত হয় নাই যাহা অভ্রান্তভাবে দেখাইতে পারে ইহাই আর্য্যগণের আদি আবাস স্থল। ভাষাবিজ্ঞান ভূতত্ত্ব বা আপ্তবাক্যের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে, যে মত কেবল অনুমান কল্পনা ও তর্কের উপর নির্ভর করে, তাহা কখনও উপাদেয় হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে কোন কোন মনীষী অধুনাতন ভূচিত্রের মঙ্গোলিয়া দেশকে আর্য্যগণের আদি আবসথ স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মহামতি তিলকের 'Arctic Home of the Aryans'—'মেরু প্রদেশে আর্য্যগণের আদি আবসথ' এই মত যে যেকারণে দুষ্ট, মঙ্গোলিয়া দেশে আর্য্যগণের আদি আবসথ কল্পনায়ও সেই সকল কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এই দিগভিমুখেই যে যাযাবর আর্য্যগণের প্রথমাভিযান কল্পিত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বদিগ্বাচি 'প্রাচী' শব্দ দ্বারা প্রতীত হয়। এবং এইদিকেই যে আর্য্যগণের দ্বিতীয় প্রস্থোকঃ কল্পিত হইয়াছিল

তাহা ইংলণ্ডীয় ভাষায় 'East' এই শব্দ দ্বারা সূচিত হয়। আর্য্যগণের অভিযান ও উপনিবেশ অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান আলতাই পর্ব্বতশ্রেণীর 'ইলাস্থায়ি' এই নাম নির্দ্দেশ করিয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তি কোন প্রদেশে সুমেরু পর্ব্বতের অবস্থান নির্ণয় করিয়া আধুনিক মনীষিপ্রবর মঙ্গোলিয়া দেশকে আর্য্যগণের আদিম আবসথ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঐ দেশই আর্য্যগণের বেদোক্ত দ্যোঃ বা স্বর্গ। আলতাই পর্ব্বতের 'ইলাস্থায়ি' নাম হইলেই বা তন্নিকটবর্ত্তি কোন প্রদেশে সুমেরু পর্ব্বতের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলেই যে মঙ্গোলিয়া দেশ আর্য্যগণের আদি আবসথ হইতেই হইবে তাহার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান পীতবর্ণ বিকৃতনাসিক খর্ব্বাকৃতি শ্মশ্রু-বিরহিত জাতিগণের জন্মভূমি যে একালে গৌরকান্তি দীর্ঘবপুঃ বিশালবক্ষাঃ বৃষস্কন্ধ বক্রোন্নতনাসিক বিরাজিত-শ্মশ্রু আর্য্যগণের আদি আবসথ ছিল ইহা কল্পনায়ও আনা সুকঠিন। মনীষিপ্রবর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাস বা কিম্বদন্তী হইতে এমন কোন অভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই যাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত মুহূর্ত্তের জন্যও তথ্য-মীমাংসার তীব্ররশ্মি সহ্য করিতে পারে। যে সিদ্ধান্ত মানবতত্ত্ব শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত হয় না, যাহার অনুকূলে কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাস বা কিম্বদন্তী বাঙ্নিষ্পত্তি মাত্রও করে না, ভূতত্ত্ব যাহার অনুকূল নহে, ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞান যাহার দিকে ফিরিয়াও চায় না, সেই সিদ্ধান্ত স্থাপনার চেষ্টা খপুষ্পের বাস্তবাবস্থান নির্ণয়ের ন্যায় একান্ত বিফল।

এক্ষণে বেদে আর্য্যদিগের আদিম আবসথ সম্বন্ধে কি আছে দেখা যাক। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ১ম সূক্ত ১৩শ মন্ত্রে আর্য্যগণ "অশ্মব্রজাঃ" অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আবার পরবর্ত্তি মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন—

"তে মর্মৃজত দদৃবাংসঃ অদ্রিম্
তেষাম্ অন্যে অভিতঃ বিবোচন্।
পশ্বযন্ত্রাসঃ অভিকারম্ অর্চন্
বিদন্তঃ জ্যোতিশ্চকৃপন্তঃ ধীভিঃ॥" *

"তাঁহারা মার্জ্জিতধী হইলেন এবং পার্ব্বত্য প্রদেশ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চতুর্দ্দিকে লোকশিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা পশুচালিত যন্ত্রাদি (অর্থাৎ গোশকটাদি)

* মর্মৃজত—মার্জিতাঃ অভূবন্।
দদৃবাংসঃ—বিদারিতবন্তঃ। তস্মাৎ নিষ্ক্রান্তাঃ ইত্যর্থঃ।
অভিতঃ—সর্ব্বতঃ।
বিবোচন্—অশিক্ষয়ন্।
পশ্বযন্ত্রাসঃ—পশুচালিতযন্ত্রসম্পন্নাঃ।
অভিকারম্—শিল্পম্।
অর্চন্—বহুমন্যমানাঃ।
বিদন্তঃ—লভমানাঃ।
জ্যোতিঃ—জ্ঞানম্।
চকৃপন্তঃ—দয়াম্ কুর্ব্বন্তঃ।

ব্যবহার করিতেন এবং কারুকার্য্যের সমাদর করিতেন। তাঁহারা বুদ্ধিবলে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দয়াপরবশ ছিলেন।" ইহা দ্বারা প্রতীত হয় এসিয়া মহাদেশের মধ্যবর্ত্তি কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে আর্য্যগণের আদি আবসথ ছিল। দ্বিতীয় মণ্ডল ৩য় সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে ঋষি শৌনহোত্র ভার্গব গৃৎসমদ বলিতেছেন—

"দৈব্যা হোতারা প্রথমা বিদুষ্টরা
ঋজু যক্ষতঃ সমৃচা বপুষ্টরা।
দেবান্ যজন্তো ঋতুথা সমঞ্জতঃ
নাভা পৃথিব্যা অধিসানুষু ত্রিষু। *

"প্রথম কল্পের অপেক্ষাকৃত অধিকতর জ্ঞানবান্ ও সুন্দরবপুঃশালি দিব্য হোতৃগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঋক্ সকলের দ্বারা সরলভাবে দেবার্চনা করিতেন। তাঁহারা পৃথিবীর 'নাভি' অর্থাৎ মধ্যস্থলে পর্ব্বতশিখরত্রয়ের উপর যথা ঋতুতে সমবেত হইয়া দেবযজন করিতেন।" তৃতীয় মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত ৭ম মন্ত্রে এবং ৭ম সূক্ত ৮ম মন্ত্রে এই মন্ত্রটাই কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকারে পুনরুক্ত হইয়াছে। আবার এই ভাবই ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৭ম সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীত হয় যে আর্য্যগণের

* বিদুষ্টরাঃ—অধিকতর জ্ঞানিনঃ।
সমৃচা—সম্, সম্যক্ ঋক্ সূক্ত মন্ত্র ইত্যর্থঃ তয়া।
বপুষ্টরাঃ—সুন্দরতর দেহশালিনঃ।
ঋতুথা—যথা ঋতৌ।
সমঞ্জতঃ—সংগচ্ছন্তঃ। অঞ্জগতৌ ইতিধাতোঃ।
নাভা—নাভৌ। মধ্যস্থলে ইত্যর্থঃ।

আদিম পার্ব্বত্য নিবাস বৈদিকযুগে ঋষিগণের স্মৃতিতে স্পষ্ট জাগরূক ছিল। ঋগ্বেদ চতুর্থ মণ্ডল ৫৪শৎ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে সবিতাদেবের উদ্দেশে ঋষি বামদেব বলিতেছেন—

"ইন্দ্রজ্যেষ্ঠান্ বৃহদ্ভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ
ক্ষয়ান্ এভ্যঃ সুবসি পস্ত্যাবতঃ।
যথা যথা পতয়ন্তঃ বিযেমিরে
এব এব তস্থুঃ সবায় তে॥" *

"হে সবিতঃ! যাঁহাদের কর্ত্তৃক ইন্দ্র প্রশস্ততম ছিলেন সেই মহৎ পর্ব্বতবাসিদিগের জন্য আপনি গৃহসনাথ নিবাসস্থান সৃষ্টি করেন। যেখানে যেখানে ঐ পর্ব্বতবাসিরা গমন করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিলেন সেই সেই স্থলেই তাঁহারা আপনার যজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" এই মন্ত্রেও পার্ব্বত্য প্রদেশই আর্য্যগণের আদি আবসথস্থলরূপে লক্ষিত হইয়াছে। ২য় মণ্ডল ২৭তি সূক্ত ১১শ মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ আদিত্য

---

* ইন্দ্রজ্যেষ্ঠান্—ইন্দ্রঃ জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্ততমঃ যেষু তান্। 'ক্ষয়ান্' ইত্যস্য বিশেষণম্।

পর্ব্বতেভ্যঃ—পর্ব্বতবাসিভ্যঃ ইত্যর্থঃ।

ক্ষয়ান্—নিবাসান্। সুবসি—বিদধাসি। পস্ত্যাবতঃ—গৃহবহুলান্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৪র্থ বর্গ গৃহবাচি শব্দ তালিকায় 'পস্ত্যম্' এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

পতয়ন্তঃ—গচ্ছন্তঃ। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে গতিকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'পততি' এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

বিযেমিরে—যমাঃ নিয়ামকাঃ অভূবন্।

সবায়—যজ্ঞায়।

দেবের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"ন দক্ষিণা বিচিকিতে ন সব্যা
ন প্রাচীনং আদিত্যা নোত পশ্চা।
পাক্যা চিৎ বসবঃ ধীর্য্যা চিৎ
যুষ্মানীতম্ অভয়ম্ জ্যোতিরশ্যাম্॥" *

"হে আদিত্যদেব! ভবদ্দত্ত ভয়হারি জ্যোতিঃ এবং ধীরগণের যোগ্য প্রশস্ত ধনরত্ন যেন আমরা ভোগ করি। দক্ষিণ উত্তর পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবাসিরা যেন ইহা না জানিতে পারে।" মধ্যপ্রদেশ যে আর্য্যগণের আবসথ ছিল এই মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রদেব আর্য্যগণের অতি প্রাচীনতম দেবতা ছিলেন। এই ইন্দ্রদেবের পূজা লইয়াই অগ্ন্যুপাসক পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত বৈদিক আর্য্যগণের কলহ হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ইন্দ্রদেব বেদে বহুস্থানে পর্ব্বতবাসী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত

* দক্ষিণা—দক্ষিণদিগ্বাসিনঃ ইত্যর্থঃ।

বিচিকিতে—জানাতি।

সব্যা—উত্তরদিগ্বাসিন ইত্যর্থঃ।

প্রাচীনং—প্রাচীদিগ্বাসিনঃ। বেদে সর্ব্ব বিভক্তয়ঃ সন্তি ইতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ।

পশ্চা—পশ্চিম দিগ্বাসিনঃ ইত্যর্থঃ।

পাক্যা—প্রশস্তা। 'পাকঃ' ইতি প্রশস্ত নামসু পঠিতং নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় অষ্টম বর্গ।

যুষ্মানীতং—ত্বদানীতং।

অশ্যাম্—ভজেম।

হইয়াছেন। ৩য় মণ্ডল ৩৭শং সূক্ত ১১শ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন :—

"অর্বাবতো নঃ আগহি অথো শক্র পরাবতঃ।
উ লোকো যস্তে অদ্রিবঃ ইন্দ্রেহ তত আগহি॥" *

"হে শক্র! সুদূর অশ্ববহুল স্থান হইতে আগমন করুন। হে ইন্দ্র! তোমার যে পার্ব্বত্য প্রদেশ আছে তথা হইতে আগমন করুন।" ঐ ঋষি আবার ৪১শং সূক্তে ১ম মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে বলিতেছেন "যাহি অদ্রিবঃ"—"হে পর্ব্বতালয় গমন করুন।" ৫ম মণ্ডল ৩৩শং সূক্ত ১ম মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে 'গৈরিক্ষিত' অর্থাৎ 'গিরিনিবাসী' বলা হইয়াছে। ৫ম মণ্ডল ৩৫শং সূক্ত ৫ম মন্ত্রে এবং ৩৬শং সূক্ত ৩য় মন্ত্রে, ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২২তি সূক্ত ২য় মন্ত্রে ৪৬শং সূক্ত ২য় মন্ত্রে ইন্দ্রদেব 'অদ্রিব' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। ইন্দ্রদেবের আর একটী নাম 'দিবস্পতি' বা 'দ্যোষ্পিতা'। এই 'দ্যোষ্পিতর্'ই গ্রীক্ এবং রমাকদিগের বজ্রহস্ত 'জুপিতর' (Jupiter) দেব। তাঁহারও নিবাস 'অলিম্পস্' পর্ব্বতে। আর্য্যগণের প্রধান দেবতা 'ইন্দ্র' বা 'জুপিতর' দেবের পার্ব্বত্যনিবাস কল্পনায়ও তাঁহাদিগের আদিম আবসথ সূচিত হইয়াছে।

এই পার্ব্বত্য আদিম আবসথ হইতে বহির্গত হইয়া যাযাবর আর্য্যগণ মধ্যএসিয়ার মরুবহুল প্রদেশে দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ কল্পনা করেন।

* অর্বাবতঃ—অশ্ববহুলাৎ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৪শ বর্গে অশ্ববাচি শব্দ তালিকায় 'অর্বা' শব্দ দৃষ্ট হয়।

পরাবতঃ—দূরদেশাৎ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৬তি বর্গে দূরবাচি শব্দ তালিকায় 'পরাবতে' এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদে আমরা ইহার নিদর্শন পাই। স্থানে স্থানে কূপের বিষয় এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে তদ্দ্বারা এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ২য় মণ্ডল ১৭শ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ ইন্দ্রোদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"যেনা পৃথিব্যাং নিক্রিবিং শয়ধ্যৈ
বজ্রেন হত্বী অবৃণক্ তুবিষ্বণিঃ॥" *

"বলবান্ ইন্দ্র আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বিধানের জন্য বজ্রাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া কূপ নির্ম্মান করিয়াছিলেন।" উষ্ট্র-পৃষ্ঠে যে যাযাবর আর্য্যগণ সর্ব্বদা মরুদেশ অতিক্রম করিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। ১ম মণ্ডল ১৩৮তম সূক্তে ২য় মন্ত্রে ঋষি পরুচ্ছেপ পূষাদেবের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"উষ্ট্রো ন পীপরঃ মৃধঃ" †

---

* যেনা—যেন। 'ছন্দসি বহুলম্' ইতি অন্ত্যস্বরস্য দীর্ঘত্বম্।

ক্রিবিম্—কূপম্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৩শে বর্গে কূপবাচি শব্দ তালিকায় 'ক্রিবিঃ' শব্দ দৃষ্ট হয়। 'ক্রিবি' শব্দের উপাদানে ক্রিয়াবাচি 'কৃ' ধাতু এবং বিশেষার্থক 'বি' এই অংশ দৃষ্ট হয়। যাহা বিশিষ্ট ক্রিয়া বা কার্য্য এই ভাবের অভিব্যক্তি ক্রিবি শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। আর্য্যদিগের নিকট এক সময়ে কূপের সমাদর কিরূপ ছিল তাহা কূপবাচি 'ক্রিবি' শব্দ হইতেই বুঝা যায়।

শয়ধ্যৈ—শয়িতুম্—সুখায় ইত্যর্থঃ।

হত্বী—হত্বা। তুবিষ্বণিঃ—বলবান্। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১ম বর্গে বহু এই অর্থে 'তুবি' শব্দ দৃষ্ট হয়।

† পীপরঃ—পারয়। মৃধঃ—সংগ্রামাৎ। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৭শ বর্গে সংগ্রামবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

"উষ্ট্রের ন্যায় আপনি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে পার করুন।" অর্থাৎ—"উষ্ট্র যেরূপ মরুপ্রদেশে আমাদিগকে উদ্ধার ক'রে আপনি সেইরূপ আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার করুন।" যাযাবর যুগে কোন না কোন সময়ে মরুবহুল প্রদেশে যে আর্য্যগণের আবসথ কল্পিত হইয়াছিল এই মন্ত্রে আমরা তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাই। এই স্থলে আমরা আর একটী শব্দের অবতারণা করিব। গতিবাচি 'সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'সরমা' শব্দ বেদে বহুস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। গত্যর্থ 'সৃ' ধাতু হইতে গঠিত সরমা' শব্দ দ্বারা আর্য্যগণের যাযাবর যুগ অভিব্যক্ত হইতেছে। 'সরমা' শব্দ যে আর্য্যদিগের যাযাবর যুগবাচি একটী বিশিষ্ট শব্দ তাহা যে সকল বেদমন্ত্রে ঐ শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। ৩য় মণ্ডল ৩১শৎ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে বিশ্বামিত্র ঋষি বলিতেছেন—

"বিদৎ যদী সরমা রুগ্নমদ্রেঃ
মহি পাথঃ পূর্ব্যং সধ্র্যক্ কঃ।
অগ্রম্ নয়ৎ সুপদী অক্ষরাণাম্
অচ্ছারবম্ প্রথমা জানতী গাৎ॥" *

* বিদৎ—জানন্তী।
যদী—যদি। 'ছন্দসি বহুলম্' ইতি দীর্ঘত্বম্।
অদ্রেঃ—মেঘস্য। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১০ম বর্গে মেঘবাচি শব্দ তালিকা দেখ।
মহি—মহৎ। পাথঃ—জলম্। পূর্ব্যম্—পূর্ব্বাদিগ্‌গামি।
সধ্র্যক্—সহ অঞ্চতীতি—সহগামি। কঃ—অকরোৎ।
অগ্রম্—অগ্রযায়িবর্গম্। সুপদী—ক্রতগামিনী।

"মেঘস্থিত মহান্ বারিরাশি রুগ্নের ন্যায় অবস্থান করিতেছে দেখিয়া সরমা সেই বারিরাশিকে নিজের সহিত পূর্ব্বদিগভিগামি করিলেন। অপ্রতিহতগতিশীলা সরমা সত্যবাণি সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারিয়া সনাতন আর্য্যগণের অগ্রযায়িবর্গকে যেন পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।" এই মন্ত্রে যাযাবর আর্য্যগণের পূর্ব্বাভিমুখে প্রাথমিক অভিযান ও তাহার কারণ সূচিত হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আর্য্যগণ মরুবহুল প্রদেশে তাঁহাদের আবসথ কল্পনা করিলেন বটে কিন্তু জলের জন্য তথায় তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই কূপ খনন ইন্দ্রদেবের মহতীকীর্ত্তি স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্যই বারির প্রতি শ্রদ্ধা আর্য্যগণের অস্থিমজ্জাগত হইয়াছিল। নিঘণ্টু ধৃত শব্দমালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখিতে পাইবে বারিবাচকত্বে একাধিক শত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদ্বারা অনুমান হয় যাযাবর আর্য্যগণের ভাবরাজ্যে গতিক্রিয়ার ন্যায় বারিবাচি পদার্থও এককালে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বারিঘটিত ক্লেশবশতই প্রাচী দিগ্বিভাগে যাযাবর আর্য্যগণের সর্ব্বপ্রথম অভিযান কল্পিত হইয়াছিল। ইহাই স্পষ্টভাবে উপরিধৃত মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাক্ সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ কোথায় যেখান হইতে যাযাবর আর্য্যগণ বহির্গত হইয়া মরুবহুল প্রদেশে আবসথ কল্পনা করিলেন। এবং পরে ক্রমশঃ তথা হইতে প্রাচী অবাচী প্রতীচী এবং

অক্ষরাণাম্—অবিনাশিনাম্, সনাতনানাং।

অচ্ছারবম্—সত্যবাণিম্।

গাৎ—অগচ্ছৎ।

পরে ক্রমশঃ তথা হইতে প্রাচী অবাচী প্রতীচী এবং সর্ব্বশেষে উদীচী দিগ্বিভাগে অভিযান ও উপনিবেশ কল্পনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের বহুস্থলে 'তুরোবিট্' অর্থাৎ তুর জাতীয় মনুষ্যের উল্লেখ আছে। তুর জাতীয় মনুষ্যের সহিত এককালে যাযাবর আর্য্যগণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহা ঋগ্বেদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে বুঝা যায়। ১ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত ৩য় মন্ত্রে ইন্দ্রোদ্দেশে ঋষি বলিতেছেন—"তুরো বিশাম্ অঙ্গিরসাম্ রাট্" *—"ইন্দ্রদেব সুন্দরাবয়বশালি তুরমনুষ্যগণের রাজা"। ঐ মন্ত্রে ইন্দ্রকে 'অরুণী:'—'অরু' অর্থাৎ যাযাবরগণের নেতা বলা হইয়াছে।" তৎপরবর্ত্তি মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—"অস্ত মদে ঋতায় উস্রিষাণাম্ অনীকম্ অপিবৃতম্।" †—"এই তুরো মনুষ্যগণের আনন্দ ও সুখের জন্য ইন্দ্রদেব তাহাদিগকে বহুসংখ্যক গোধন প্রদান করিয়াছিলেন। এই তুরো বিট্গণ যে যাযাবর আর্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন তাহা উক্ত সূক্তের পরবর্ত্তি কয়েকটী মন্ত্র হইতে প্রতীত হয়। ৩য় মন্ত্রে ঋষি তুরো বিট্দিগের কথা বলিয়া ৫ম মন্ত্রে যে পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণ দেবোদ্দেশ্যে দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রদ্বয় নিম্নে উদ্ধার করিলাম

"অধ প্রাজস্তে তরণি র্মমত্তু
প্ররোচাস্যা উষসঃ ন সূরঃ।

---

* অঙ্গিরসাম্—অঙ্গম্ অস্যাস্তীতি সুন্দরাবয়বশালিনাম্।

† মদে—হর্ষায়।

উস্রিয়ানাম্—গবাম্। নিঘণ্ট ২য় অধ্যায় ১১শ বর্গ গোবাচি শব্দ তালিক দেখ।

অভিধাম যেভিঃ স্বেদু হব্যৈঃ
জরণা শ্রুবেণ সিঞ্চন্ ইন্দুঃ আষ্ট ॥
"স্বিধ্মা যৎ বনধীতি রপস্যাৎ
সূরোহধ্বরে গোঃ পরিরোধনাহভূৎ।
যদ্ধ প্রভাসি কৃত্ব্যা অনুদ্যূন্
অনর্বিশে পশ্বিষে তুরায় ॥" *

* অধ—অথ, অনন্তরম্।
প্রজজ্ঞে—সঞ্জাতঃ।
তরণিঃ—মুক্তিঃ, উদ্ধারঃ।
মমত্তু—প্রহৃষ্যতু। মদহর্ষে ইতি ধাতোঃ।
প্ররোচ্যস্যাঃ—রোচনশীলায়াঃ, দীপ্তিমত্যাঃ।
ন—ইব। সূরঃ—সূর্য্যঃ।
অভিধাম—প্রতি গৃহম্।
স্বেদু—স্বাদু। জরণা—স্তুত্যা 'জরিতা' ইতিস্তোতৃনামসু নিঘণ্টৌ পঠিতং।
ইন্দুঃ—যজ্ঞঃ। ইন্দুরিতি যজ্ঞনামসু নিঘণ্টৌ ৩য়াধ্যায়ে ১৭শ বর্গে পঠিতম্। আষ্ট—বিস্তারয়ামাস।
স্বিধ্মা—ইন্ধনবহুলা। বনধীতিঃ—বনে ধীতিঃ বর্ত্তনং জীবনযাত্রা।
সূরোহধ্বরে—দেবতানাং যজ্ঞে। গোঃ—পৃথিব্যাঃ।
পরিরোধনা—পরি পরিতঃ রোধনা সীমাসংস্থাপনং। বনধীতৌ পুরা যজ্ঞস্থানস্য নির্ণয়োনাসীৎ। যত্র তত্র চিৎ হবির্দীয়তেস্ম। অপগতায়াং বনধীতৌতু হোমশালায়াঃ নির্ণয়োহভূৎ।
কৃত্ব্যা—কর্ম্মণা। অনুদ্যূন—প্রতিদিনম্। অনর্বিশে—অনসঃ শকটস্য বিষ্টমনুষ্যঃ তস্মৈ।

চতুর্থ অধ্যায় — আদি আবসথ পার্ব্বত্য প্রদেশের অবস্থান নির্ণয়

"অনন্তর উজ্জ্বল উষার পর যেরূপ সূর্য্য উদিত হয় সেইরূপ মুক্তিকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দ কর। প্রতিগৃহে সুস্বাদু হব্য সকল স্রুবকাষ্ঠ দ্বারা স্তুতিবাক্যের সহিত প্রদত্ত হইতে লাগিল এবং যজ্ঞ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। ইন্ধনবহুল বনবাস ব্যাপার অপগত হইল। দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য সীমাবদ্ধ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই প্রকারে হে ইন্দ্রদেব! আপনি প্রতিদিন এই সকল কার্য্য দ্বারা শকটারোহি পশুযূথাকাঙ্খি তুরগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন।" এই সকল মন্ত্র হইতে জানা যায় যাযাবর আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন তুরগণ পশুযূথ ও গোশকটাদি লইয়া ইন্ধনবহুল বনে বনে ভ্রমন করিয়া বেড়াইতেন। যজ্ঞক্রিয়াদির জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। ক্রমশঃ এই ক্লেশদায়ক বন পর্য্যটন তিরোহিত হইল। আর্য্যগণ আনন্দময় স্থিতিশীল যুগে প্রবেশ করিলেন। প্রতিগৃহে নির্দ্দিষ্ট হোমশালায় স্বাদু অন্নাদি প্রদানপূর্ব্বক স্তুতিগানের সহিত যাগহোমাদি ক্রিয়া চলিতে লাগিল। তুরগণ যে আর্য্যজাতীয় ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। কারণ তাহা না হইলে তাঁহারা কখনই 'মনুষ্য' বা 'বিশ্' পদবাচ্য হইতেন না। বর্ত্তমান কাশ্যপ হ্রদের দক্ষিণ এবং দক্ষিণপশ্চিমস্থিত পর্ব্বতবহুল প্রদেশ যে তুরজাতিগণের আদিম আবসথ ছিল তৎপক্ষে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাযাবর আর্য্যদিগের এই আদিম পার্ব্বত্য আবসথ লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিয়াছেন "তে মর্মৃজত দদৃবাংসঃ অদ্রিম্"—"আর্য্যগণ মার্জ্জিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন।" বেদের এই হৃদ্গতভাব

পশ্বিষে—পশূন্ ইচ্ছতি যঃ তস্মৈ।

লক্ষ্য করিয়াই যেন চরাচর গুরু নিখিলদেবাসুরজনয়িতা পুরাণমুনি কশ্যপের নাম বহন করিয়া কাশ্যপ (Caspian) হ্রদ আর্য্যগণের আদিম আবসথের প্রতি নিশ্চল তর্জনি প্রদর্শনপূর্ব্বক যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অবস্থান করিতেছে। আবার পূর্ব্বোদ্ধৃত ১২১ সূক্ত ৩য় মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন "যৎ হ প্রসর্গে ত্রিককুপ্ নিবর্ত্তৎ"—"যে সৃষ্টিতে তিনটী মাত্র দিক্ বর্ত্তমান ছিল।" একবার তুরস্ক এবং উত্তরপারস্যের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যখন যাযাবর আর্যগণ "দদ্রি-বাংসঃ অদ্রিম্" অর্থাৎ তাঁহাদের পার্ব্বত্য আদিম আবসথ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন তখন মাত্র তিন দিকে তাঁহাদের গতি প্রসারিত হইতে পারিয়াছিল যথা পূর্ব্ব দক্ষিণ এবং পশ্চিম। কাশ্যপ হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি ভেদ করিয়া শকটারোহি বনপর্যটনকারি যাযাবর তুরগণের গতি উত্তরদিকে প্রসারিত হইতে পারে নাই। প্রাচী অবাচী এবং প্রতীচ্যাভিযানের বহুপরে ভবিষ্যৎ কালে উত্তরাভিযান হইয়াছিল।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

পঞ্চম অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ
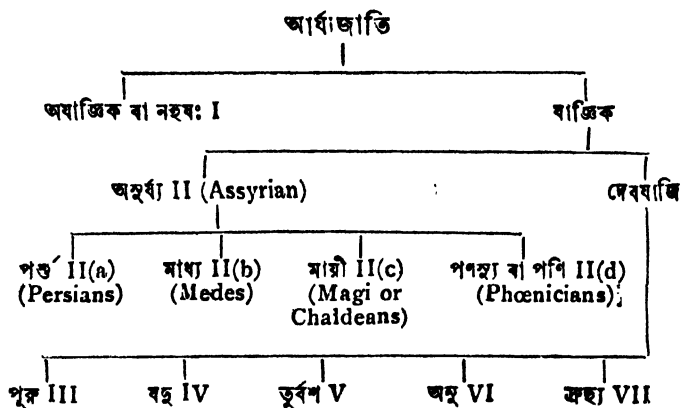
সম্প্রদায় বিভাগ

যাযাবর আর্য্যদিগের ধর্ম্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক কলহের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তাঁহাদের সেই সাম্প্রদায়িকত্বের বিষয় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। ঋগ্বেদে আমরা আর্য্যজাতির সপ্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই। উক্ত সপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ছয়টী সম্প্রদায় যাজ্ঞিক এবং একটী সম্প্রদায় অযাজ্ঞিক ছিলেন। ছয়টী যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার পঞ্চ সম্প্রদায় দেবযাজি

এবং একটী সম্প্রদায় অদেবযাজি ছিলেন। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যাযাবর আর্য্যগণ আদিমাবস্থায় অযাজ্ঞিক ছিলেন। পরবর্ত্তি যুগে অগ্নি পূজা প্রবর্ত্তিত হইলে যাঁহারা তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা এবং পূর্ব্বর্ত্তি যুগের অযাজ্ঞিক আর্য্যগণ 'নহুষঃ' অর্থাৎ 'অকৃতহোম' বলিয়া অভিহিত হইলেন। এই বিষয় পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৬ষ্ঠ সূক্ত ৫ম মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে—

"স নিরুধ্যা নহুষঃ যহ্বঃ অগ্নিঃ
বিশশ্চক্রে বলিহৃতঃ সহোভিঃ॥"

"মহান্ অগ্নি বলপূর্ব্বক 'নহুস্'দের নিরোধ করিয়া মনুষ্যগণকে পূজোপহরণশীল করিলেন।" এইখানে সাম্প্রদায়িকত্বের সূত্রপাত হইল। কালক্রমে যাজ্ঞিক সম্প্রদায়েরা প্রবল হইয়া উঠিলেন এবং নহুষদের পতন হইল। ইহাই নহুষের স্বর্গরাজ্যলাভ ও পরে তাঁহার স্বর্গচ্যুতি প্রসঙ্গে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে বৈদিকযুগের পূর্ব্বে এবং বৈদিকযুগেও 'অসুর' শব্দে সুরবিরোধিত্বের কল্পনা হয় নাই। বৈদিকযুগের পূর্ব্বে এবং বেদেও আর্য্যগণের দেবতাগণ 'অসুর' শব্দের অভিবাচ্য ছিলেন। এই জন্যই ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪তম সূক্তে ১৫শ মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমাঃ এই সপ্ত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

"সাকম্‌জানাম্ সপ্তমম্ আহু রেকজম্
ষট্ ইৎ যমাঃ ঋষয়ঃ দেবজাঃ ইতি।
তেষাম্ ইষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ

স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ॥" *

"সহজন্মাদিগের মধ্যে সপ্তমও সেই আদিমূল হইতে উৎপন্ন। তাঁহাদের মধ্যে ছয়জন নিয়ামক মন্ত্রদ্রষ্টা এবং দেবসম্ভূত ছিলেন। ইঁহাদের জন্য ইষ্টধাম সকল বিহিত হইয়াছিল। আবসথ স্থানের ভিন্নতা হেতু তাঁহাদের আকৃতিগত বৈসাদৃশ্য সংঘটিত হয়।" এই মন্ত্রের প্রথম চরণে উল্লিখিত সপ্তম সম্প্রদায় দ্বারা যে অযাজ্ঞিক 'নহুষেরা' উদ্দিষ্ট হইয়াছেন তাহা উক্ত মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ হইতেই সহজে অনুমিত হয়। দ্বিতীয় চরণোক্ত ষট্ সম্প্রদায় সকলেই যজ্ঞানুষ্ঠানপর ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অগ্নির পূজা এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। "অগ্নিপৃক্ষঃ বিশ্বাঃ অগ্নিম্ সচন্তে।" ১মং ৭১সূঃ ৭মঃ। "আমাদের সম্পর্কিত সকলেই অগ্নির পূজা করেন।" তাঁহারা সকলেই সোমরস পান করিতেন। এই সোমরস পানের কথা অগ্ন্যুপাসক পারসিকগণের আদি ধর্ম্ম পুস্তক জেন্দাবেস্তায় উল্লিখিত হইয়াছে। জেন্দভাষায় সংস্কৃত ভাষার 'স'কার

* সাকম্জানাম্—সহজন্মনাম্। "সাকং সত্রা সমং সহ" ইত্যমরঃ।
একজম্—সমপ্রসূতম্।
যমাঃ—যময়ন্তি নিয়ময়ন্তি ইতি নিয়ন্তারঃ ইত্যর্থঃ।
ঋষয়ঃ—মন্ত্র দ্রষ্টারঃ।
দেবজাঃ—দেবাৎ জায়ন্তে যে তে—দিব্যাঃ ইত্যর্থঃ।
স্থাত্রে—স্থান ভেদাৎ। বিভিন্ন স্থানবাসাৎ।
রেজন্তে—শোভন্তে, সন্দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ।
বিকৃতানি—বিভিন্নীকৃতানি।
রূপশঃ—রূপেণ, আকৃত্যা ইত্যর্থঃ।

স্থানে 'হ'কার পঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষার 'সখা' 'সেনা' 'সপ্ত' 'সিন্ধু' প্রভৃতি শব্দ জেন্দভাষায় 'হখা' 'হাএনা' 'হপ্ত' 'হিন্দু' প্রভৃতি আকার ধারণ করে। এই জন্য 'সোম' শব্দ জেন্দভাষায় 'হাওম' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার 'যজ্ঞ' এই শব্দও যস্ন' এই আকারে প্রচলিত আছে। কালক্রমে এই যাজ্ঞিক ষট্ সম্প্রদায় মহাপ্রভাবশালী ও ঋদ্ধিমান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা উক্ত মন্ত্রে 'যম' অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। স্থিতিশীল কৃষিযুগে তাঁহারা স্ব স্ব অভীষ্টানুযায়ি আবসথ কল্পনাপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। 'অসুর' শব্দ পর্য্যালোচনার সময় দেখাইয়াছি যে এই যাজ্ঞিক ষট্ সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম সম্প্রদায় অসুরত্বে দেবত্ব কল্পনা করিতে অস্বীকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রাদি কয়েকটী দেবতার পূজা একেবারে রহিত হইয়া গেল। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ের সহিত দেবযাজি অপর পঞ্চ সম্প্রদায়ের বিরোধ উপস্থিত হইল। পরে বিরোধের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অদেবযাজি সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইন্দ্র নরকাধিরাজত্বে কল্পিত হইলেন। ফলে উক্ত অদেবযাজি সম্প্রদায় দেবযাজি অপর পঞ্চ সম্প্রদায় হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই অদেবযাজি সম্প্রদায়কে 'অসূর্য্য' (Assyrian) সম্প্রদায় নামে অভিহিত করিব। এই 'অসূর্য্য' সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটী অবান্তর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আমরা বেদে পাই, যথা—পর্শু, মাধ্য এবং মায়ী। ইহারাই ইতিহাসে পারসীক, মিডীয় এবং মেজাই বা চালদীয় নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম মণ্ডল পঞ্চাধিক শততম সূক্তে অষ্টম মন্ত্রে আঙ্গিরস

কুৎস ঋষি বলিতেছেন—

"সংমা তপন্তি অভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।

মুষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারম্তে শতক্রতো॥

"সপত্নীগণের ন্যায় পর্শুরা (Persians) চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে ক্লেশ দিতেছে। হে শতক্রতো! মুষিক যেরূপ খনন করিয়া পৃথ্বীতল অন্তঃসারশূন্য করে সেইরূপ মাধ্যগণ (Medes) ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন দ্বারা আপনার স্তাবকবর্গকে বিমার্গগামী করিতে চেষ্টা করিতেছে।" ১ম মণ্ডল ৫৩তম সূক্ত ৭ম মন্ত্রে আঙ্গিরস সব্য ঋষি ইন্দ্রদেবের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"পরাবতি নিবর্ত্তয় নমুচিং নাম মায়িনম্"

"হে ইন্দ্র! মোক্ষবিরহিত মায়িকে দূর দেশে প্রেরণ করুন।" পুরাণে দৈত্যদানবগণের মধ্যে এই নমুচি একটী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। নিষেধার্থক 'ন' শব্দ এবং 'মুচ্' বা 'মুঞ্চ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন মোক্ষবাচি 'মুচি' শব্দের সমবায়ে 'নমুচি' শব্দ গঠিত হইয়াছে। এই 'মায়ি'দিগের কথা তৃতীয় মণ্ডল বিংশ সূক্ত তৃতীয় মন্ত্রে ঋষি কৌশিক গাথী বলিতেছেন—

"অগ্নে ভূরীণি তব জাতবেদঃ

দেব স্বধাবঃ অমৃতস্য নাম।

যাশ্চ মায়াঃ মায়িনাম্ বিশ্বম্ ইন্ব

ত্বে পূর্বীঃ সম্ দধুঃ পৃষ্টবন্ধো॥" *

---

* জাতবেদঃ—ষষ্ঠ মণ্ডল ১৫শ সূক্ত ১৩শ মন্ত্রে ভরদ্বাজ ঋষি এই শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যথা—"বিশ্বা বেদ জনিমা জাতবেদাঃ" "নিখিল জন্মিগণকে

"হে জাতবেদ দেব অগ্নে। তুমিই অন্নের বসতিস্থল। তোমাতেই ভুরি অমৃত বিদ্যমান রহিয়াছে। হে বন্ধুগণের কুশল পৃচ্ছো! মায়িগণের যে সকল মায়া (প্রজ্ঞা) পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাহারা তোমাতেই নির্দ্দেশ করিয়াছিল।" ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই চালদীয়গণের পুরোহিত মেজাই বা মায়িগণ অগ্নির উপাসনা করিতেন এবং তাঁহার কৃপায় ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এবং অন্যান্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতে পারিতেন বলিয়া প্রকাশ করিতেন। বেদে উপরিধৃত মন্ত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। পর্শু (Persian), মাধ্য (Mede) এবং মায়ি (Magi or Chaldean) সম্প্রদায় ছাড়া অসুর্য্য সম্প্রদায়ের আর একটী অবান্তর সম্প্রদায়ের কথা বেদে বহুস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা ফিনিশীয় (Phœnicians) জাতির কথা বলিতেছি।

জানেন বলিয়াই অগ্নির নাম জাতবেদাঃ হইয়াছে।" আবার প্রথমাষ্টক প্রথমাধ্যায় প্রথম বর্গে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং হোতারম্ রত্নধাতমম্" এই মন্ত্রে অগ্নিকে রত্নধাতম বলা হইয়াছে। অতএব 'জাতম্' বেদঃ রত্নম্ অস্মাৎ 'যাহা হইতে রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে' এই প্রকার ব্যুৎপত্তিও করা যাইতে পারে। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গে ধন অর্থে 'বেদস্' শব্দের প্রয়োগ আছে।

স্বধাবঃ—অন্নের বসতিস্থল। স্বধা+বস্+ক্বিপ্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৮ম বর্গে অন্নবাচক শব্দ তালিকায় 'স্বধা' শব্দ দৃষ্ট হয়।

মায়াঃ—প্রজ্ঞা। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৯ম বর্গে প্রজ্ঞাবাচি শব্দ তালিকায় এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

ইব—নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে গতিকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'ইনৃতি' শব্দ দৃষ্ট হয়।

হে—স্বরি।

ইঁহারা বেদে পণি এবং পণস্যু নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই পণি পণস্যু বা ফিনিশীয় জাতি যে এককালে প্রবল পরাক্রান্ত ও ঋদ্ধিমান্ হইয়াছিলেন তাহা ঋগ্বেদ হইতে সম্যক্ প্রতীত হয়। পণিগণ ও অন্যান্য আর্য্য সম্প্রদায়ের ন্যায় অগ্নির উপাসক ছিলেন। ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ২৪তি সূক্ত ৬ষ্ঠ এবং ৭ম মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি দেবের উদ্দেশ্যে ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন—

"অভিনক্ষন্তো গুহা হিতং পণীনাম্
তম্ পরমম্ নিধিম্ অভি আনশুঃ।
বিদ্বাংসঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনঃ
যত পুনরায়ন্ তদাবিশমুদীয়ুঃ॥ *
"ঋতাবানঃ প্রতিচক্ষ্যানৃতা পুনঃ
আ অতঃ আতস্থুঃ কবয়ঃ মহস্পথঃ।
তে বাহুভ্যাম্ ধমিতম্ অগ্নিম্ অশ্মনি

---

* অভিনক্ষন্তঃ—অভি সমন্তাৎ নক্ষন্তঃ গচ্ছন্তঃ। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে গতিকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'নক্ষতি' এই পদ দৃষ্ট হয়।

গুহাহিতম্—গূঢ়মিত্যর্থঃ।

অভি আনশুঃ—অভি সম্যক্ আনশুঃ আস্বাদিতবন্তঃ। অশ্ ভোজনে ইতি ধাতোঃ।

প্রতিচক্ষ্য—দৃষ্ট্বা। অনৃতা—অনৃতানি—অসত্যানি—মিথ্যাচারান্ ইত্যর্থঃ।

পুনরায়ন্—পুনরাগচ্ছন্—প্রত্যাবর্ত্তয়ন্ ইত্যর্থঃ।

তৎ—তম্ ব্রহ্মণস্পতিম্ ইত্যর্থঃ। উদীয়ুঃ—প্রকাশমানাঃ অভুবন্।

নকিঃ স অস্তি অরণম্ জহুর্হিতম্ ॥" *

"চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল বিদ্বানগণ পণিদিগের পরমনিধি স্বরূপ বহু-রক্ষিত গুপ্তধর্ম্ম আস্বাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অসত্যতা পরি-দর্শন করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় ব্রহ্মণস্পতি দেবকে গ্রহণ করিয়া উদীরমান হইয়াছিলেন।

"সত্যসন্ধ মনীষিগণ অসত্য পরিদর্শন করিয়া তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় জ্যোতির্ম্ময় পন্থা অবলম্বন করিলেন। বাহুদ্বয় দ্বারা উপলখণ্ড ঘর্ষণোৎপাদিত অগ্নি কি অসুন্দর নয়? অতএব তাঁহারা সেই অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।' এই মন্ত্রদ্বয় হইতে উপলব্ধি হয় যে পণিগণ অগ্নিপূজা করিতেন কিন্তু দেবযাজি আর্য্যগণ যেরূপ অরণিকাষ্ঠদ্বয় মন্থনে অগ্নি উৎপাদন করিতেন পণিগণ তাহা না করিয়া উপলখণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি পণিদিগের এই অগ্নিপূজায় শিশুবলি প্রভৃতি অনেক কুক্রিয়ার অভিনয় হইত। এই সকল কুক্রিয়াই উপরিধৃত বেদমন্ত্রে 'অনৃতা' বা অসত্যা-চার বলিয়া ইঙ্গিত হইয়াছে। পণিগণ সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতারোহণে দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। বানিজ্যপ্রভাবে তাঁহারা

---

* ঋতাবানঃ—ঋতং সত্যম্ এষামস্তীতি। বৈদিকোয়ম্ প্রয়োগঃ। লৌকিকে তু ঋতবন্তঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১০ম বর্গে সত্যবাচি শব্দ তালিকায় 'ঋতম্' এই পদ দৃষ্ট হয়।

কবয়ঃ—মেধাবিনঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৫শ বর্গে মেধাবিবাচি শব্দ তালিকায় 'কবি' শব্দ দৃষ্ট হয়।

অরণম্—অরমণীয়ম্। তৃতীয় অধ্যায়ে 'অরণ্য' শব্দের পর্য্যালোচনা দেখ।

অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বানিজ্যবশতঃ পণিগণের প্রভাব ও সমৃদ্ধি এবং ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের কুক্রিয়া ও কদাচার বৈদিক আর্য্যগণ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। এইজন্য বেদে আমরা পণিদিগের বিরুদ্ধে ভূয়োভূয়ঃ অভিযোগ, অভিসম্পাত ও অমঙ্গল কামনা দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ২৫তি সূক্ত ৭ম মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন—

"ন রেবতা পণিনা সখ্যম্ ইন্দ্রঃ
অসুন্বতা সুতপাঃ সংগৃণীতে।" *

"প্রভাবশালী ইন্দ্র সমৃদ্ধিমান্ কিন্তু অযাজ্ঞিক পণির সহিত সখ্যতা অঙ্গীকার করেন না।" ৫ম মণ্ডল ৩৪শং সূক্ত ৭ম মন্ত্রে প্রাজাপত্য সংবরণ ঋষি বলিতেছেন—

"সম্ ঈম্ পণেঃ অজতি ভোজনং মুষে"

"পণির ভোজন চৌর্য্যের উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হয়।" ষষ্ঠ মণ্ডল একোনচত্বারিংশৎ সূক্তে দ্বিতীয় মন্ত্রে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন 'পণীন্ বচোভি রভিযোধদিন্দ্রঃ"—"ইন্দ্রদেব বাগ্মাত্র দ্বারাই পণিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।" ঐ মণ্ডলে ৪৪শৎ সূক্ত ২২তি মন্ত্রে বার্হস্পত্য শংযু ঋষি বলিতেছেন—

"অয়ম্ দেবঃ সহসা জায়মানঃ

* রেবতা—ধনশালিনা।

অসুন্বতা—যজ্ঞম্ অকুর্বতা—অযাজ্ঞিকেন ইত্যর্থঃ।

সুতপাঃ—সু সুষ্ঠু তাপয়তীতি—মহাপ্রভাবশালীত্যর্থঃ।

সংগৃণীতে—স্বীকরোতি।

ইন্দ্রেণ যুজা পণিম্ অস্তভায়ৎ।
অয়ম্ স্বস্য পিতু রায়ুধানি
ইন্দুঃ অমুষ্ণাৎ অশিবস্য মায়াম্ ॥" *

বলবীর্য্যপ্রসূত ইন্দুদেব ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া পণিকে দমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অস্ত্রাদি সুন্দরভাবে ক্ষেপণ করিয়া অমঙ্গলকারির দুষ্ট মায়া ধ্বংস করিলেন।" এই ঋষিই পরবর্ত্তি সূক্তে ৩১শৎ মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে "বৃবুঃ পণীনাম্"—"পণিদের নিহন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১ম মণ্ডল ১৮২তম সূক্তে ৩য় মন্ত্রে অশ্বিনদ্বয়ের উদ্দেশে অগস্ত্য ঋষি বলিতেছেন—

"কিমত্র দস্রা কৃণুথ কিমাসাথে
জনো যঃ কশ্চিৎ অহবিঃ মহীয়তে।
অতিক্রমিষ্টম্ জুরতম্ পণে রসুম্
জ্যোতি র্বিপ্রায় কৃণুতম্ বচস্যবে ॥" †

---

* সহসা—বলেন।
যুজা—সহ।
অস্তভায়ৎ—স্তম্ভিতং অকরোৎ।
স্বস্য—সু সুষ্ঠু অস্য ক্ষেপয়িত্বা।
অমুষ্ণাৎ—সংজহার।
অশিবস্য—অমঙ্গলালয়স্য পণে রিতি শেষঃ।
মায়াং—কুৎসিতাং প্রজ্ঞাম্।

† দস্রা—দস্রৌ, অশ্বিনৌ। 'নাসত্যাবশ্বিনৌ দস্রা বাশ্বিনেয়ৌ চ তাবুভৌ' ইত্যমরঃ।

"হে অশ্বিনযুগল! আপনারা কি করিতেছেন? কেন বসিয়া আছেন? দেখিতেছেন না অদত্তহবিঃ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যলাভ করিতেছে। অতিক্রম করিয়া পণির জীবন হরণ করুন। আপনাদের স্তুতিকারি মনীষিকে জ্যোতিঃ প্রদান করুন।" উক্ত ঋষি পরবর্ত্তি ১৮৪ সূক্ত ২য় মন্ত্রে অশ্বিনযুগলের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন "উৎ পণীন্ হতম্ ঊর্ম্যা।"—"পণিগণকে সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা নাশ করুন।" ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫১শৎ সূক্ত ১৪শ মন্ত্রে ঋজিশ্বা ঋষি বলিতেছেন—

"জহি নি অত্রিণম্ পণিম্ বৃকোহি সঃ" *

"শত্রু পণিকে জয় করুন, সে নিশ্চয়ই চোর।" ১ম মণ্ডল ১২৪ সূক্ত ১০ম মন্ত্রে কক্ষীবান্ ঋষি বলিতেছেন "অবুধ্যমানাঃ পণয়ঃ সসন্তঃ"† —"পণিরা নিদ্রা যাক, তাহারা যেন জাগরিত না হয়।" এই কথা ঋষি বামদেব ৪র্থ মণ্ডল ৫১শৎ সূক্ত ৩য় মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"অচিত্রে অন্তঃ পণয়ঃ সসন্তু
অবুধ্যমানা তমসো বি মধ্যে।"

আসাথে—তিষ্ঠথঃ।

অহবিঃ—অকৃতহোমঃ, অযাজ্ঞিকঃ ইত্যর্থঃ।

মহীয়তে—মহান্ ভবতি।

জুরতম্—জীর্ণীকুরুতম্। বিপ্রায়—মেধাবিনে। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৫শ বর্গে মেধাবিবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

বচস্যবে—স্তুতিকারিণে ইত্যর্থঃ।

* অত্রিণং—শত্রুম্। বৃকঃ—চৌরঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৪তি বর্গে স্তেন অর্থাৎ চৌরবাচি শব্দ তালিকা দেখ।

† সসন্তঃ—নিদ্রিতাঃ।

"নিরবচ্ছিন্ন অন্ধতমস মধ্যে পণিরা নিদ্রা যাক। যেন তাহারা জাগরিত না হয়।" ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৫৩শৎ সূক্তে পূষন্ দেবতার উদ্দেশ্যে ৩য় এবং ৫ম হইতে ৮ম মন্ত্রে ঋষি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন "হে দেব অঙ্কুশাঘাতে পণিগণের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দাও।" উক্ত মন্ত্রগুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অদেবযাজি অসুর্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পণিগণের উপরেই যেন দেবযাজি আর্য্যগণের আক্রোশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ছিল। পণিগণের বানিজ্য প্রসার এবং সমুদ্রে তাহাদের একাধিপত্য যে এই বিষম আক্রোশের মূলীভূত কারণ ছিল তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই বহুযুগ পরে রম্যক জাতীয়ের সহিত পণিগণের অন্যতম শাখা কার্থেজনগরবাসিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। উহা ইতিহাসে পিউনিক বা পনিক যুদ্ধ নামে অভিহিত হয়। পনিরা সমুদ্রে প্রভাবশালী হইয়া যে আর্য্যগণের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন তাহা ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩০শৎ সূক্ত ১৮শ মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। ঋষি বামদেব ঐ মন্ত্রে ইন্দ্রোদ্দেশ্যে বলিতেছেন "অর্ণাচিত্ররথাহবধীঃ"— 'অর্ণাচিত্ররথগণকে বধ করুন'। 'অর্ণস্' অর্থে সমুদ্র। 'অর্ণাচিত্ররথ' অর্থে সমুদ্রগামি বিচিত্র পোতবিশিষ্ট জাতি। ইহা যে পণিদিগের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে তাহার কোন সংশয় নাই। কিন্তু পণিগণ দেবযাজি আর্য্যগণের বিদ্বেষের পাত্র হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেবযাজি আর্য্যদিগের বন্ধু ছিলেন। ইহার নিদর্শনও আমরা বেদে পাই। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৪১শৎ সূক্তে ৯ম মন্ত্রে অত্রি ঋষি বলিতেছেন—"পণিতঃ আপ্ত্যঃ যজতঃ সদানঃ"—"পণিদিগের মধ্যে যাঁহারা আমাদিগের বিশ্বস্ত ও বন্ধু তাঁহারা আমাদিগের সহিত পূজা

করুন।”

যেরূপ যাগহোমাদির অনমুষ্ঠান হেতু ‘নহুষ’ সম্প্রদায়ের এবং বিরুদ্ধ পূজানুষ্ঠান পদ্ধতি হেতু অসুর্য্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল দেবযাজি আর্য্যগণের মধ্যে সম্প্রদায় সৃষ্টি তদ্রূপ কোন কারণবশতঃ হয় নাই। দেবযাজি আর্য্যগণের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ অন্য কারণে হইয়াছিল। দেবযাজি আর্য্যগণ আপনাদিগকে ‘পঞ্চজন’ বলিয়া অভিহিত করিতেন। নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকায় ‘পঞ্চজনাঃ’ এই পদটী দৃষ্ট হয়। মনুষ্যবাচি ‘পঞ্চজনাঃ’ ইহার সাধারণ লৌকিক অর্থ পঞ্চ জন বা পঞ্চ ব্যক্তি। দেবযাজি আর্য্যগণ পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন বলিয়াই আপনাদিগকে ‘পঞ্চজনাঃ’ বলিতেন ইহা আমরা দেখাইব এবং কি জন্যই বা পঞ্চ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই বিষয় বুঝাইতে হইলে পৌরাণিক যযাতি উপাখ্যানের পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। পুরাণে আমরা দেখিতে পাই রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানির পানিগ্রহণ করেন এবং দেবযানির সঙ্গে অসুর কন্যা শর্মিষ্ঠা তাঁহার দাসী রূপে যযাতির গৃহে প্রবেশ করেন। রাজা যযাতি কালক্রমে শর্মিষ্ঠার প্রতি আসক্ত হন। শুক্রকন্যা দেবযানি তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধা এবং অভিমানপরবশা হইয়া স্বীয় পিতৃসন্নিধানে যযাতি রাজার এবম্বিধ গর্হিত আচরণের জন্য অভিযোগ করেন। শুক্রাচার্য্য দুহিতৃস্নেহপরবশ হইয়া যযাতির প্রতি অভিসম্পাত করিলেন যে অচিরাৎ তাঁহার দেহে সর্ব্বজন বিগর্হিত জরার অধিষ্ঠান হইবে। মহারাজ যযাতির বিষয় বাসনার তখনও তৃপ্তি হয় নাই। যৌবনের ভোগলালসা বহ্নি তখনও তাঁহার হৃদয়ে উদ্দামভাবে জ্বলিতে

ছিল। বার্দ্ধক্যের সকল জ্বালাহারি শমদমপ্রসূত সুশীতল শান্তিবারির কথা ভ্রমেও তাঁহার কল্পনা পথে আসে নাই। দৈত্য গুরুর বজ্রনির্ঘাত বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা যযাতি মর্ম্মাহত হইলেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর শুক্রাচার্য্য কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার অভিসম্পাত বাণির এই মাত্র প্রতিপ্রসব করিলেন যে যদি তাঁহার পঞ্চ পুত্র যদু তুর্বশ অনু দ্রুহ্য এবং পুরু ইহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার বার্দ্ধক্যভার লইতে প্রস্তুত হয় তাহা হইলে সেই পুত্রের দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া রাজা যযাতি পুনর্যৌবন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। রাজা একে একে তাঁহার পুত্র যদু তুর্বশ অনু ও দ্রুহ্যর নিকট স্বীয় অকালবার্দ্ধক্যের পরিবর্ত্তে তাহাদের যৌবন বিনিময় যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু ঐ চারি পুত্রের মধ্যে কেহই যৌবনের বিনিময়ে সকল সৌন্দর্য্যাপহারি কুৎসিৎ বার্দ্ধক্য-ভার লইতে সম্মত হইল না। অবশেষে মহারাজ যযাতি অনন্যোপায় হইয়া প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর শরণাপন্ন হইলেন। পিতৃপ্রসাদের নিকট যৌবনের অচিরস্থায়ি সৌন্দর্য্য, আকাঙ্খা তৃপ্তির ক্ষণিক সুখ ভক্তিমান্ পুত্রের নিকট অতি তুচ্ছ বিড়ম্বনা মাত্র বিবেচিত হইল। পিতৃভক্তির বেদিকায় এরূপ জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশবর্ষের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনে পুরাণ পিতৃ-ভক্তির আর একটী অতুলনীয় চিত্র অঙ্কিত করেন। কিন্তু একত্র স্থাপিত হইলে প্রথম আদর্শের নিকট দ্বিতীয় আদর্শ ম্লান হইয়া যায়। দ্বিতীয় আদর্শে দেশভ্রমণজনিত আনন্দ আছে, নৈসর্গিক শোভাদর্শন জনিত প্রীতি আছে, প্রেমের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া আছে, সৌভ্রাত্র ও মৈত্রীর অবলম্বন আছে, শত্রুদমনের উৎসাহ আছে, স্বল্পকালাপগমে

রাজ্যলাভের আশা আছে। অপর আদর্শে আছে কেবল নিরানন্দ নিরুৎসাহ সর্ব্বজন বিগর্হিত কুৎসিত বার্দ্ধক্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া পিতৃদৈবত পুত্রের পিতৃপ্রসাদের ধ্রুবতারার দিকে দৃষ্টি করিয়া স্থিরলক্ষ্যে নিশ্চেষ্টভাবে পিতার আতৃপ্তিকাল অবস্থান। ধন্য পিতৃভক্ত পুত্র! ধন্য পুরাণ! এই আখ্যায়িকায় পুরাণ যে কেবল পিতৃভক্তির একটী অনতিক্রমণীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে। ইহাতে আর্য্যগণের জাতীয় ইতিহাসের একটী অঙ্ক অতি নিপুনভাবে সুদক্ষ চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। সকলেই জানেন চলচ্ছক্তিরাহিত্য, গমনে অরতি, একস্থানে অবস্থানপ্রিয়তা ইহাই বার্দ্ধক্য বা স্থবিরত্বের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। চঞ্চলতা এবং গতিপ্রিয়তাই যৌবনের স্বভাব। যৌবন ও স্থবিরত্বের এই দুইটী ধর্ম্ম মনে রাখিলেই যযাতি আখ্যায়িকার এই অংশ অতি সরল ও সুখবোধ্য হইয়া উঠিবে। যযাতির এই স্থবিরত্ব প্রাপ্তি এবং পুনর্যৌবন লাভ বর্ণনায় যাযাবর যুগ এবং স্থিতিশীল কৃষিযুগ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি 'সন্ধিযুগ' পৌরাণিক ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি নিরন্তর পর্য্যটন ক্লেশ এবং জীবিকার অনিশ্চয়তা নিবন্ধন ক্রমশঃ যাযাবর যুগ অন্তর্হিত হইয়া স্থিতিশীল কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই যুগান্তর ঘটনা একদিনে বা হঠাৎ হয় নাই। মধ্যে বহুকাল অতিবাহিত হয়। এই মধ্যবর্ত্তিকালকে আমরা সন্ধিযুগ নামে অভিহিত করিয়াছি। এই সন্ধিযুগে যাযাবরগণ স্থায়ি আবসথ নির্ম্মানপূর্ব্বক জীবিকার প্রধান উপায় স্বরূপে কৃষিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই যযাতির স্থবিরত্ব। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যযাতি শব্দ গতিবাচি 'যা' ধাতুর বীপ্সাত্মক রূপ মাত্র এবং ঐ শব্দের

উপাদানে যাযাবর যুগের বিশিষ্ট ধর্ম্ম গতিশীলতার অভিব্যক্তি স্পষ্ট জড়িত রহিয়াছে। গতিই যৌবনের ধর্ম্ম, একস্থানে অবস্থিতিই স্থবিরত্বের লক্ষণ। অতএব যাযাবর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থিতিশীলতা অবলম্বন করাই পৌরাণিক ভাষায় যৌবনের পরিবর্ত্তে যযাতির স্থবিরত্ব লাভ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাযাবর আর্য্যগণ সন্ধিযুগে স্থায়ি আবসথ নির্ম্মান করিয়া কৃষিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন বটে কিন্তু যাযাবর যুগের মায়া বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। যাযাবর যুগের সেই মুক্ত স্বাধীন বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা যখনই মনে পড়িত তখনই তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। ইহাই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় যযাতির পুনর্যৌবন লাভের জন্য ব্যাকুলতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কালের এমনই প্রভাব যে উহার মধ্য দিয়া দেখিলে অতীতের কোন দোষই দৃষ্ট হয় না—অতীত সুবর্ণমণ্ডিত হইয়া যায়। আর্য্যগণ 'সন্ধিযুগে' প্রবেশ করিয়া যাযাবর জীবনের পর্য্যটন ক্লেশ এবং উপজীবিকার অনিশ্চয়তা হেতু নিত্য মানসিক উদ্বেগের কথা বিস্মৃত হইলেন। 'সন্ধিযুগে' দস্যু এবং রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাদের স্থায়ি আবসথ রক্ষা করিবার জন্য আর্য্যগণকে যে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে গৃহবাচি দুরোণ শব্দ পর্য্যালোচনার সময় দেখাইয়াছি। ইহাও সন্ধিযুগে আর্য্যগণের যাযাবর জীবনের স্মৃতিতে মাধুর্য্য ঢালিয়া দিয়াছিল। এই জন্যই সন্ধিযুগেই দেবযাজি আর্য্যগণের মধ্যে অনেকে পুনরায় যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করেন। ইহাই পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভাষায় যযাতির পুনর্যৌবন লাভ। যাঁহারা স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি জীবিকার প্রধান উপায় স্বরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক স্থায়ি আবসথ নির্ম্মান করিয়া রহিয়া গেলেন তাঁহারা 'পুরু' নামে

বিখ্যাত হইলেন। ইহাই পৌরাণিক আখ্যায়িকায় পুরুর স্থবিরত্ব গ্রহণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এইখানে দেবযাজি আর্য্যগণের মধ্যে সম্প্রদায় সৃষ্টির সূত্রপাত হইল।

আমরা নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকায় 'যদবঃ' 'তুর্বশাঃ' 'অনবঃ' 'দ্রুহ্যবঃ' এবং 'পুরবঃ' এই পাঁচটী পদ পাই। এই সকল পদ যথাক্রমে যদু তুর্বশ অনু দ্রুহ্যু এবং পুরু শব্দের বহুবচনে সিদ্ধ হয়। অতএব যদু প্রভৃতি শব্দ যে সাধারণ মনুষ্যবাচি তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সাধারণ মনুষ্যবাচি অর্থে বেদে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তবে উক্ত শব্দগুলি যে দেবযাজি আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে বেদ হইতেই তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩৮শৎ সূক্ত ১ম মন্ত্রে ঋষি বামদেব দ্যাবা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"উতো হি বাম্ দাত্রা সন্তি পূর্ব্বা
যা পুরুভ্যঃ ত্রসদস্যুঃ নিতোশে।
ক্ষেত্রাসাম্ দদথু রুর্ব্বরাসাম্
ঘনম্ দস্যুভ্যঃ অভিভূতি মুগ্রম্॥" *

"হে দ্যাবাপৃথিবী! ত্রসদস্যু দস্যুগণের নিধনে দস্যুগণকে পুনঃ

---

* দাত্রা—দানানি। পূর্ব্বা—পূর্ব্বম্ কৃতানি।

নিতোশে—নিধনে। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৯তি বর্গে বধকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'নিতোশতে' এই পদ দৃষ্ট হয়।

ক্ষেত্রাসাং উর্ব্বরাসাং—ক্ষেত্রাণাম্ উর্ব্বরাণাম্ ইতি লৌকিকঃ প্রয়োগঃ।

অভিভূতিম—পরাজয়ম্।

পুনঃ ঘোরতররূপে পরাজিত করিয়া পুরাকালে পুরুদিগকে যে সকল উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।" 'দস্যুগণকে পরাজয় করিয়া পুরুগণের উর্ব্বর ক্ষেত্রলাভ' ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে পুরুরাই সর্ব্বপ্রথম স্থায়িভাবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অন্য দেবযাজি আর্য্যগণ যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পুরুদিগের ন্যায় স্থায়িভাবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে এই প্রকারে দেবযাজি আর্য্যগণের মধ্যে পঞ্চ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। পুরুগণের পর যদু এবং তুর্বশগণ স্থায়িভাবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। ইহার নিদর্শন আমরা ঋগ্বেদে পাই। যদু এবং তুর্বশগণের প্রতি পুরুগণের সহানুভূতি ও প্রীতি এবং তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য আহ্বান ও দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা বেদে বহুস্থলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৪র্থ মণ্ডল ৩০শং সূক্ত ১৭শ এবং ১৮শ মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন—

'উত ত্যা তুর্বশাযদূ অস্নাতারা শচীপতিঃ।
ইন্দ্র বিদ্বান্ অপারয়ৎ॥
"উত ত্যা সদ্যঃ আর্য্যাঃ সরয়োঃ ইন্দ্র পারতঃ।
অর্ণাচিত্ররথা বধীঃ॥" *

"তুর্বশ এবং যদু স্নাতক না হইলেও বিদ্বান্ শচীপতি ইন্দ্র তাঁহা-

---

* ত্যা—ত্যৌ। ত্যদ্ শব্দস্য দ্বিবচনান্ত প্রয়োগোঽয়ম্।

অস্নাতারা—অস্নাতকৌ।

সরয়োঃ—যাযাবর বৃত্তিত্যাম্। 'সৃ' গমনে ইতি ধাতোঃ।

অর্ণাচিত্ররথা—অর্ণঃহ্ সমুদ্রেষু চিত্রাঃ রথাঃ যেষাং তে—পণয়ঃ ইত্যর্থঃ।

দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

"যাযাবর হইলেও তাঁহারা সভ্য আর্য্য। হে ইন্দ্র তাহাদিগকে পার করুন এবং অর্ণাচিত্ররথ (অর্থাৎ পণিগণ) গণকে বধ করুন।" এই শেষোক্ত মন্ত্র হইতে প্রতীত হয় যে যদু এবং তুর্বশগণ কিছুকালের জন্য পণিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় ঋষি গৃৎসমদ ২য় মণ্ডল ২৪তি সূক্তে পূর্ব্বোদ্ধৃত ৬ষ্ঠ এবং ৭ম মন্ত্রে বলিয়াছেন "চতুর্দ্দিকে ভ্রমনকারি বিদ্বানগন পণিদিগের যত্নরক্ষিত গুপ্তধর্ম্ম আস্বাদ করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহার অসারতা এবং অসত্যতা পরিদর্শন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মণস্পতি দেবকে গ্রহণ ও সত্যপথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" পুরুগন স্থায়িভাবে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পর যাযাবরবৃত্তি অন্যান্য দেবযাজি আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করেন। যদু এবং তুর্বশগণই সর্ব্বপ্রথম দূরদেশ হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুরুগণের সহিত মিলিত হন এবং যাযাবরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুরুদিগের ন্যায় স্থায়ি কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। বার্হস্পত্য শংযু ঋষি ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪৫শেৎ সূক্তে ১ম মন্ত্রে বলিতেছেন -

"য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশম্ যদুম্।
ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা॥" *

"আমাদের পরম বন্ধু নিত্য যৌবনশালী ইন্দ্র সুনীতি তুর্বশ এবং যদুকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছেন।" যেরূপ উপরিযুক্ত মন্ত্রগুলিতে যদু ও তুর্বশগণের প্রতি প্রীতি ও সখ্য দ্যোতিত হইতেছে

* পরাবতঃ—দূরদেশাৎ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ২৬শ বর্গে দূরবাচি শব্দ তালিকায় 'পরাবতে' এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

সেইরূপ অনেক মন্ত্র আছে যাহা হইতে অনু ও দ্রুহ্যু সম্প্রদায়গণের সহিত তুর্বশ ও যদুগণের প্রণয় ও সদ্ভাব সূচিত হয়। ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ১৮শ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে বশিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন—

"পুরোডাঃ ইৎ তুর্বশঃ যক্ষু রাসীৎ
রায়ে মৎস্যাসঃ নিশিতা অপীব
শ্রুষ্টিং চক্রুঃ ভৃগবঃ দ্রুহ্যবশ্চ
সখা সখায়ম্ অতরৎ বিষূচোঃ॥" *

"তুর্বশগণ পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উগ্র হইলেও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতে হৃষ্যমান হইতেন। ভৃগু এবং দ্রুহ্যগণ তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতেন। সখাই সখাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।" তুর্বশ এবং দ্রুহ্যগণের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল এবং তাঁহারা যে পরস্পরের মতাবলম্বী হইয়া চলিতেন তাহা এই মন্ত্র হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ঐ সূক্তের ১৪শ মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন—

"নিগব্যবঃ অনবঃ দ্রুহ্যবশ্চ
ষষ্টি শতা সুষুপুঃ ষট্ সহস্রাঃ।
ষষ্টি বীরাসঃ অধি ষট্ দুবোয়ুঃ

---

* যক্ষুঃ—যজ্ঞম্ কর্ত্তুম্ ইচ্ছুঃ।

রায়ে—ঐশ্বর্য্য। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গে ধনবাচি শব্দ তালিকায় 'রায়ঃ' পদ দেখা যায়।

মৎস্যাসঃ—হৃষ্যমানাঃ। 'মদ্' হর্ষে ইতি ধাতোঃ।

নিশিতাঃ—উগ্রাঃ।

শ্রুষ্টিং—শ্রবণং। বিষূচোঃ—বিপদঃ।

বিশ্বা ইৎ ইন্দ্রস্য বীর্য্যা কৃতানি॥" *

"পৃথিবী বিজয়াভিলাষী অনু এবং দ্রুহ্যদিগের ৬৬০০৬৬ জন বীর নিদ্রাসেবায় শ্রমাপনোদন করিতেছিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবের বীর্য্য-প্রসূত কার্য্যকলাপের পূজা করিয়াছিলেন।"

উপরিধৃত বেদমন্ত্রগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যদু তুর্বশ অনু দ্রুহ্য এবং পুরু এই কয়টী শব্দ ব্যক্তিবিশেষ বাচকত্বে প্রচলিত হয় নাই। উপরোক্ত মন্ত্রগুলিতে এবং বেদের অন্যান্য স্থলেও ঐ সকল শব্দ মনুষ্য-সামান্যবাচকত্বে প্রযুক্ত হইয়াছে। মহামতি যাস্কের নিঘণ্টু গ্রন্থেও মনুষ্যবাচি শব্দতালিকায় ঐ সকল শব্দ নিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রগুলি হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রতীত হয় যে ঐ সকল শব্দ আর্য্যগণের দেবযাজি পঞ্চ সম্প্রদায় বাচকত্বে প্রযুক্ত হইত।

এক্ষণে দেখা যাক ঐ সকল শব্দের কি অভিব্যক্তি ছিল, কোন্ ভাবের অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়া ঐ সকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'পুরু' শব্দ 'পুর্' বা 'পৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পুর্' বা 'পৃ' ধাতু আবার একটী যৌগিক ধাতু। ইহা পালন বা রক্ষণবাচি 'পা' ধাতু এবং গতি বা প্রাপ্তিবাচি 'ঋ' ধাতুর সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। অতএব 'যাহারা পালন রক্ষণ বা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়' এই অভিব্যক্তি 'পুরু' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ৪র্থ মণ্ডল ৩৮শৎ সূক্ত ১ম মন্ত্র হইতে

---

* গব্যবঃ—আত্মনঃ গাঃ পৃথিবীং ইচ্ছন্তঃ—পৃথিবীং জিগীষবঃ ইত্যর্থঃ।

দুবোয়ুঃ—পরিচরণং কুর্ব্বন্তঃ। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ৫ম বর্গে পরিচরণ ক্রিয়াবাচি শব্দ তালিকায় 'দুবস্যতি' এই পদ দেখা যায়।

বিশ্বা—নিখিলানি। বীর্য্যা—বীর্য্যবন্তি ইত্যর্থঃ। কৃতানি—কার্য্যানি।

আমরা দেখাইয়াছি পুরুরাই সর্ব্বপ্রথম দস্যুগণকে অভিভূত করিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্রসকল লাভ করেন। এবং তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম স্থিতিশীল কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই বিষয়ই পুরাণে যযাতি হইতে পুরুকর্তৃক স্থবিরত্বলাভচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। 'যদু'গণ সর্ব্বপ্রথম পুরুগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে 'যত্নবান' হন। এইজন্য চেষ্টার্থক 'যত্' ধাতু হইতে তাহাদের 'যদু' এই নামীকরণ হইয়াছিল। আবার 'তুর্বশ'গণ তদ্বিষয়ে 'সত্বর' হইয়াছিলেন এইজন্য 'ত্বরা' বাচি 'তুর্' শব্দ হইতে 'তুর্বশ'গণের নামীকরণ হইয়াছিল। পুরু যদু এবং তুর্বশগণের 'পশ্চাৎ' 'অনু'গণ যাযাবর ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাদের 'অনু' এই নামীকরণ হয়। 'পশ্চাৎ' এবং 'সাদৃশ্য' অর্থে অনু শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ।* দেবযাজি আর্য্যদিগের মধ্যে দ্রুহ্যুরাই শেষ পর্য্যন্ত যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। এইজন্যই দ্রোহবাচি 'দ্রুহ' ধাতু হইতে তাঁহাদের 'দ্রুহ্যু' এই নামীকরণ হয়।

এতএব দেখা গেল ঋগ্বেদে প্রধানতঃ সপ্ত সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত আছে। এই বিষয় ঋগ্বেদে বহুস্থলে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যদিগের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ ও তাঁহাদের যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ এবং স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি গ্রহণ যে বৈদিকযুগের বহুপূর্ব্বে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদে ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ সুদূর অতীতের ধ্বনিমাত্র। কিন্তু তখনও উহা স্মরণাতীত বিষয়বাচকত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদানত্বে

* "পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরনু" ইত্যমরঃ।

পরিকল্পিত হয় নাই। ঐ সকল বিষয় যে বৈদিক যুগের বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত বেদমন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪তম সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমাঃ বলিতেছেন—

"কো দদর্শ প্রথমম্ জায়মানম্
অস্থন্বন্তম্ যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যাঃ অসুঃ অসৃগাত্মা ক্বস্বিৎ
কো বিদ্বাংসম্ উপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥"

"কে যাযাবরগণের প্রথম উৎপত্তি দেখিয়াছিল? স্থিতিশীলগণ যে কোন্ সময় হইতে ভূমি দ্বারা তাঁহাদের দেহ প্রাণ ও রক্তের পরিপুষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাই বা কে দেখিয়াছিল? বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছে?" এই ঋষির সময় দেবযাজি আর্য্যগণের তিনটী মাত্র সম্প্রদায় স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখনও অনু এবং দ্রুহ্যুগণ অপর সম্প্রদায়ত্রয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই। এই বিষয় উদ্দেশ করিয়াই ঋষি উক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্রে বলিয়াছেন—

---

* অস্থন্বন্তম্—ন স্থীয়ন্তে যস্মিন্ তৎ অস্থন্ যাযাবরত্বম্ ইত্যর্থ তৎ বিদ্যন্তে অস্য ইতি অস্থন্বান্ যাযাবরঃ তম্।

অনস্থা—নাস্তি অস্থন্ যাযাবরত্বম্ যস্য সঃ স্থিতিশীলঃ ইত্যর্থঃ।

ভূম্যাঃ—ক্ষেত্রকর্ষণাৎ ইত্যর্থঃ।

অসুঃ—প্রাণান্। 'বেদেষু সর্ব্বাঃ বিভক্তয়ঃ' ইতি ২য়া স্থলে প্রথমা বিভক্তিঃ। এবং পরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্।

আত্মা—আত্মানং দেহমিত্যর্থঃ।

"অস্য ভ্রাতা মধ্যমঃ অস্তি অশ্নঃ
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠঃ অস্য।" *

"আকাশব্যাপি মেঘ ইহাদের মধ্যম এবং বারিবাহ ইহাদের তৃতীয় পালয়িতা।" তিন সম্প্রদায়ের দৈবমাতৃক কৃষিবৃত্তিই যে এই মন্ত্রের অভিব্যক্তি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই মন্ত্রেই ঋষি বলিতেছেন—

"অত্রাপশ্যম্ বিশ্‌পতিম্ সপ্ত পুত্রম্।"

"ইহাদের মধ্যদিয়াই আমি সপ্ত পুত্র মানবরাষ্ট্রকে অবলোকন করিতেছি।" 'সপ্ত পুত্র' ইহা দ্বারা সপ্ত সম্প্রদায় সূচিত হইতেছে। উপরিধৃত সূক্তের ২য় এবং ৩য় মন্ত্রদ্বয় এইরূপ—

সপ্ত যুঞ্জতি রথম্ একচক্রম্
একঃ অশ্বঃ বহতি সপ্ত নাম।
ত্রিনাভি চক্রম্ অজরম্ অনর্বম্
যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ॥ *
"ইমম্ রথম্ অধি যে সপ্ত তস্থুঃ
সপ্ত চক্রম্ সপ্ত বহন্তি অশ্বাঃ

---

* ভ্রাতা—পোষকঃ—'ভৃ ভৃতি পুষ্ট্যোঃ' ইতি ধাতোঃ।

অশ্নঃ—মেঘঃ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১০ম বর্গে মেঘবাচি শব্দ তালিকায় 'অশ্নঃ' এই পদ দৃষ্ট হয়।

ঘৃত পৃষ্ঠঃ—মেঘঃ। ঘৃতং জলম্ পৃষ্ঠে যস্য ইতি। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১২শ বর্গে উদকবাচি শব্দ তালিকায় 'ঘৃত' শব্দ পঠিত হইয়াছে।

† অনর্বম্—স্থিতিশীলম্। ন+অর্‌+অ। অরঃ=গতিশীলঃ।

সপ্ত স্বসারঃ অভিসংনবন্তে
যত্র গবাম্ নিহিতা সপ্ত নাম ॥" *

"সেই সপ্ত জন এক চক্রে বিশিষ্ট রথ ব্যবহার করিতেন। একটী মাত্র অশ্ব সেই সপ্ত জনকে বহন করিত। সেই চক্রের অজর এবং অনর্ব তিনটী নাভি ছিল যাহার উপর নিখিল ভুবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল।

'সপ্ত জন এই যে রথে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন পরে তাহা সপ্ত চক্রে পরিণত হইল। এবং সপ্ত অশ্ব তাহা বহন করিয়াছিল। সপ্ত ভগিনী তাহাদের চরণে প্রণতা হইলেন। এবং ভূমিভাগের সপ্ত নামীকরণ হইল।" এই মন্ত্রদ্বয়ে সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাথমিক একত্রাবস্থিতি এবং পরে পরস্পরের বিচ্ছেদ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন বর্ণিত হইয়াছে। 'সপ্ত ভগিনী তাঁহাদের চরণে প্রণতা হইলেন' ইহার অর্থ সপ্ত প্রদেশ তাঁহাদের বশীভূত হইল, সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে এক একটী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন। এই অর্থ যত্র গবাম্ নিহিতা সপ্ত নাম'— 'যেখানে ভূমিখণ্ড সকলের সপ্ত নামীকরণ হইল'—এই শেষ চরণে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে একাশ্ববাহিত একচক্র রথে সপ্ত জনের অবস্থিতি এবং পরে সপ্তাশ্ববাহিত সপ্ত চক্রে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান ইহা দ্বারা সপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাথমিক একত্রাবস্থান এবং পরে বিচ্ছেদ ও বিভিন্ন দেশে গমন সূচিত হইয়াছে। 'চক্রের অজর এবং

---

* অভিসংনবন্তে—অভি সমন্তাৎ সংনবন্তে প্রণমন্তি।

গবাম্—ভূমিখণ্ডানাম্,

নাম—আখ্যা। 'আখ্যা হ্বে চাভিধানঞ্চ নামধেয়ঞ্চ নামচ' ইত্যমরঃ।

অনর্ব তিনটী নাভি ছিল' ইহা দ্বারা সম্প্রদায়ত্রয়ের স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি সূচিত হইতেছে। 'অনর্ব' শব্দ 'অনরু' শব্দের আকার ভেদ মাত্র। 'অনরু' শব্দে যাহারা 'অরু' অর্থাৎ যাযাবর নহে এই অভিব্যক্তি নিহিত রহিয়াছে। 'অরু' অর্থাৎ যাযাবরগণের নেতা এই অর্থে আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে 'অরুণী' শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বে পাইয়াছি। স্থিতিশীল কৃষিবৃত্তি-লব্ধ অন্নের উপরই যে নিখিল ভুবন প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম মন্ত্রের শেষ চরণে উক্ত হইয়াছে।

দেবযাজি আর্য্যগণ যে একে একে সম্প্রদায় ক্রমে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত বেদমন্ত্রগুলি হইতে বুঝা যায়। ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৩১শৎ সূক্ত ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম মন্ত্রে ঋভুদেবতাগণের উদ্দেশ্যে ঋষি বামদেব বলিতেছেন —

"জ্যেষ্ঠ আহ চমসা দ্বাকরেতি
কনীয়ান্ ত্রীন্ করবাম ইত্যাহ।
কনিষ্ঠ আহ চতুরস্করেতি
ত্বষ্টা ঋভবঃ তৎ পনয়ৎবচোবঃ॥

"সত্যমূচুঃ নরঃ এবাহি চক্রুঃ
অনু স্বধাং ঋভবঃ জগ্মঃ এতান্।
বিভ্রাজমানান্ চমসা অহেব
অবেনৎ ত্বষ্টা চতুরঃ দদৃশ্বান্॥

'দ্বাদশদ্যূন্ যৎ অগোহস্য
আতিথ্যে রণন্ ঋভবঃ সসন্তঃ।
সুক্ষেত্রা অকৃণ্বন্ অনয়ন্তঃ সিন্ধূন্

ধন্ব আ অতিষ্ঠন্ ওষধীঃ নিম্নমাপঃ ॥" *

"জ্যেষ্ঠ বলিলেন মেঘকে দুই ভাগ কর। কনিয়ান্ বলিলেন মেঘকে তিনভাগ করিব। কনিষ্ঠ বলিলেন ৪ ভাগ কর। ত্বষ্টা ঋভুগণ তোমাদিগের সেই বাক্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

"সত্যই বলিয়াছিলেন। মনুষ্যেরা এই প্রকারই করিয়া ছিল। পশ্চাৎ ঋভুগণ এই সকল অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিনের

---

* চমসা—মেঘেন। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১০ম বর্গ মেঘবাচি শব্দ তালিকায় 'চমসঃ' এই পদ দৃষ্ট হয়।

দ্বাকর—দ্বিভাগং কুরু ইত্যর্থঃ। 'কর' ইতি বৈদিক প্রয়োগঃ 'কুরু' ইতি লৌকিকঃ।

পনয়ৎ—প্রশংসন্তে। নিঘণ্টু তৃতীয় অধ্যায় ১৪শ বর্গে অর্চনা কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'পনস্যতি' এবং পনায়তে এই উভয় পদ দৃষ্ট হয়।

স্বধাং—অন্নম্। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৭ম বর্গে অন্নবাচি শব্দ তালিকায় 'স্বধা' শব্দ দেখা যায়।

জগ্মঃ—জগ্মুরিতি লৌকিকঃ।

বিভ্রাজমানান্—শোভমানান্, দীপ্যমানান্।

ন্যহেব—নি অহা ইব—নিঃশেষেণ অহ্না দিনেন তুল্যম্

অবেনৎ—প্রশংসয়াঞ্চক্রে। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে অর্চনা কর্ম্মবাচি শব্দ তালিকায় 'বেনতি' এই পদ দেখা যায়।

দ্বাদশদ্যূন্—দ্বাদশাহানিব্যাপ্য।

অগোহ্যে—অরক্ষয়ৎ।

রণন্—প্রীতঃ সন্। 'রণ্' ধাতুর রমধাতোঃ সমার্থকঃ।

সসন্তঃ—নিদ্রয়াঞ্চক্রুঃ।

অকৃণ্বন্—অকুর্বন্ ইতি লৌকিকঃ।

ধন্ব—মরুস্থলং।

ন্যায় দীপ্তিমান্ চতুষ্টয়কে মেঘের প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন।

"ইহাদের আতিথ্যে প্রীত এবং নিদ্রাদ্বারা বিগতক্লম হইয়া ঋভুরা দ্বাদশাহ অতিক্রম করিলেন। তাঁহারা ক্ষেত্র সকল উর্ব্বরা, মরুভূমিতে নদী এবং ওষধির মূলে জল আনয়ন করিয়াছিলেন।"

এই কয়টী মন্ত্র অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে দেবযাজি আর্য্যগণের চারিটী সম্প্রদায় একে একে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদিগের পঞ্চম বা দ্রুহ্য সম্প্রদায় সর্ব্বশেষে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন। কৃষিকার্য্যের সফলতার জন্য তাঁহারা মেঘবারির অপেক্ষা করিতেন। এইজন্যই চারি সম্প্রদায়ের একে একে কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গেই মেঘকে একে একে চারি ভাগে বিভাগ করিবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কৃষিকার্য্যের সাফল্যের জন্য যে অনুক্ষণ দৈবমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন তাহা নহে, পুরুষকারের ও আশ্রয় লইতেন। স্বচেষ্টায় তাঁহারা মরুস্থলে নদী প্রবাহিত করিয়া অনুর্ব্বর ক্ষেত্র সকলকেও শস্যসম্পদে ভূষিত করিয়াছিলেন। নিঘণ্টুর ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দ তালিকায় 'কৃষ্টয়ঃ' এবং 'চর্ষণয়ঃ' এই দুইটী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগকে ঐ দুই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ২য় সূক্ত ১০ম মন্ত্রে আমরা পাই 'পঞ্চকৃষ্টিষু'—'কৃষিধর্ম্মাবলম্বি পঞ্চ সম্প্রদায়'। ৩য় মণ্ডল ৫৩শৎ সূক্ত ১৬শ মন্ত্রে পাই 'পাঞ্চজন্যাসু কৃষ্টিষু'। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে সর্ব্বশেষে দ্রুহ্য সম্প্রদায়ও অপর চারি সম্প্রদায়ের ন্যায় কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্য্যজাতি—যাযাবর যুগ

অভিযান ও উপনিবেশ

'অশ্বীয়া' মহাদেশ—Asia—'অশ্ব' শব্দের প্রশংসাবাচকত্বে গৌণ অভিব্যক্তি—তাহার হেতু—মর্শশার ও আরবস দেশ—বর্ত্তমান মিশর (Egypt) এবং আবিসিনীয় দেশ—মিশরদেশীয় রাজা দম্মেশ ও শশাঙ্ক—সাহারা—অতলান্তিক (Atlantic) মহার্ণব—হরিযূপীয়া—Europe—কিরাত—কিলাত—কেল্ট—গল—বর্ত্তনি—Britain—আর্য্যভূমি—Ireland—শার্দ্ধণ্যদেশ—Germany—অঙ্গিরস্—অঙ্গিলস্—Angles—English—যদু—য়ুদ্—Jute—অনু—উন—হুন—অনুগৃহ—হুনগৃহ—Hungary—গাথি—Goth—ভোজগাথি—Visi-goth—শরব—Serve—সবন—Sabine—রাতীন—Latin—শক—Scythian—শকস্থনু—Saxon—যবন—Ionian—দ্রুহ্য—Dorian—প্রাচ্যাভিযান-সরমা—ভারতে আর্য্যাভিযান—আইরান্ বেজ—অইরিয়ণ বয়েজো।

জড়তত্ত্বোদ্‌ঘাটন পটীয়সী প্রতীচ্য বিদ্যার শিক্ষা প্রভাবে বর্ত্তমানে অনেকে প্রাচ্য সকল বিষয়েই নাসিকা কুঞ্চন করেন। প্রাচ্যভূমির রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, শিক্ষ পদ্ধতি, এমন কি মানবচরিত্র পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের নিকট অশেষ দোষদুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এই প্রাচ্যভূমি শৌর্য্যবীর্য্যের লীলাকেন্দ্র, আদর্শ মানবের সূতিকাগৃহ, আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম বিকাশস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের জন্য, অধ্যাত্ম বিদ্যার জন্য, মানবচরিত্রের যাহা কিছু সার তাহার জন্য সমগ্র জগৎ প্রাচ্যভূমির নিকট ঋণী। প্রাচ্যভূমিতে জন্ম গ্রহণ এককালে গৌরবের বিষয় ছিল। তখন আর্য্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাচ্যভূমির মঙ্গল কামনা করিতেন। ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ২য় সূক্ত ৭ম মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন

"প্রাচী দ্যাবাপৃথিবী ব্রহ্মণা কৃধি" *

"হে অগ্নে! প্রাচ্যভূমিকে প্রভূত ধনশালিনী করুন।" এই মানসিক প্রবণতাবশে আর্য্যগণ প্রাচ্যভূমির "অশ্বীয়া" (বর্ত্তমান 'এশিয়া') এই নামীকরণ করেন। বেদে প্রশংসাবাচকত্বে 'অশ্ব' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩০শৎ সূক্ত ৭ম ও ৮ম মন্ত্রে 'প্রশস্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট' এই অর্থে 'অশ্ববুদ্ধ্যান্' ও 'অশ্ববুদ্ধ্যাম্' এই শব্দদ্বয় পাই। আবার ৫ম মণ্ডল ১০ম সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে 'বহুধনশালী' এই অর্থে অশ্ব-রাধসঃ' এই শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ মণ্ডল ৭৯তম সূক্ত ১ম মন্ত্রে 'প্রশংসিত সত্য ব্যবহার' এই অর্থে 'অশ্বসূনৃত' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রশংসাবাচকত্বে 'অশ্ব' শব্দের গৌণ অভিব্যক্তি যে ঐ সকল স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'অশ্ব' শব্দের কেন ঐরূপ গৌণ অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহার নিদর্শনও ঋগ্বেদে বহুলভাবে দৃষ্ট হয়। ১ম মণ্ডল ১৬২তম সূক্ত ১ম মন্ত্রে অশ্বের প্রশংসা করিয়া

* ব্রহ্মণা—ধনেন। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১০ম বর্গে ধনবাচি শব্দতালিকায় ব্রহ্ম শব্দ দৃষ্ট হয়।

বলা হইয়াছে

"উৎ যন্ সমুদ্রাৎ উতবা পুরীষাৎ" *

"অশ্ব অন্তরীক্ষ অথবা উদক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" (অর্থাৎ অশ্ব কদাচ পার্থিব জীব নহে)। ঐ সূক্ত ৯ম মন্ত্রে অশ্ব 'অবর ইন্দ্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তি সূক্ত ১ম মন্ত্রে 'যদ্বাজিনঃ দেবজাতস্য সপ্তেঃ' † এইস্থলে অশ্ব দেবজাত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অশ্বের এইরূপ অতি প্রশংসার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল। ৪র্থ মণ্ডল ৩৮শৎ সূক্ত ১০ম মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন

"আ দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ
সূর্য্য ইব জ্যোতিষা অপ স্ততান।" ‡

"সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বারিকে ধূমে পরিণত করিয়া যেরূপ বিশ্বব্যাপি করেন অশ্বও সেইরূপ আর্য্যগণের শক্তি বিস্তার করিয়াছিল।" যুদ্ধে

* সমুদ্রাৎ—অন্তরীক্ষাৎ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ৩য় বর্গে অন্তরীক্ষবাচি শব্দ তালিকায় সমুদ্র শব্দ দৃষ্ট হয়।

পুরীষাৎ—উদকাৎ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১২শ বর্গে উদকবাচি শব্দতালিকা দেখ।

† সপ্তেঃ—অশ্বস্য। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৪শ বর্গ অশ্ববাচি শব্দতালিকা দেখ।

‡ দধিক্রাঃ—অশ্বঃ। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৪শ বর্গে অশ্ববাচি শব্দতালিকায় এই শব্দ দৃষ্ট হয়।

শবসা—বলেন। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৯ম বর্গে বলবাচি শব্দতালিকা দেখ।

পঞ্চকৃষ্টীঃ—পঞ্চজনান্ মনুষ্যান্—আর্য্যান্ ইত্যর্থঃ। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দতালিকায় 'কৃষ্টয়ঃ' এবং 'পঞ্চজনাঃ' এই উভয় শব্দ দৃষ্ট হয়। কেন 'পঞ্চজন' শব্দ মনুষ্য অর্থাৎ আর্য্যবাচি হইল তাহা আর্য্যজাতির সম্প্রদায় বিভাগ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

অশ্ব আর্য্যগণের প্রধান বলস্বরূপ ছিল। ঋগ্বেদে বহুস্থলে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সার্ ফিলিপ্ সিড্নি তাঁহার 'আরকেডিয়া' নামক গ্রন্থে কোন এক মনীষির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত মনীষির অশ্বের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতেন। বোধ হইত যেন কোন কারণে মানবজন্মে বঞ্চিত হইলে অশ্বজন্মই তাঁহার একান্ত স্পৃহণীয় ছিল। ঋগ্বেদেও অশ্বের যেরূপ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় বৈদিক আর্য্যগণ যদি আর্য্য না হইতেন তাহা হইলে অশ্বজন্ম পরিগ্রহ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতেন না। ৪র্থ মণ্ডল ৩৯শৎ সূক্ত ২য় মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন—

"যং পূরুভ্যঃ দীদিবাংসং ন অগ্নিম্
দদথুঃ মিত্রাবরুণা ততুরিম্ ॥" *

"মিত্র এবং বরুণদেব পূরুগণকে অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন।" আবার উক্ত সূক্ত ৫ম মন্ত্রে বলিতেছেন—

"দধিক্রাম্ উ সূদনম্ মর্ত্ত্যায়
দদথুঃ মিত্রাবরুণা নঃ অশ্বম্ ॥" †

* দীদিবাংসম্—জ্বলন্তম্, দীপ্তিমন্তম্। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১৬শ বর্গে জ্বলতি কর্ম্মসু দীদযতীতি পঠিতম্।

ন—ইব।

ততুরিম্—দ্রুতগামিনম্, ক্ষিপ্রম্।

দধিক্রাম—অশ্বম্। 'উৎ' ঊর্দ্ধম্ 'অধি' উপরি 'ক্রম্যতে' অনেন ইতি।

"মিত্র এবং বরুণদেব বহনের জন্য শত্রুনিসূদন অশ্ব আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।" ১ম মণ্ডল ১৬৩ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে দীর্ঘতমাঃ ঋষি বলিতেছেন—

"অনু ত্বা রথঃ অনুমর্য্যঃ অর্বন্
অনু গাবঃ অনু ভগঃ কনীনাম্॥" *

"হে অশ্ব! রথই বল, মনুষ্যই বল, বা গোমহিষাদি পশুযূথই বল, সকলই তোমার পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। তোমার আবির্ভাবের পরই কাময়মান ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব হইয়াছিল।" যে জাতির ভাষায় অশ্বের এবম্বিধ প্রশংসা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাঁহারা যে প্রশংসাবাচকত্বে অশ্ব শব্দের গৌণ অভিব্যক্তি কল্পনা করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি! অশ্ব শব্দের প্রশংসাবাচি এই গৌণ অভিব্যক্তি লইয়াই পুর্ব্বোদ্ধৃত 'অশ্ব বুধ্নয়ঃ' 'অশ্বরাধসঃ' 'অশ্ব সুনৃত' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গতি হয় এবং ঐ অভিব্যক্তি লইয়াই আর্য্যদিগের আদিভূমির প্রশস্তভূমিখণ্ডবাচকত্বে 'অশ্বীয়া' (বর্ত্তমান 'এশিয়া') এই নামীকরণ হইয়াছিল। এই সর্ব্বদেশ বরেণ্য স্বনামধন্য প্রাচ্য অশ্বীয়া (Asia) ভূমিভাগে আর্য্যগৌরব রবির প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং এই বরেণ্য ভূমিখণ্ড হইতেই আর্য্যসভ্যতার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে চতুর্দ্দিক্ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে

* অর্বন্—অশ্ব। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১৪শ বর্গে 'অর্বা' ইতি অশ্বনামসু পঠিতম্।

অনু—পশ্চাৎ। 'পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরনু" ইত্যমরঃ।

ভগঃ—ঐশ্বর্য্যম্।

কনীনাম্—কাময়মানানাম্।

আমরা ইহার স্পষ্ট নিদর্শন পাই এবং ভাষাবিজ্ঞানে এই তথ্য সম্যক্ প্রতীত হয়।

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত ১৫শ মন্ত্রে ঔশিজ্ কক্ষীবান্ ঋষি বলিতেছেন—

> চত্বারো মা মর্শশারস্য শিশ্বঃ
> ত্রয়ো রাজ্ঞঃ আববসস্য জিষ্ণোঃ।
> রথো বাম্ মিত্রাবরুণা দীর্ঘাপ্সাঃ
> স্যূমগভস্তিঃ সূরো ন অদ্যোৎ ॥" *

"হে মিত্র ও বরুণ দেব! আপনারা মর্শশার (মিশর) দেশীয় ৪ জন রাজাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং আববস (আবিসিনীয়) দেশের ৩ জন রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। সুখদায়ক স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট বিশালায়তন আপনাদিগের রথ আমার প্রতি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হউক।" এই মন্ত্রে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক মিশর ও আবিসিনীয় দেশজয় স্পষ্ট সূচিত হইতেছে। আর্য্যগণের বিজয়বাহিনী যে মিশরদেশে উপস্থিত হইয়াছিল

---

* মা—মাম্ প্রতি ইত্যর্থঃ।

শিশ্বঃ—অশিক্ষয়তম্।

দীর্ঘাপ্সাঃ—দীর্ঘম্ অপ্সঃ রূপম্ যস্য—বিশালায়তনঃ ইত্যর্থঃ। নিঘণ্টৌ ৩য় অধ্যায়ে ৭ম বর্গে 'অপ্সঃ' ইতি রূপনামসু পঠিতম্।

স্যূমগভস্তিঃ—স্যূমাঃ সুখদায়কাঃ গভস্তয়ঃ রশ্ময়ঃ যস্য—নিঘণ্টৌ ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ বর্গে 'স্যূমকম্' ইতি সুখনামসু পঠিতম্। ১ম অধ্যায়ে ৫ম বর্গে 'গভস্তয়ঃ' ইতি রশ্মিনামসু পঠিতম্।

সূরঃ—সূর্য্যঃ। "সূরঃ সূর্য্যার্যমাদিত্যাঃ" ইত্যমরঃ।

তাহা ঐ দেশের প্রাগৈতিহাসিক বিবরণ পাঠে জানা যায়। মিশর দেশের প্রাগৈতিহাসিক রাজাবলির মধ্যে আমরা দম্নেশ নামক দুইজন এবং শশাঙ্ক নামে একজন রাজার নাম দেখিতে পাই। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে 'দানশীল' এই অর্থে 'দম্ন' শব্দের প্রয়োগ আছে। অতএব 'দম্নেশ' শব্দে দানশীল রাজা বুঝায়। প্রতীচ্য মনীষিগণ স্থির করিতে পারেন নাই এই দম্নেশ ও শশাঙ্ক কোনবংশীয় রাজা ছিলেন। ঋগ্বেদের উপরিধৃত মন্ত্রটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং উক্ত নামগুলির গঠন দেখিলে উঁহারা যে আর্য্যজাতীয় নরপতি ছিলেন তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। বেদে মর্শশার ও আযবস দেশ ছাড়া বর্ত্তমান আফ্রিকা মহাদেশের আর কোন ভূমিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণও বিদ্যমান আছে। কালের অপ্রতিহত মহাশক্তি প্রভাবে সৌধরাজি বিমণ্ডিত জনকোলাহলপূর্ণ নগরী শ্বাপদ সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানিতে পরিণত হয়। আবার অতলস্পর্শ বিশাল জলরাশি বালুকারাশি সমাচ্ছাদিত বারিবিরহিত মরুভূমির আকার ধারণ করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকা মহাদেশে কালের যে এই প্রকার ভৈরবলীলা প্রকটিত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আধুনিক প্রতীচ্য মনীষিগণের মতে আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা নামক বিশাল মরুখণ্ড পুরাকালে অতলান্তিক (Atlantic) মহার্ণব গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন সাহারা মরুভূমির গর্ভদেশ অতলান্তিক (Atlantic) মহার্ণবের বারিপৃষ্ঠ হইতে বহুনিম্নে অবস্থিত এবং উক্ত মহার্ণব হইতে অপেক্ষাকৃত সামান্য পরিসর ভূমিখণ্ড দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন। এই স্বল্প পরিসর উচ্চ ভূমিখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া অতলান্তিক (Atlantic)

মহার্ণবের জলপ্রবাহ পুনরানয়নপূর্ব্বক সাহারা মরুভূমি প্লাবিত করিবার প্রস্তাব মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু পাছে অতিরিক্ত শৈত্য নিবন্ধন হরিযূপীয়া (Europe) মহাদেশ মনুষ্যজাতির বাসের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এই জন্য উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সাহারার ভীষণ মরুময় চিত্র জগতের চক্ষে প্রকটিত করিয়াই যে কালের প্রচণ্ডতাণ্ডব ক্ষান্ত হইয়াছিল তাহা নহে। ঐ সময়ে একটী সমগ্র মহাদেশ অতলান্তিক গর্ভে তলাইয়া যায়। এই বিষয় প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক যবনগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। অতএব দেখিতে পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে মর্শশার ও আববস দেশের পশ্চিম সীমা সমুদ্রোপকণ্ঠ ছিল এবং তজ্জন্যই আর্য্যগণের বিজয়বাহিনী ঐ দিকে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

হরিযূপীয়া (Europe) মহাদেশে আর্য্যবাহিনী ঐরূপ কোন বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্যজাতিগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখা সকল একের পর এক যাইয়া উক্ত মহাদেশের নানাস্থলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সকল অভিযান একসময়ে হয় নাই। আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন যুগে এই সকল অভিযান সংঘটিত হইয়াছিল। তবে যাযাবর যুগেই যে অধিকাংশ অভিযান কল্পিত হইয়াছিল এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত। এই হরিযূপীয়া অভিযানে আর্য্যগণকে বহুতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আর্য্যাভিযানের পূর্ব্বে উক্ত মহাদেশের অনেকস্থল রণদুর্ম্মদ জাতিগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। আর্য্যগণের সহিত সংঘর্ষে ঐ সকল জাতি উন্মূলিতপ্রায় হইয়া যায়। এই ব্যাপারে আর্য্যগণেরও প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল। ঋগ্বেদে ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২৭এর সূক্ত ৫ম মন্ত্রে বার্হস্পত্য ভরদ্বাজ ঋষি বলিতেছেন—

"বধীদিন্দ্রো বরশিখস্য শেষঃ
অভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্।
বৃচীবতো যৎ হরিযূপীয়ায়াং
হন্ পূর্ব্বে অর্ধে ভিয়সাহপরোর্দৎ॥" *

"পার্ব্বত্য ইন্দ্র, যিনি স্বপক্ষাশ্রিত বুদ্ধিশীল ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রদান করেন এবং যিনি হরিযূপীয়া মহাদেশে বলশালি শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলেন তিনি পূর্ব্ব অর্চনায় মিত্রভূত হইয়া শত্রুগণকে বিদারণ করিয়াছিলেন।" এই মন্ত্রদ্বারা প্রতীত হয় যে আর্য্যাভিযানের পূর্ব্বে হরিযূপীয়া মহাদেশ বর্চস্বান্ জাতিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। আর্য্যাভিযানে ঐ সকল জাতি পরাজিত ও উন্মূলিতপ্রায় হইয়া আর্য্যজাতীয়গণের সহিত চিরকালের জন্য মিশাইয়া যায় এবং তাহাদের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব

* বরশিখস্য—বরঃ বলঃ মেঘ ইত্যর্থঃ শিখায়াং শিখরে যস্য—পর্ব্বতস্য। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১০ম বর্গে মেঘনামসু 'বল' ইতি পদম্ পঠিতম্। 'বর' শব্দঃ 'বল' শব্দস্য রূপান্তরম্ রলয়োরভেদাৎ।

শেষঃ—অপত্যম্। নিঘণ্টৌ ২য় অধ্যায়ে ২য় বর্গে অপত্য নামসু 'শেষঃ' ইতি পদম্ পঠিতম্।

অভ্যাবর্ত্তিনে—আভিমুখ্যেন স্থিতায়। স্বপক্ষাশ্রিতায়।

চায়মানায়—বুদ্ধিশীলায়।

বৃচীবতঃ—বর্চস্বতঃ, বলবতঃ।

অর্ধে—অর্চনায়াং। নিঘণ্টৌ ৩য় অধ্যায়ে ৫ম বর্গে পরিচরণ কর্ম্মসু ঋধ্নোতীতি পঠিতম্।

অপরঃ—ন পরঃ—মিত্রভূত ইত্যর্থঃ।

দৎ—ভিন্দন্। দৃনাতীতি ধাতোঃ।

ক্রমশঃ লুপ্ত হয়। আর্য্যগণের আদি আবসথ নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে 'হরি' অর্থাৎ মনুষ্যগণের 'যূপ' অর্থাৎ বলিকাষ্ঠ স্বরূপ এই অভিব্যক্তি 'হরিযূপীয়া' শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। এবং ঐ শব্দ দ্বারা আর্য্যাভিযানকালে ঐ মহাদেশে যে আর্য্যগণের প্রভূত বলক্ষয় হইয়াছিল তাহা সূচিত হইতেছে।

হরিযূপীয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে আয়ারল্যাণ্ড (Ireland) এবং ওয়েল্‌স্ (Wales) প্রভৃতি দেশে আমরা কেল্ট (Celt) এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে গল (Gaul) জাতীয়গণকে দেখিতে পাই। 'কিরাত' বা 'কিলাত' আর্য্যগণ 'কেল্ট' (Celt) and গল (Gaul) জাতীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় দেখিতে পাই—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ ইমে ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বম্ গতাঃ লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥
পৌণ্ড্রকাঃ চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ
পারদাঃ পহ্লবাঃ চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥"

"ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ এবং ব্রাহ্মণাদর্শনহেতু নিম্নলিখিত ক্ষত্রিয় জাতিগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—পৌণ্ড্রক, উড্রদ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ জাতি।" মনূক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে ইহা সিদ্ধান্ত হয় যে কিরাত, যবন ও শকজাতিগণ আর্য্যবংশীয় ছিলেন। নিঘণ্টু ৩য় অধ্যায় ১৬শ বর্গে স্তোতৃবাচি শব্দ তালিকায় আমরা 'কীরি' ও 'কারু' শব্দ পাই, 'অত' ধাতু গমনার্থক। অতএব 'পর্যটনশীল স্তাবক' এই অভিব্যক্তি কিরাত শব্দের উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। স্থিতিশীল কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে যখন আর্য্যগণ

স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন তখন কৃষিধর্ম্মই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিবেচিত হইল। তখন কৃষিধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণের চক্ষে যাযাবর জীবন হেয়, অনুপাদেয় এবং অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষিযুগে 'কিরাত' শব্দেরও ভাবাপকর্ষ সংঘটিত হয়। আর্য্যজাতীয় অন্যান্য শাখার পরবর্ত্তি অভিযান স্রোতে পড়িয়া 'কিলাত' বা 'কেল্ট' জাতীয় আর্য্যগণ হরিযূপীয়া (Europe) মহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া পড়েন। এবং স্বীয় আবাসস্থলের 'বর্ত্তনি' (Britain) এবং আর্য্যভূমি (Ireland) এই নামীকরণ করেন।

'কিরাত' 'কিলাত' বা 'কেল্ট' আর্য্যগণের পরেই অঙ্গিরা, যদু, অনু, গাথি ও শকস্নুগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ এই সকল আর্য্যজাতীয়গণ কর্ত্তৃক হরিযূপীয়া (Europe) মহাদেশান্তর্গত শার্ম্মণ্য (Germany) দেশ অধিকৃত ও অধ্যুষিত হয় এবং তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে মহাপরাক্রমশালি শার্ম্মণ্য (German) জাতির বিভিন্ন শাখায় বিরাজ করিতেছেন। অঙ্গিরস্ বা অঙ্গিলসগণ এ্যাঙ্গল (Angle) বা ইঙ্গ্লিস্ (English) গণের এবং যদুগণ যুট্ (Jute) গণের আদিপুরুষ। ঋগ্বেদের বহুস্থলে সুন্দরাবয়ব বাচকত্বে অঙ্গিরস্ শব্দের প্রয়োগ আছে। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২১ সূক্ত ৩য় মন্ত্রে ইন্দ্রদেবকে বলা হইয়াছে

"ভুবো বিশাম্ অঙ্গিরসাম্ রাট্"

"সুন্দরাবয়বশালি ভুবো মনুষ্যগণের রাজা"। ৩য় মণ্ডল ৩১শৎ সূক্ত ৭ম মন্ত্রে আর্য্যগণের পূর্ব্বাভিযান প্রসঙ্গে তদ্দেশীয়গণের সহিত

মৈত্র ও তাহাদিগের সহিত সংমিশ্রণে 'অঙ্গিরস্' অর্থাৎ সুন্দরাবয়বশালি-গণের উৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। ৩য় মণ্ডল ৫৩শং সূক্ত ৭ম মন্ত্রেও 'অঙ্গিরস্' শব্দের ঐ প্রকার অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। বহু শতাব্দি পরে রমাক (Rome) নগরে ক্রীতদাস ও দাসীরূপে আনীত বালক ও বালিকাগণকে দেখিয়া ধর্ম্মযাজক গ্রিগরি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন তাহারা এ্যাঙ্গল (Angle) জাতি। তাহাতে তিনি বলেন 'ইহারা এরূপ সুন্দরাকৃতি যে ইহাদিগকে এ্যাঙ্গল (Angle) না বলিয়া 'এঞ্জেল' বা স্বর্গীয় দূত বলা উচিত ছিল'। বাস্তবপক্ষে 'সুন্দরাবয়বশালি' ইহাই 'এ্যাঙ্গল' (Angle) এবং 'এঞ্জেল' (Angel) এই উভয় শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং এই উভয় শব্দই 'অঙ্গিরস্' এই শব্দের ঈষৎ বিকৃত রূপ মাত্র। কারণ বৈয়াকরণেরা 'র'কার ও 'ল'কারের অভেদত্ব স্বীকার করেন এবং জেন্দ ও পহ্লব ভাষায় একই বর্ণ দ্বারা 'র'কার ও 'ল'কার এই উভয় বর্ণই সূচিত হয়।

সামান্যমাত্র বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা আমরা 'যদু' শব্দ হইতে 'যুদ্' ও তাহা হইতে 'যুট্' (Jute) শব্দ পাই। আবার ঐ বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা 'অনু' শব্দ হইতে 'উন' এবং আদি স্বরবর্ণের সোচ্ছ্বাস প্রয়োগ হেতু 'হুন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অনু বা হুনগণের উপনিবেশ স্থান, 'অনু' বা 'হুন' গৃহ, বর্ত্তমান 'হঙ্গেরি' (Hungary) নামে বিখ্যাত হয়।

পারসিকদিগের আদি ধর্ম্ম পুস্তক আবেস্তা গ্রন্থের যস্ন (যজ্ঞ) উপাসনার অংশভূত অতি প্রাচীনতম পঞ্চ সূক্তের নাম 'গাথা'। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১১শ বর্গে বাগ্বাচি শব্দ তালিকায় 'গাথা' শব্দ দৃষ্ট

ষষ্ঠ অধ্যায়	গাথি—Goths, ভোজগাথি—Visi-Goths শরব—Serves, সবন—Sabines, রাতীন —Latins.

হয়। প্রশস্তবাক্শালি গাথিগণ এবং ভোগবান্ ভোজগাথিগণ যথাক্রমে গথ (Goth) এবং ভিজিগথ (Visi Goth) গণের আদি পুরুষ। এইরূপ যজ্ঞকারি সবনগণ ইতিহাসে সাবাইন্ (Sabine) নামে বিখ্যাত হন এবং রম্যক (Roman) জাতির আদি পুরুষ মিত্রভূত রাতীন জাতি ইতিহাসে লাটিন (Latin) নামে পরিচিত হন। বেদে আমরা 'শরু' বা 'শরবঃ' শব্দের উল্লেখ পাই। ইঁহারাই 'শার্ব' (Servo) জাতি। ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২৭তি সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে পাই—

"ত্রিংশৎশতম্ বর্মিনঃ ইন্দ্র সাকম্
যব্যাবত্যাং পুরুহূত শ্রবস্যা।
বৃচীবন্তঃ শরবে পত্যমানাঃ
পাত্রা ভিন্দানা ন্যর্থানি আয়ন্ ॥" *

"হে পুরুহূত ইন্দ্র! ত্রিংশৎশত বর্ম্মধারি বর্চস্বান্ পুরুষ যব্যাবতীতে (Euboea) শরুগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের পত্র নির্ম্মিত আবাসস্থল জয় করতঃ অন্নের সহিত অর্থলাভ করিয়াছিলেন।"

* সাকম্—সহ শ্রবস্যা ইত্যনেন অন্বয়ঃ। 'সাকং সত্রা সমং সহ' ইত্যমরঃ।
শ্রবস্যা—অন্নেন।
বৃচীবন্তঃ—বর্চস্বন্তঃ, বলবন্তঃ ইত্যর্থঃ।
পত্যমানাঃ—পতি রিব আচরন্তঃ।
পাত্রা—পত্রস্থেদং পাত্রম্ তানি। পত্র নির্ম্মিতানি আবাসস্থলানি।
আয়ন্—জগ্মবন্তঃ।

বেদে আমরা শক জাতির (Scythian) উল্লেখ পাই। ইঁহারা কর্ম্মী এবং মহাবলশালি জাতি ছিলেন। নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১ম বর্গে কর্ম্ম-বাচি শব্দ তালিকায় আমরা 'শক্ম' ও 'শচী' এই উভয় শব্দ পাই। এই উভয় শব্দই 'শক' শব্দের ন্যায় 'শচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত ৪৩শং মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমাঃ ধ্যানযোগে বলিতেছেন—

"শকময়ম্ ধূমম্ আরাৎ অপশ্যম্
বিষূবতা পর এবাবরেণ।
উক্ষাণম্ পৃশ্নিম্ অপচন্ত বীরাঃ
তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্॥" *

"যাজ্ঞিক যুগের পূর্ব্বে এবং পরে ধূমের ন্যায় ব্যাপৃয়মান শকগণকে নিকটে দেখিতেছি। বীরগণ স্থূলকায় বৃষ পাক করিতেন। উহাই প্রাথমিক ধর্ম্ম ছিল।" এই মন্ত্রদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে প্রাগ্বৈদিক যুগে আর্য্যজাতিদের মধ্যে গোহনন ও গোমাংসভক্ষণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে হুরিয়ূপীয় (Europe) মহাদেশে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এতদ্বারা অনুমান হয় উক্ত মহাদেশে আর্য্যজাতীয়-

---

* শকময়ম্ ধূমম্—ধূম ইব পরিদৃশ্যমানান্ শকান্ ইত্যর্থঃ। তেষাং অসংখ্যেয়ত্বাৎ।

বিষূবতা—'সু' সবনে ইতি ধাতোঃ। যদ্যপি 'বিষুবৎ বিষুবঞ্চ তৎ' ইত্যমর বচনাৎ শব্দস্যাস্য পৃথিব্যাঃ মধ্যরেখেতি অর্থ প্রসিদ্ধিঃ তদর্থস্য অত্রা সঙ্গতি রিতি ধাত্বর্থাৎ যজ্ঞকাল বাচকোয়ং শব্দ অত্র সংগম্যতে।

উক্ষাণং পৃশ্নিং—মহোক্ষম্।

পৃশ্নিং—পূর্ণম্, স্থূলম্। 'পৃ' পূরণে ইতি ধাতোঃ।

গণের অভিযান ও উপনিবেশ প্রাগ্বৈদিক যুগে সংঘটিত হইয়াছিল। বৈদিক যুগেই বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে গোহনন প্রথা রহিত হইয়া যায়। ঋগ্বেদে বহুস্থলে গোজাতিকে 'অঘ্ন্য' এবং 'অঘ্ন্যা' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপরিধৃত সূক্তের ৪০শৎ মন্ত্রে শেষ চরণদ্বয়ে গোজাতির উদ্দেশে ঋষি বলিতেছেন—

"অদ্ধি তৃণম্ অঘ্ন্যে বিশ্বদানীম্
পিব শুদ্ধম্ উদকম্ আচরন্তী ॥"

"হে অঘ্ন্যে! এখন স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া সর্ব্বদা তৃণ ভক্ষণ ও বিশুদ্ধ বারি পান কর।" শকসূনু (Saxon) গণ এই মহাবলশালি শকজাতিরই অন্যতম শাখা।

গ্রীকগণ আপনাদিগকে 'আইওনীয়' (Ionian) বা 'যবন' বলিতেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে গ্রীকযবনগণও আর্য্যক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন। গ্রীকদিগের অন্যতম শাখা ডোরীয়গণ (Dorians) 'দ্রুহ্যু'দিগের বংশধর। 'হুন' জাতীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ 'অনু' গণ এবং ডোরীয়গণের আদিপুরুষ দ্রুহ্যুগণ যে পৃথিবীজয়াভিলাষী হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত * ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ১৮শ সূক্ত ১৪শ মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়।

প্রতীচ্য হরিযূপীয়া (Europe) মহাদেশে অভিযান ও উপনিবেশ কল্পনায় আর্য্যগণকে যেরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল পূর্ব্বদিগভিযানে তাঁহাদিগকে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় নাই। পূর্ব্বদিকে আর্য্যগণের অভিযান ও উপনিবেশ প্রীতি ও সৌখ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

---

* ১৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহার নিদর্শন আমরা বেদে পাই। ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল ৩১শৎ সূক্ত ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম এই ৩টী মন্ত্র অনুধাবন করিলে এই বিষয় স্পষ্ট প্রতীত হইবে। মন্ত্র ৩টী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"বাড়ৌ সতীরভিধীরা অতৃন্দন্
প্রাচা অহিন্বন্ মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ।
বিশ্বাম্ অবিন্দন্ পথ্যাম্ ঋতস্য
প্রজানন্ ইৎ তা নমসা বিবেশ॥ ৫॥
"বিদৎ যদী সরমা রুগ্নম্ অদ্রেঃ
মহী পাথঃ পূর্ব্যম্ সধ্র্যক্ কঃ।
অগ্রম্ নয়ৎ সুপদী অক্ষরাণাম্
অচ্ছারবম্ প্রথমা জানতী গাৎ॥ ৬॥
"আগচ্ছতু বিপ্রতমঃ সখীয়ন্
অসূদ্যৎ সুকৃতে গর্ভম্ অদ্রিঃ।
সসান মর্য্যো যুবভির্মখস্যন্
অথাভবৎ অঙ্গিরাঃ সদ্যো অর্চন্॥ ৭॥ *

---

* বীড়ৌ—বলে, বলপ্রকাশ স্থলে ইত্যর্থঃ। নিঘণ্টৌ ২য় অধ্যায়ে ৯ম খণ্ডে 'বীড়ু' ইতি বলনামসু পঠিতম্।

সতীঃ—সৎপ্রকৃতিরিত্যর্থঃ।

অতৃন্দন্—হিংস্যুঃ।

অহিন্বন্—বর্দ্ধয়ন্তি। ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ।

মনসা—মনীষয়া, বুদ্ধ্যা ইত্যর্থঃ।

বিপ্রাঃ—মেধাবিনঃ। নিঘণ্টৌ ৩য় অধ্যায়ে ১৫শ খণ্ডে 'বিপ্র' ইতি মেধাবিনামসু;

"বলপ্রকাশ স্থলে তাঁহাদের ধৈর্য্যশালিনী সংপ্রকৃতি হিংসাপ্রবণা হইত। মেধাবী সপ্ত আর্য্যজাতি তাঁহাদের মনীষা দ্বারা প্রাচ্য দিগ্বিভাগ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। সত্যপথে মঙ্গলকর সকলই পাওয়া যায় ইহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়াই তাঁহারা ভক্তিপূর্ণচিত্তে ঐদিকে প্রস্থিত হইয়াছিলেন।

পঠিতম্।

যদী—যদি—অত্র 'নিপাতস্য চ' ইতি দীর্ঘঃ।

অদ্রে—মেঘস্য। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১০ম বর্গে 'অদ্রি' রিতি মেঘনামসু পঠিতম্।

মহী—মহৎ।

পাথঃ—জলম্।

পূর্ব্যাম্—পূর্ব্বদিগ্ভবং।

সধ্রাক্—যৎ সহ অঞ্চতি গচ্ছতি তৎ।

কঃ—করোতি।

অগ্রম্—অগ্রবারিবর্ষম্।

অক্ষরাণাম্—নাস্তি ক্ষরশ্চ্যুতি যেষাম্। সনাতনানাম্ ইত্যর্থঃ।

অচ্ছা—অপ্রতিহতম্।

অস্মদয়ং—ক্ষরয়েৎ ইত্যর্থঃ।

গর্ভম্—গর্ভভূতং বারি ইত্যর্থঃ।

সসান—সনতি বিভজতীত্যর্থঃ।

মর্ত্ত্যঃ—মনুষ্যঃ।

মখস্যন্—আত্মনঃ মখং যজ্ঞম্ ইচ্ছন্।

সদ্যাঃ—সীদতি উপবিশতি—স্থিতিশীল ইত্যর্থঃ।

"যেহেতু সুন্দরগতিশালিনী সরমা জানিতে পারিলেন মহান্ মেঘস্থিত জলরাশি কূপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে সেই জন্য সেই মহান্ জলরাশিকে নিজের সহিত পূর্ব্বাভিগামি করিলেন। সরমা যেন সত্যবানি জানিতে পারিয়াই সনাতন আর্য্যগণের অগ্রযায়িবর্গকে লইয়া সর্ব্বপ্রথম ঐদিকে প্রস্থিত হইয়াছিলেন।

"মেধাবিশ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ মৈত্রীভাব অবলম্বন করতঃ আগমন করিয়াছিলেন। মেঘ ও সুন্দর-কর্ম্মকৃৎ আর্য্যগণের হিতার্থ নিজগর্ভস্থ বারি মোচন করিলেন। যুবাগণের সহিত যজ্ঞাভিলাষী হইয়া আর্য্যগণ প্রাচীভূমি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। অনন্তর উপাসনা দ্বারা সুন্দরাবয়বশালী ও স্থিতিশীল হইলেন।"

আর্য্যগণের আবসথ নির্ণয় প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি তাঁহারা আদিম পার্ব্বত্য আবসথ হইতে বহির্গত হইয়া মরুবহুল প্রদেশে তাঁহাদের প্রত্নোকঃ কল্পনা করেন। তথায় জলাভাব নিবন্ধন তাঁহাদিগকে বহুতর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ২য় মণ্ডল ১২শ সূক্ত ১১শ মন্ত্রে ঋষি গৃৎসমদ বলিতেছেন—

"যঃ শম্বরম্ পর্ব্বতেষু ক্ষিয়ন্তম্
চত্বারিংশ্যাম্ শরদি অন্ববিন্দৎ।
ওজায়মানম্ যো অহিম্ জঘান্
দানুম্ শয়ানম্ স জনাসঃ ইন্দ্রঃ॥"*

---

* শম্বরম্—মেঘম্। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১০ম বর্গে মেঘবাচিশব্দতালিকায়াম্ 'শম্বরঃ' ইতি পঠিতম্।

ক্ষিয়ন্তম্—নিবসন্তম্।

"হে জনগণ! যিনি চত্বারিংশত্তম বর্ষে পর্ব্বত শিখরাশ্রয়ী মেঘকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং স্পর্দ্ধমান দানক্ষম শয়িত অহিকে বধ করিয়াছিলেন তিনিই ইন্দ্র।" এই মন্ত্রে চত্বারিংশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি সূচিত হইতেছে। এই জলাভাব নিবন্ধন কষ্টের জন্যই আর্য্যগণের পূর্ব্বাভিমুখে প্রথমাভিযান কল্পিত হইয়াছিল। এবং এই বিষয়ই উদ্ধৃত মন্ত্রত্রয়ের মধ্যম মন্ত্রে সূচিত হইতেছে। গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে 'সরমা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'গতিশীল প্রকৃতি' ইহাই 'সরমা' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য সহজ অর্থ। ঐ মন্ত্রে 'সুপদী' এই বিশেষণ দ্বারা 'সরমা' শব্দের সহজ-লভ্য অর্থকে আরও স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। 'সরমা' এই শব্দের দ্বারা সমগ্র যাযাবর যুগ লক্ষিত হইতেছে। 'সরমা'ই যাযাবর যুগের প্রাণ-প্রদায়িনী শক্তি। 'সরমা'ই ঐ যুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যাযাবর যুগ অতীত হইলে 'সরমা' শব্দের এই সহজ অভিব্যক্তি অস্পষ্টীকৃত হইল। এইস্থলে পুরাণ আসিয়া তাঁহার যাদুমন্ত্রবলে 'সরমা' শব্দের ভাবান্তর সংঘটন করিলেন। পুরাণের মায়াযষ্টি স্পর্শে 'সরমা' কুক্কুরমাতায় পরিণতা হইলেন। গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে 'সরমা' শব্দ গঠিত।

শরদি—বর্ষে। 'সম্বৎসরঃ বৎসরোঽব্দঃ হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা' ইত্যমরঃ।

অন্ববিন্দৎ—লব্ধবান।

ওজায়মানং—স্পর্ধমানম্।

অহিম্—মেঘম্। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১০ম বর্গে 'অহি' রিতি মেঘবাচিশব্দষু পঠিতম্।

দানুম্—দানশীলম্। মেঘস্য বর্ষকত্বাৎ।

জনাসঃ—জনাঃ।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কুক্কুরবাচি 'শ্বন্' শব্দ দ্রুতবাচি 'শু' শব্দ এবং গতিবাচি 'অন্' ধাতুর সমবায়ে নিষ্পন্ন। উভয় শব্দে গতিবাচি এই সাধারণ ভাব 'সরমা' শব্দে পৌরাণিক যাদুমন্ত্রভূত রাসায়নিক ভাববিক্রিয়ার সহায়তা করিয়াছিল।

ভারতে আর্য্যাভিযান

আর্য্যদিগের আবসথনির্ণয় প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি তাঁহারা পার্ব্বত্য আদি আবসথ হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে অভিযান ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণাভিযানে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডল ২৩তি সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে ভারত ঋষি দেবশ্রবাঃ এবং দেববাত বলিতেছেন—

"নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যাঃ
ইড়ায়াস্পদে সুদিনত্বে অহ্নাম্।
দৃষদ্বত্যাম্ মানুষে আপয়ায়াম্
সরস্বত্যাম্ রেবৎ অগ্নে দিদীহি॥" *

* ত্বা—ত্বাম্, অগ্নিমিত্যর্থঃ।
নিদধে—স্থাপয়ামি।
বরে—উৎকৃষ্টে 'পদে' ইত্যস্য বিশেষণম্।
ইড়ায়া—পুণ্যায়াঃ, 'পৃথিব্যাঃ' ইত্যস্য বিশেষণম্।
পদে—স্থানে।
মানুষে—মানুষাণাং ইদং তস্মিন্—মানুষাধ্যুষিতে ইত্যর্থঃ।
আপয়ায়াম্—আপগায়াম্, নদ্যাম্।

"হে অগ্নে! পূজিতা পৃথিবীর বরেণ্য মনুষ্যাশ্রিত স্থান যাহা দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত তথায় শান্তি ও সুখে দিন অতিবাহিত করিবার জন্য তোমার প্রতিষ্ঠা করিলাম। হে রত্নশাতন অগ্নে! প্রজ্বলিত হও।" পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আর্য্যগণ আপনাদিগকেই মানুষ বলিতেন এবং স্বেতর জাতিগণকে দস্যু রাক্ষস যাতুধান প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যে শান্তি ও সুখময় জীবনের ইচ্ছা করিয়া অগ্নির প্রতিষ্ঠা দ্বারা তদ্দেশে আর্য্যগণের নবাভ্যাগমন সূচিত হইতেছে। ফলতঃ মধুচ্ছন্দাঃ, পরুচ্ছেপ, হিরণ্যস্তূপ, কাণ্ব, প্রস্কন্ন, নোধা, পরাশর, গোতম, কুৎস, কশ্যপ, দীর্ঘতমাঃ, গৃৎসমদ প্রভৃতি পুরাণ ঋষিগণের সূক্তে ভারতের স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে উক্ত পুরাণ ঋষিগণের সূক্ত বচন হইতে যে সকল মন্ত্র পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে পর্শু (Persians), মাধ্য (Medes), পণি (Phœnicians) প্রভৃতি বহির্ভারত জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ৩য় মণ্ডল বিশ্বামিত্র সূক্তে ভারতের প্রথম স্পষ্ট ও অভ্রান্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং ঐ মণ্ডলে বৈশ্বামিত্র ঋষি মণ্ডলীর সূক্তে আমরা পুনঃপুনঃ ভারতের উল্লেখ পাই। ইহা দ্বারা প্রতীত হয় বিশ্বামিত্র এবং তৎপরবর্ত্তি ঋষিগণের সময়ে ভারতে আর্য্যাভিযান সংঘটিত হইয়াছিল।

বেন্দিদাদ প্রথম ফরগার্দ বা অধ্যায়ে আমরা 'আইরান্ বেজ' বা

রেবৎ—রত্নবৎ।

দিদীহি—জ্বলমানোভব। 'দীদয়তি' ইতি নিঘণ্টৌ ১মাধ্যায়ে ১৫শ বর্গে জ্বলতি কর্ম্মসু পঠিতম্।

ষষ্ঠ অধ্যায় আইরন্ বেজ—অইরিয়ণ বয়েজো—আর্য্যবীজ

'অইরিয়ণ বয়েজো' * শব্দের উল্লেখ পাই। কোন কোন মনীষির মতে ইহাই ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। পারসিক ভৌগোলিকদিগের মতে ইহা আর্য্যজাতিগণের আদি ভূমি এবং ইহার অবস্থান নির্ণয় করা যায় না। যদি বাস্তবিকই 'আইরান্ বেজ' ও 'আর্য্যাবর্ত্ত' একই দেশ হইত তাহা হইলে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন না। বেন্দিদাদের মতে 'আইরান্ বেজ' পারসিকগণের প্রধান দেবতা অহুর মাজ্দা কর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রথম ভুবন এবং আর্য্যগণের আদি আবসথ। 'আইরান্ বেজ' বা 'অইরিয়ণ বয়েজো' শব্দটীও 'আর্য্যবীজ' এই শব্দের রূপান্তর মাত্র। 'আর্য্যবীজ' শব্দে 'যে স্থান হইতে আর্য্যগণের উৎপত্তি' অর্থাৎ 'আর্য্যগণের আদি আবসথ' ইহাই বুঝায়। মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ সকল অনুশীলন করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক প্রদেশে আর্য্যাদিগের ভারতীয় প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং তথা হইতে ক্রমশঃ তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে এবং সর্ব্বশেষে দাক্ষিণাপথে অধিকার বিস্তার করেন।

---

* আইরান্ বেজ—এই শব্দটী পহ্লব ভাষায় এবং 'অইরিয়ণ বয়েজো' এই শব্দটী জেন্দভাষায় পাওয়া যায়।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

যাযাবর ও স্থিতিশীল কৃষিযুগ—বিষ্ণু পুরাণ—বৈণ্য উপাখ্যান—ব্যাহৃতিত্রয়—ভূর্ভুবঃ স্বর্—স্বর্ বা যাযাবর যুগ—ভুবর্ বা সন্ধি যুগ—ভূযুগ বা স্থিতিশীল কৃষিযুগ—বেদে যুগত্রয়ের উল্লেখ—অতীতের শিক্ষা।

আমরা আর্য্যগণের জাতীয় জীবনে দুইটী প্রধান যুগের কথা উল্লেখ করিয়াছি—যাযাবর যুগ এবং স্থিতিশীল কৃষিযুগ। এই উভয় যুগের মধ্যবর্ত্তি সময়কে আমরা সন্ধিযুগ নামে অভিহিত করিয়াছি। পুরাণে নরপতি বেণ এবং তৎপুত্র পৃথুরাজার উপাখ্যানচ্ছলে যাযাবর ও কৃষি-যুগের বিষয় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। প্রায় সকল পুরাণেই বেণ ও পৃথুরাজার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আমরা বিষ্ণুপুরাণ হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টী উদ্ধার করিলাম।

"অকৃষ্ট পচ্যা পৃথিবী সিদ্ধন্তান্নানি চিন্তয়া।
সর্ব্বকামদুঘাঃ গাবঃ পুটকে পুটকে মধু॥
নহি পূর্ব্ববিসর্গেঽপি বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাম্ বা গ্রামাণাম্ বা তদাভবৎ॥
ন শস্যানি ন গোরক্ষা ন কৃষি র্ন বনিক্ পথঃ।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি মৈত্রেয় সর্ব্বস্য তস্য সম্ভবঃ॥

"হে মৈত্রেয়! পৃথিবী কর্ষণ ব্যতিরেকে ফল প্রদান করিতেন। চিন্তামাত্রই ভক্ষ্য দ্রব্যসকল লাভ হইত। গাভীগণ হইতেই সর্ব্বাভিলাষ সুসম্পন্ন হইত। প্রচুর পরিমাণে মধু পাওয়া যাইত। সৃষ্টির প্রারম্ভে বন্ধুর পৃথিবীপৃষ্ঠে নগর বা গ্রাম সকলের নির্ণয় ছিল না। শস্যাদি হইত না। পশুপাল্য ছিল না। কৃষিবিদ্যা অজ্ঞাত ছিল। সার্থবাহদিগের বাণিজ্যের সুবিধার্থ কোন পন্থা বিদ্যমান ছিল না। বৈণ্যের পর হইতেই এই সকল সম্ভব হইয়াছিল।" এই শ্লোকগুলিতে আর্য্যদিগের যাযাবর জীবন স্বচ্ছমুকুরে প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আর্য্যগণ তখন স্বভাবজাত কন্দমূলফলাদি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। বনে বনে অপর্য্যাপ্ত মধু পাওয়া যাইত এবং উহাই উৎকৃষ্ট ভোজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বেদে বহুল মন্ত্রে মধুর প্রশংসা উল্লিখিত হইয়াছে। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে মধু এত উচ্চপদ লাভ করিয়াছিল যে অভ্যাগত অতিথিকে মধু প্রদান করিয়া আপ্যায়িত ও সম্মানিত করিতেই হইবে এইরূপ ব্যবস্থা অতি প্রাচীন যুগ হইতে আবহমানকাল প্রচলিত ছিল। বনপর্য্যটনকারি যাযাবর আর্য্যগণের অভাব অতি অল্প ছিল। গাভী দ্বারাই তৎসমুদায় অভাব পূর্ণ হইত। তখন গ্রামনগরাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কারণ তখনও তাঁহারা স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করেন নাই। কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে তাঁহারা গৃহাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ বাহ্য এবং আভ্যন্তর উপদ্রব নিবারণার্থ তাঁহাদিগের স্বার্থ পরস্পর জড়িত হইয়া গ্রাম ও তৎপরে নগরাদির সৃষ্টি হইল।

পৌরাণিক যযাতি উপাখ্যানে আর্য্য জীবনের এই তিন যুগের

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কিরূপ অন্তর্নিহিত আছে তাহা আমরা পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে দেখাইব আর্য্যভাষার তিনটী প্রধান ব্যাহৃতিতেও এই বিষয় অতি স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবিবর অমরসিংহকৃত কোষে আমরা দেখিতে পাই—

"ব্যাহার উক্তি র্লপিতম্ ভাষিতম্ বচনম্ বচঃ।"

অর্থাৎ ব্যাহার, উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন এবং বচঃ এই শব্দগুলি সমার্থক। অতএব 'ব্যাহৃতি' শব্দের অর্থ 'বচন' বা 'উক্তি'। 'ভূ', 'ভুবর্' এবং 'স্বর্' এই তিন শব্দকে প্রধানভাবে ব্যাহৃতি বলা হয়। কোন্ বিশেষত্ব বা বৈলক্ষণ্যবাচকত্ব অবলম্বন করিয়া ঐ তিনটী শব্দের 'ব্যাহৃতি' এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে? সেই বিশেষত্ব আর কিছুই নহে—ঐ তিনটী শব্দে আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের বীজমন্ত্র রক্ষিত আছে। এই জন্যই এই ব্যাহৃতিত্রয়ের এত আদর এত সম্মান। এই ব্যাহৃতিত্রয়ই গায়ত্রী মন্ত্রের সারাংশ এবং প্রাণ-স্বরূপ। এই ব্যাহৃতিত্রয়ের জন্যই গায়ত্রী বেদমাতা বলিয়া উদাহৃতা হন। যাযাবর যুগ, কৃষিযুগ এবং এই দুইটার মধ্যবর্ত্তি সন্ধিযুগ এই তিন যুগে আর্য্যগণের জাতীয় জীবন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতির ইতিহাস বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ভূ', 'ভুবর্' এবং 'স্বর্' এই তিনটী ব্যাহৃতি ঐ তিনটী যুগের কথা নিত্য স্মরণ করাইয়া দেয়। এই জন্য এই তিনটী ব্যাহৃতিকে বেদের বীজমন্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ২য় অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি 'সু' এই উপসর্গের সহিত গতিবাচি 'ঋ' ধাতুর সমবায়ে 'স্বর্' এই শব্দ গঠিত হইয়াছে এবং 'সুন্দর বা অপ্রতিহত গতি' এই অভিব্যক্তি ঐ শব্দের

উপাদানে জড়িত রহিয়াছে। সুতরাং 'স্বর্' শব্দ যাযাবর যুগের মুদ্রাঙ্কনে অঙ্কিত এবং প্রত্যক্ষভাবে ঐ শব্দ দ্বারা যাযাবর যুগই অভিব্যঞ্জিত হয়। যখন গতি অপ্রতিহত ছিল, যখন আর্য্যগণ স্বচ্ছন্দে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারিতেন, যখন স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ হইয়া পড়েন নাই তাহাই 'স্বর্' বা যাযাবর যুগ।

'ভুবর্' শব্দ স্থিতিবাচি 'ভূ' এবং গতিবাচি 'ঋ' এই উভয় ধাতুর সমবায়ে গঠিত এবং ঐ ঐ শব্দ দ্বারা 'স্থিতি' এবং 'গতি' উভয়ই বুঝায়। এই শব্দে যাযাবর ও স্থিতিশীল কৃষিযুগ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তি সন্ধিযুগ উপলক্ষিত হইতেছে। ৪র্থ অধ্যায়ে 'দুরোণ' শব্দ পর্য্যালোচনাকালে (৪র্থ অধ্যায় ৮৩ পৃষ্ঠা) আমরা দেখাইয়াছি যে বৃষ্টির অনিশ্চয়তা এবং নানাপ্রকার আনুসঙ্গিক কারণ বশতঃ আর্য্যগণ ক্রমশঃ যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করতঃ স্থায়ি আবসথ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই স্থায়ি আবসথ রাক্ষস দস্যু এবং লোলুপ জ্ঞাতিবৃন্দ হইতে রক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে বহুবিধ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহাদের আবাসস্থল সর্ব্বদাই তাঁহাদের মনে তদ্রক্ষাজনিত কষ্টের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত এবং সেইজন্যই তাঁহারা সন্ধিযুগে আবাসস্থলের 'দুরোণ' অর্থাৎ 'কষ্টে রক্ষণীয়' এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সন্ধিযুগে যাযাবর জীবনের সমীরণের ন্যায় উন্মুক্ত স্বাধীনতা এবং ঘটনা বৈচিত্র্যের কথা আর্য্যগণের যতই মনে পড়িত ততই তাঁহারা যাযাবর বৃত্তি পুনর্গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন এবং অনেকেই যাযাবর বৃত্তি পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয় আমরা ৫ম অধ্যায়ে দেবযাজি আর্য্যগণের সম্প্রদায় বিভাগ প্রসঙ্গে যযাতির পুনর্যৌবনলাভ

উপলক্ষে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। অতএব যে যুগে স্থিতিশীল হইয়াও আর্য্যগণ মধ্যে মধ্যে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিতেন তাহাই 'ভুবর্‌' বা সন্ধিযুগ নামে অভিহিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মনীষিগণ 'ভুবর্‌' শব্দের 'অন্তরিক্ষ' এই অর্থ করেন। কিন্তু 'অন্তরিক্ষ' অর্থে 'ভুবর্‌' শব্দের প্রাসিদ্ধি কোথাও লক্ষিত হয় না। মহামতি যাস্কের নিঘণ্টু ১ম অধ্যায়ে ৩য় ও ৪র্থ বর্গে অন্তরিক্ষবাচি বৈদিক শব্দ সমূহের মধ্যে 'ভুবর্‌' শব্দ দৃষ্ট হয় না। 'ভুবর্‌' শব্দের উপাদান হইতেও 'অন্তরিক্ষ' এই অর্থের ব্যুৎপত্তি করিতে পারা যায় না। 'ভূ সত্তায়াম্‌' অর্থাৎ 'ভূ' ধাতুর অর্থ 'সত্তা' বা স্থিতি এবং 'ঋ গতৌ' অর্থাৎ 'ঋ' ধাতুর অর্থ গমন। যে যুগে আর্য্যগণ স্থিতিশীল হইয়াও পুনরায় গতিশীল হইয়াছিলেন ইহাই 'ভুবর্‌' শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। এই শব্দ যে যাযাবর ও কৃষিযুগের অন্তর্বর্ত্তি 'সন্ধিযুগের' অভিজ্ঞানবাচি বিশিষ্ট শব্দ তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এই সন্ধিযুগ লক্ষ্য করিয়াই ঋষি ঘোরকাণ্বঃ ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৪২শ৲ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে বলিয়াছেন—

"অভিসূযবসম্‌ নয়, ন নবজ্বার অধ্বনি"।

"হে পূষণ্‌! আমাদিগকে সুগম পন্থায় উর্ব্বর দেশে লইয়া যাও, যেন পথে সন্তাপ পাইতে না হয়।"

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট ব্যাহৃতি 'ভূ' শব্দের পর্য্যালোচনা করিব। 'স্বর্‌' এবং 'ভুবর্‌' এই ব্যাহৃতিদ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে 'ভূ' এই ব্যাহৃতি স্থিতিশীল কৃষিযুগের অভিজ্ঞানবাচি বিশিষ্ট শব্দ। 'ভূ' ধাতুর অর্থ 'সত্তা' বা স্থিতি। 'স্বর্‌' ও 'ভুবর্‌' যুগের পর 'ভূ' যুগ প্রবর্ত্তিত হয়। এই যুগে আর্য্যগণ চিরদিনের

জন্য যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই যুগ লক্ষ্য করিয়াই ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১২১তম সূক্তে ৬ষ্ঠ ও ৭ম মন্ত্রে উষিক্ কক্ষীবান্ ঋষি বলিতেছেন—

"অধ প্রজজ্ঞে তরণির্মমত্তু
প্ররোচ্যস্যা উষসো ন সূরঃ।
অভির্যাম যোভিঃ স্বেদু হব্যৈঃ
জরণা স্রুবেণ সিঞ্চন্ ইন্দুরাষ্ট ॥
স্বিধ্মা যৎ বনধীতি রপস্যাৎ
সূরোঽধ্বরে গোঃ পরিরোধনাভূৎ।"

"দীপ্তিমতী উষার পর সূর্য্যের আবির্ভাবের ন্যায় মুক্তিকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দ কর। গৃহে গৃহে স্তুতিবাক্যের সহিত সুস্বাদু হব্য সকল স্রুবকাষ্ঠের দ্বারা প্রদত্ত হইতে লাগিল। যজ্ঞক্রিয়ার বিস্তার হইল। ইন্ধনবহুল বনবাস ব্যাপার অপগত হইল। দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য সীমাবদ্ধ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।" এই 'তরণি' বা মুক্তিকাল দ্বারা যে স্থিতিশীল কৃষিযুগ বা 'ভূ'যুগ উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা "স্বিধ্মা যৎ বনধীতি রপস্যাৎ"—"ইন্ধনবহুল বনবাস ব্যাপার অপগত হইল"—এই উক্তি দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হইতেছে। যাযাবর যুগে বনে বনে পর্য্যটনক্লেশ ও জীবিকার অনিশ্চয়তা হেতুই স্থিতিশীল কৃষিযুগ বা 'ভূ' যুগের আবির্ভাব হয়। এই 'ভূ'যুগেই আর্য্যগণ অয়োমুখ কাষ্ঠ দ্বারা কর্ষণ করিয়া ধরণীদেবীকে ইচ্ছামত শস্য প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই 'ভূ'যুগে তাঁহাদের নিজের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গৃহ-পালিত পশুযূথেরও সুখবৃদ্ধি হইয়াছিল। যাযাবর যুগে মধ্যে মধ্যে

তৃণ ও বারিবহুল স্থানের অভাবে গৃহপালিত পশুগণের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। 'ভূ'যুগে হলমুখকৃষ্টা ধরিত্রীর প্রসাদে গৃহপালিত পশুযূথের এই কষ্ট দূরীভূত হইয়াছিল। এই জন্যই ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৬৪তম সূক্ত ৪০শং মন্ত্রে ঋষি দীর্ঘতমাঃ বলিতেছেন—

"সুযবসাৎ ভগবতী হি ভূয়া
অথোবয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।
আদ্ধতৃণম্ অঘ্ন্যে বিশ্বদানীম্
পিব শুদ্ধম্ উদকম্ আ চরন্তী॥" *

"প্রচুর শস্যে ধরিত্রী ঐশ্বর্য্যশালিনী হউন। অনন্তর আমরাও ঐশ্বর্য্যশালী হইব। এখন গাভীগণ সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া নির্ম্মল বারি পান ও তৃণ ভক্ষণ করুক।" এই ঋষিহ আবার তৎপূর্ব্ব সূক্তে ৭ম মন্ত্রে অশ্বের উদ্দেশে বলিতেছেন—

"অত্রা তে রূপম্ উত্তমম্ অপশ্যম্

---

* সুযবসাৎ—শস্যপ্রাচুর্য্যাৎ। 'যব' ইতি শস্যসামান্য বাচকম্।
ভগবতী—ঐশ্বর্য্যশালিনী।
ভূয়াঃ—ভবেঃ।
অথো—অনন্তরম্।
ভগবন্তঃ—ঐশ্বর্য্যশালিনঃ।
স্যাম—ভবেম।
অঘ্ন্যে—গাভি।
বিশ্বদানীম্—সর্ব্বদা।
আ—সম্যক্ স্বচ্ছন্দমিত্যর্থঃ।

জিগীষমানম্ ইষঃ আপদে গোঃ।
যদা তে মর্ত্তঃ অনু ভোগম্ আনট্
আৎ ইৎ গ্রসিষ্ঠঃ ওষধীঃ অজীগঃ॥" *

"যখন মনুষ্যগণ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বতোভাবে অন্নলাভ করিয়া পশ্চাৎ তোমার ভোগবিধান করিয়াছিল, হে অশ্ব! তখনই তোমার প্রকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আমাদের নয়ন গোচর হইয়াছিল। তাহার পরই তুমি গ্রাস পূর্ণ করিয়া যবচনসাদি ওষধি ভক্ষণ করিতে পাইয়াছিলে।" যাযাবর যুগের জীবিকার অনিশ্চয়তা নিবন্ধন নিত্য মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিবর্ত্তে 'ভূ'যুগে হলপ্রবাহকৃষ্টা মেদিনী হইতে প্রচুর শস্য সম্পদ লাভ করায় আর্য্যগণের জাতীয় জীবনে যে মেঘোন্মুক্ত

* জিগীষমানং—যবত্নলব্ধমিত্যর্থঃ। ভোগমিত্যস্য বিশেষণম্।

ইষঃ—অন্নস্য। ভোগমিত্যনেন সম্বন্ধঃ। নিঘণ্টৌ ২য় অধ্যায়ে ৭ম বর্গে 'ইষ' মিতি অন্ননামসু পঠিতম্।

পদে—স্থানে ইত্যর্থঃ।

গোঃ—পৃথিব্যাঃ। নিঘণ্টৌ ১মাধ্যায়ে ১ম বর্গে 'গৌ' রিতি পৃথিবীনামসু পঠিতম্।

মর্ত্তঃ—মনুষ্যাঃ। নিঘণ্টৌ ২য়াধ্যায়ে ৩য় বর্গে 'মর্ত্তা' ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতম্।

আনট্—ব্যাপয়ামাস। নিঘণ্টৌ ২য় অধ্যায়ে ১৮শ বর্গে 'আনট্' ইতি ব্যাপ্তিকর্ম্মসু পঠিতম্।

আৎ—অনন্তরম্।

ইৎ—নিশ্চয়ে।

গ্রসিষ্ঠঃ—পূর্ণগ্রাসম্ প্রাপ্নুবন্।

ওষধীঃ—যবচনসাদিকম্। অজীগঃ—প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ।

সূর্য্যের ন্যায় আনন্দময় মুক্তিকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

'ভূর্ভুবঃস্বর্' এই যুগত্রয় বেদে বহুতর মন্ত্রে ইঙ্গিত হইয়াছে। নিম্নে দু একটী মন্ত্র উদ্ধার করিলাম। ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে বসুশ্রুত আত্রেয় ঋষি বলিতেছেন—

"অস্মাকম্ অগ্নে অধ্বরম্ জুষস্ব
সহসঃ সূনো ত্রিসধস্থ হব্যম্।
বয়ম্ দেবেষু সুকৃতঃ স্যামঃ
শর্ম্মণা নঃ ত্রিবরূথেন পাহি॥" *

"তিন যুগে সহায় হে শক্তিপ্রসূত অগ্নে! আপনি আমাদিগের যজ্ঞে হব্য গ্রহণ করুন। আমরা দেবতাদিগের প্রিয়কার্য্য করিব। আপনি আমাদিগকে ত্রিকাল বিহিত সুখের দ্বারা পালন করুন।" ঐ মণ্ডল ১১শ সূক্ত ২য় মন্ত্রে সুতম্ভর আত্রেয় ঋষি বলিতেছেন—

"যজ্ঞস্য কেতুম্ প্রথমম্ পুরোহিতম্
অগ্নিম্ নরঃ ত্রিসধস্থে সমীধিরে।" †

* জুষস্ব—সেবস্ব। 'জুষ সেবায়াম্' ইতি ধাতোঃ।

সহসঃ—বলস্য। নিঘণ্টৌ ২য় অধ্যায়ে ৯ম বর্গে বলনামসু পঠিতং।

ত্রিসধস্থ—ত্রিষু অবস্থাসু সহ তিষ্ঠতীতি। 'ভূর্ভুবঃস্বর্' ইতি ত্রিষু যুগেষু আর্য্যৈঃ অগ্নিঃ রক্ষণীয়ঃ পূজিতশ্চাসীৎ।

শর্ম্মণা—সুখেন। 'শর্ম্মশাত সুখানি চ' ইত্যমরঃ।

ত্রিবরূথেন—ত্রীণি বরূথানি আবাসস্থলানি যত্র তৎ তেন। ত্রিযুগ বিলক্ষণ আবাসস্থল যোগ্যেন ইত্যর্থঃ।

† কেতুম্—অভিজ্ঞানম্, চিহ্নম্।

"মনুষ্যগণ যজ্ঞের প্রথম অভিজ্ঞান স্বরূপ পুরোভাগে স্থাপিত অগ্নিকে তিন যুগেই প্রজ্বালিত করিয়াছিল।" এই প্রকার ৬ষ্ঠ মণ্ডল ১২শ সূক্ত ২য় মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'ত্রিসধস্থ' বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডল ৪৯শং সূক্ত ১৩শ মন্ত্রে আমরা পাই—

"যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি
ত্রিশ্চিৎ বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।" *

"যে বিষ্ণুদেব বাধিত মানবের জন্য পার্থিব তিনটী লোক বিধান করিয়াছিলেন।" ২য় মণ্ডল ২৭তি সূক্ত ৮ম মন্ত্রে সবিতাদেবের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

"ত্রীণি ব্রতা বিদথে অন্তরেষাম্"

"সবিতাদেব ইহাদের মধ্যে তিনটী ব্রত বিধান করিয়াছিলেন।" আবার ৪র্থ মণ্ডল ৫০শং সূক্ত ১ম মন্ত্রে বৃহস্পতিদেবের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—

"যঃ তস্তম্ভ সহসা বি জ্মঃ অন্তান্
বৃহস্পতিঃ ত্রিসধস্থ রবেণ।" †

পুরোহিতং—পুরঃ অগ্রতঃ হিতম্, স্থাপিতম্। 'ডুধাঞ্ ধৃতিপুষ্ট্যোঃ' ইতি ধাতোঃ।

সমীধিরে—প্রজ্বালিতবন্তঃ

* রজাংসি—লোকানি।

মনবে—মানবায়।

বাধিতায়—বাধা বিঘ্নমস্যাস্তীতি।

† সহসা—বলেন।

"যে বৃহস্পতিদেব শক্তিপ্রসূত রবের দ্বারা পৃথিবীর অহিতকারি-দিগকে বিশেষভাবে স্তব্ধ করিয়াছিলেন।" ঋগ্বেদে এইরূপ বহুস্থলে আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের তিন যুগের বিষয় উল্লিখিত ও ইঙ্গিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে তৎসম্বন্ধে অন্যান্য মন্ত্র উদ্ধারে বিরত হইলাম।

পাঠকগণ! কথায় কথায় আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ক্ষণেকের জন্য এইখানে অতীতের পর্য্যালোচনা করা যাক্। কালের অনতিক্রমণীয় স্রোতে পড়িয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কত শত জাতি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। অন্তর্হিত জাতিগণের মধ্যে এমন অনেক জাতি ছিল যাহাদের কোন পার্থিব চিহ্ন বিদ্যমান নাই, যাহাদের সম্বন্ধে ইতিহাস এমন কি কিংবদন্তী পর্য্যন্তও নিস্তব্ধ। এই প্রকার অনেক জাতির ভাষা লিপিবদ্ধ আছে এবং সেই সকল ভাষা হইতে বর্ত্তমান অনেক ভাষার ক্রম বিকাশ হইয়াছে। ভাষাই মানবের ভাবরাজ্যের ইতিহাস। বহির্জগতের ইতিহাস তাহার একদেশ মাত্র। ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে ঐ সকল লুপ্ত জাতির ইতিহাস পুনরায় নয়নপথে আনিবার জন্য আমরা সুদূর অতীতকে বাধ্য করিতে পারি। তবে জিজ্ঞাস্য, অতীত ইতিহাসের প্রয়োজন কি? যদি অতীত আমাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে না পারে, যদি অতীতের শিক্ষা হইতে আমরা আমাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

জ্মঃ—পৃথিব্যাঃ। নিঘণ্টৌ ১ম অধ্যায়ে ১ম বর্গে 'জ্মা' ইতি শব্দ পৃথিবীনামসু পঠিতম্।

অশস্তম্—অশস্তকরান্। অমঙ্গলকরান্ ইত্যর্থঃ।

জীবনের উন্নতির পথ পরিসর করিয়া লইতে না পারি তাহা হইলে অতীত চিরবিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া যাক্, আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগের ন্যায় জীবন সংগ্রামে শত শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবিচলিত পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শত শত অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহাদিগের জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছিল। কত আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, হৃদয়ে আনন্দভাব লইয়া, বিষাদের ছায়া তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা উন্নতির মুখে ছুটিয়া ছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ের এই সকল ভাব, তাঁহাদের জাতীয় জীবনের এই সকল ইতিহাস তাঁহাদের ভাষায় এবং ভাষার প্রতিশব্দে অন্তর্নিহিত এবং অঙ্কিত আছে। ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞানের সঞ্জীবনী মন্ত্রশক্তি দ্বারা ঐ সকল ভাব পুনরুজ্জীবিত হইয়া দৈববাণির ন্যায় মুখরিত হইয় উঠে। তখন যেন শুনিতে পাই আমাদের চিরপূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণ গগনমার্গ হইতে বলিতেছেন 'সন্তানগণ! অবশ্যম্ভাবি উন্নতি তোমাদের পৈত্রিক স্বত্ত্ব। যে উন্নতির পথ আমরা দেখাইয়া গিয়াছি, সাবধান! কদাচ ঐ পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইও না। অবসাদ তুচ্ছ করিয়া, নৈরাশ্যকে পদে দলিত করিয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হও। কাহার সাধ্য তোমাদিগকে পৈত্রিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করে। কাহার সাধ্য উন্নতির পথ হইতে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে পারে। যে সকল প্রতিকূল ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা উন্নতির পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ কর এবং যে সকল অনুকূল ঘটনা আমাদিগের ঐ পথ প্রসর করিয়া দিয়াছিল তাহা গ্রহণ কর।' স্মৃতিই

আশার জনয়িত্রী এবং পোষয়িত্রী। পাঠকগণ! বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতি ছত্রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুদুর শ্বেতদ্বীপ বা শার্ম্মণ্য দেশবাসি মহাপরাক্রান্ত জাতি সকলের ধমনীতে যাঁহাদের রক্ত প্রবাহিত তাঁহাদেরই রক্ত তোমাদের ধমনীতে বাহিত হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিশ্বজনীন প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া অভিজাতের ন্যায়, ভ্রাতার ন্যায়, সমকক্ষের ন্যায় তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর। উহাই তোমাদের উপযুক্ত স্থান। পূর্ব্বপুরুষগণের অতীত ইতিহাস মুহুর্মুহু ইহাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই অতীতের শিক্ষা। ইহাই অতীত ইতিহাস আলোচনার ফল।

পাঠকগণ! বর্ত্তমান গ্রন্থে আর্য্যগণের যাযাবর জীবনই মুখ্যভাবে আলোচিত হইয়াছে। বারান্তরে সন্ধিযুগ ও কৃষিযুগের বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। কৃষিবিদ্যা মানবের স্বভাবজাত নহে। ইহা অধিগত বিদ্যা। কিরূপে আর্য্যগণ কৃষিবিদ্যা অধিগত হইলেন তাহাও ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যার সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিব। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আর্য্যগনের রীতি নীতি আচার ব্যবহার প্রভৃতি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

সমাপ্ত॥

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

পরিশিষ্ট

৫ম পৃষ্ঠা—

বিভাবরি—বৈদিকযুগে যে মার্গে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছিল পরবর্ত্তি যুগের চেষ্টা তাহা হইতে বিভিন্নমার্গাবলম্বিনী হওয়ায় অনেক স্থলে বৈদিকযুগে যে অর্থে শব্দটী প্রচলিত ছিল পরবর্ত্তি যুগে তাহা হইতে বিভিন্ন অর্থে তাহার প্রচলন হয়। আমরা দেখাইয়াছি কিরূপে 'বিভাবরি' শব্দ বৈদিকযুগে প্রভাত বেলা বুঝাইত এবং কিরূপেই বা আধুনিক যুগে রাত্রিবাচি হইয়াছে। 'দম্পতি' শব্দেরও ইতিহাস এই রূপ। বৈদিক 'দম' শব্দের অর্থ গৃহ। বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় ঐ অর্থে

---

* নিঘণ্টো ৩য় অধ্যায় ৪র্থ বর্গে 'দম' ইতি গৃহনামসু পঠ্যতে। গৃহ অর্থে 'দম' শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে বহুল মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী মন্ত্র নির্দ্দেশ করিতেছি।

মণ্ডল	সূক্ত	মন্ত্র
১ম	১	৮
,,	৬০	৪
,,	৬১	৯
,,	৬৭	৫
,,	৭১	৬
,,	৭৩	৪
,,	৭৫	৫
,,	১২৮	৪

'দম' শব্দের প্রচলন নাই। রাতীন (Latin) ভাষায় 'দোমস্' (Domus), অঙ্গিলস (English) ভাষায় 'দোম' (Dome) এবং বৈদিকযুগের এই 'দম' একই শব্দ। অগ্নি আর্য্যজাতিগণের গৃহদেবতা (Tutelary deity) ছিলেন। ঋগ্বেদে বহুস্থলে অগ্নিকে 'দম্পতি' বা 'গৃহপতি' বলা হইয়াছে। ১ম মণ্ডল ১২৭ সূক্ত ৮ম মন্ত্রে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

"সর্ব্বাসাং সমানম্ দম্পতিম্"

"সকল আর্য্যজাতিগণের পক্ষে তুল্যরূপে 'দম্পতি' অর্থাৎ গৃহপতি।" ৫ম মণ্ডল ২২তি সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে অগ্নিদেবকে 'দম্পতে' বলিয়া সম্বোধন

মণ্ডল	সূক্ত	মন্ত্র	
১ম	১৪৩	৪	
,,	১৭৪	৩	
২য়	১	২	
,,	,,	৭	
,,	২	১১	
৩য়	১০	২	
,,	৪৮	২	
৪র্থ	২	৮	
,,	৯	৪	
৫ম	১	৫	
,,	৬	৮	
৬ষ্ঠ	৪৩	১২	
,,	১	৬	ইত্যাদি

করা হইয়াছে। পরবর্ত্তি যুগে 'গৃহ' অর্থে বৈদিক 'দম' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল কিন্তু 'দম্পতি' শব্দ প্রচলিত রহিল। বৈদিকযুগেই 'গৃহ' বাচি শব্দ সকলের দ্বারা 'জায়া' বা গৃহিণী এই অর্থ উদ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। আমরা ৩য় মণ্ডল ৫৩শ২ সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে দেখিতে পাই—

"জায়া ইৎ অস্তম্ মঘবন্ সা ইৎ উ যোনিঃ"

"হে মঘবন্! জায়াই গৃহ, তিনিই ভবন।" এই ভাবই পরবর্ত্তি যুগের মনীষিগণের উক্তিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"গৃহিণী গৃহমিত্যাহুঃ ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে।"

"গৃহিণীকেই গৃহ বলে, গৃহকে গৃহ বলে না" অর্থাৎ যে গৃহে গৃহিণী নাই তাহা গৃহই নহে। এইরূপে 'দম্পতি' শব্দের পূর্ব্বাংশভূত 'দম' শব্দ গৃহবাচি হইলেও গৃহিণী বা জায়া উহার গৌণাভিব্যক্তিরূপে পরিকল্পিত হইল। ক্রমশঃ 'গৃহ' অর্থে 'দম' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেলে এই গৌণাভিব্যক্তিই মুখ্যাভিব্যক্তির স্থান অধিকার করিল। শুধু তাহাই নহে। বৈয়াকরণগণ স্থির করিলেন যে 'দম' শব্দ জায়া শব্দের রূপান্তর মাত্র এবং সূত্র করিলেন "পতি শব্দের সহিত সমাসে জায়া শব্দের বিকল্পে 'দম্' এইরূপ হয়।" ধন্য নিপাতন! তুমি বৈয়াকরণের সকল বাধা বিঘ্ন নিপাত করিয়া চিরজীবি হও। বস্তুতঃ 'দম' একটা স্বাধীন শব্দ। 'জায়া' শব্দের সহিত উহার বাহ্য কোন সম্পর্ক নাই। 'জায়া' শব্দের কোন প্রকার বিকৃতি দ্বারা 'দম' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে না। 'দম' শব্দের 'জায়া' অর্থে গৌণাভিব্যক্তিই মুখ্যাভিব্যক্তি-রূপে কল্পিত হইয়া 'দম্পতি' শব্দ 'জায়াপতি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'জায়া' শব্দ স্থলে 'দম' আদেশের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই।

৯ম পৃষ্ঠা—

অস্থন্বান্, অনস্থা—এই দুইটী শব্দ ঋগ্বেদে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

"কো দদর্শ প্রথমম্ জায়মানম্
অস্থন্বন্তম্ যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যাঃ অসুঃ অসৃগ্ আত্মা ক্বস্বিৎ
কো বিদ্বাংসম্ উপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥"

১ম মণ্ডল ১৬৪ সূক্ত ৪র্থ মন্ত্র।

(৫ম অধ্যায় ১৩৪ পৃষ্ঠা দেখ)

"অস্থন্বান্ অর্থাৎ যাযাবরদিগের প্রথম উৎপত্তি কে দেখিয়াছিল? অনস্থা অর্থাৎ স্থিতিশীলগণ যখন প্রথম ভূমি হইতে রক্তমাংসের পুষ্টিসাধন এবং প্রাণধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাই বা কে দেখিয়াছিল? বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছে?" এই মন্ত্রে 'অস্থন্বান্' এবং 'অনস্থা' এই শব্দদ্বয় দ্বারা আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের দুইটী প্রধান যুগ—যাযাবর যুগ এবং স্থিতিশীল কৃষিযুগ—উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যে যুগে স্থিতি নাই—যে যুগে আর্য্যগণ গতিশীল যাযাবর বৃত্তিপর ছিলেন—ইহাই 'অস্থন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি। 'অস্থন্' যাঁহার আছে তিনিই 'অস্থন্বান্' অর্থাৎ যাযাবর। আবার 'অস্থন্' যাঁহার নাই তিনিই 'অনস্থন্' বা 'অনস্থা' অর্থাৎ স্থিতিশীল। এই স্থিতিশীল যুগেই যে আর্য্যগণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত মন্ত্রের তৃতীয় চরণ হইতে সম্যক্ প্রতীত হয়। গতিশীল যাযাবর যুগে যেরূপ আর্য্যগণ আপনাদিগের 'জগতঃ' 'আয়বঃ' এবং 'অনবঃ' এই সকল নামীকরণ

করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্থিতিশীল কৃষিযুগে তাঁহারা আপনাদিগকে 'তস্থুষঃ', 'বিবস্বন্তঃ', 'কৃষ্টয়ঃ', 'চর্ষণয়ঃ' এবং 'ক্ষিতয়ঃ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যাযাবর যুগের নামগুলিতে গতিবাচি 'গা', 'যা' এবং 'অন্‌' ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। স্থিতিশীল কৃষিযুগের নাম-গুলিতে স্থিতিবাচি 'স্থা', 'বস্‌' এবং 'ক্ষি' ধাতুর এবং কর্ষণার্থক 'কৃষ্‌' ধাতুর সত্তা লক্ষিত হয়। অতএব মহামতি যাস্কের নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গধৃত মনুষ্যবাচি শব্দগুলি পর্য্যালোচনা করিলেও আর্য্যগণের জাতীয় জীবনের ঐ দুইটী প্রধান যুগের কথা জানিতে পারা যায়। তবে উহা যে বৈদিকযুগের বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল তাহা উপরিধৃত মন্ত্রটী হইতে প্রতীয়মান হয়। ৮ম মণ্ডল ১ম সূক্ত ৩৪শং মন্ত্রে 'অনস্থ' শব্দ দৃষ্ট হয়। মন্ত্রটী এই—

"অধ্বস্থ স্থূরম্‌ দদৃশে পুরস্তাৎ
অনস্থ উরু রথরম্বমাণঃ।
শশ্বতী নারী অভিচক্ষ্য আহ
সুভদ্রম্‌ অর্য্য ভোজনম্‌ বিভর্ষি॥"

"ইহার পর মহীয়ান্‌ স্থিতিশীল স্থাণ্ডিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুরোবর্ত্তি

* স্থূরম্‌—স্থূলং স্থিতিশীলমিত্যর্থঃ।
পুরস্তাৎ—পুরোবর্তিনিমার্গে, ভবিষ্যৎজীবিকায়াম্‌।
অনস্থ—স্থিতিশীল। ন তিষ্ঠতীতি অস্থন্‌, গতিশীলঃ, তস্য ইতি অনস্থ।
অবরম্বমানঃ—অবলম্বমানঃ।
শশ্বতী—শংশমানা ইত্যর্থঃ।
ভোজনম্‌—জীবিকা, বৃত্তিঃ।

পন্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্যমানা সহধর্ম্মিণী তাহা দেখিয়া বলিলেন প্রভো! সুন্দর জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন।" আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যাযাবর যুগে আর্য্যগণের ভবিষ্যৎ বৃত্তির কিছু মাত্র নিশ্চয়তা ছিল না। এবং তন্নিবন্ধন তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিত্য উদ্বেগ জাগরূক থাকিত। স্থায়ি কৃষিযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে এই উদ্বেগ দূরীভূত হইল। অনিশ্চয়তার পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ জীবনোপায় তাঁহাদের দৃষ্টি ও সাধ্যের বিষয়ীভূত হইল। ইহাই 'দদৃশে পুরস্তাৎ'—'পুরোবর্ত্তি পন্থা দেখিতে পাইয়াছিলেন'—বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাযাবর জীবনের দৈবলব্ধ অনিশ্চিত জীবিকার পরিবর্ত্তে স্থায়ি কৃষিযুগে হলকৃষ্টা মেদিনী হইতে স্বেচ্ছামত শস্য সম্পদ্ লাভ করায় বলা হইয়াছে "সুভদ্রম্ ভোজনম্ বিভাষ"—'সুন্দর জীবিকা বা ভোজনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন।"

২১ পৃষ্ঠা—উণাদিগণ

ঈশ্বর শব্দ সিদ্ধ করিতে গিয়া উণাদিকার সূত্র করিয়াছেন "অশ্নোতে রাশুকর্ম্মণি বরট্ চ" এবং বলা হইয়াছে 'চকারাৎ উপধায়াঃ ঈৎম্।" আমরা এই সূত্রের অসার্থকতা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছি। আরও কতগুলি উদাহরণ দিয়া দেখাইব উণাদিগণের অনেক সূত্রই এইরূপ। 'নগ' শব্দ সাধিতে গিয়া উণাদিকার সূত্র করিলেন "দহে র্গো লোপো দশ্চনঃ" অর্থাৎ 'দহ' ধাতুর উত্তর 'গ' প্রত্যয় হয়, ধাতুর অন্ত্য 'হ' বর্ণের লোপ হয় এবং 'দ্' বর্ণ স্থানে 'ন' কার হয়। পাঠক ভাষা লইয়া এরূপ যাদুক্রীড়া কি কখন দেখিয়াছ? 'দহ' ধাতুতে দুইটী মাত্র প্রধান বর্ণ। তাহার একটীর লোপ করিতে হইল এবং অপর বর্ণ-

টীর স্থানে বিভিন্ন আর একটী বর্ণ আনিতে হইল। তবে ধাতুটীর আর রহিল কি? 'দহ' ধাতু না বলিয়া 'নহ' ধাতু বলিলেই ত হইত! তাহা হইলে আর 'দ' স্থানে 'ন'কার আদেশ করিবার আবশ্যক হইত না। বাস্তবিক পক্ষে দহ ধাতুর সহিত 'নগ' শব্দের আকৃতি বা অভিব্যক্তি-ঘটিত কোন সাদৃশ্যই নাই। কেন যে উণাদিকার এরূপ অসার সূত্রের অবতারণা করিলেন তাহা বলা সুকঠিন। নিষেধবাচি 'ন' শব্দের সহিত 'গম্' ধাতুর সমবায়ে 'নগ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে এবং বিকল্পে ইহার 'অগ' এই প্রকার রূপ ইহাই 'নগ' শব্দের সমীচীন ও সঙ্গত ব্যুৎপত্তি।

'সিংহ শব্দ সাধিতে গিয়া উণাদিকার এইরূপ মায়াক্রীড়া দেখাইয়াছেন। উণাদিকার সূত্র করিলেন "সিচেঃ সংজ্ঞায়াম্ হনুমৌ কশ্চ" অর্থাৎ সিচ্' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় হইবে, 'চ'কার স্থানে 'হ'কার হইবে এবং অনুস্বারের আগম হইবে। 'সিচ' ধাতুর অর্থ সিঞ্চন করা। সিংহ নামক জন্তুর সহিত সেচনবাচি 'সিচ' ধাতুর যে কি সম্বন্ধ তাহা ধারণার অতীত। 'চ'কার স্থানে 'হ'কার এবং অনুস্বারের আগম যে কোন মায়াবলে করিলেন তাহাও বুদ্ধির অগম্য। উণাদিকার এইরূপ অসার সূত্র না করিয়া একটী সাধারণ সূত্র করিতে পারিতেন যে 'বাপু হে! দুরূহ স্থলে তোমার যাহা ইচ্ছা একটী ধাতু লও এবং অনুকূল বর্ণাগম, বর্ণবিকৃতি, বর্ণধ্বংস প্রভৃতি করিয়া শব্দটী সিদ্ধ করিয়া লও।' তাহা হইলে সব আপদ নিবৃত্তি হইত। উণাদিকারের 'সিংহ' শব্দের এই ব্যুৎপত্তি মনীষিগণ গ্রহণ করেন নাই তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হয়।

"ভবেৎ বর্ণাগমাৎ হংসঃ সিংহোবর্ণবিপর্যয়াৎ।"

অর্থাৎ 'সিংহ' শব্দ 'হিংস' ধাতু হইতে বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত। কারণ চলিত ভাষায় বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা নিত্যই নূতন নূতন শব্দ গঠিত হইতে দেখা যায়। 'হিন্‌স' ধাতুর সহিতও 'সিংহ' শব্দের প্রকৃতিগত অভিব্যক্তির নিকট সম্বন্ধ আছে।

"অর্তের্নিচ্চ" অর্থাৎ 'ঋ' ধাতুর 'অন্য' এই প্রত্যয় হয় এবং তাহা 'নিৎ', এই সূত্র করিয়া উণাদিকার 'অরণ্য' এই শব্দ সিদ্ধ করেন। আমরা দেখাইয়াছি (তৃতীয় অধ্যায় ৬৭ পৃষ্ঠা দেখ) রমণীয় এই অর্থে 'রণ্য' শব্দ প্রচলিত ছিল। যাহা 'রণ্য' অর্থাৎ রমণীয় নহে তাহাই 'অরণ্য'।

'ক্ষীর' শব্দ সাধিতে গিয়া উণাদিকার সূত্র করিলেন "ঘসেঃ কিচ্চ" অর্থাৎ 'ঘস্' ধাতুর উত্তর 'ঈরন্' প্রত্যয় হয় এবং তাহার 'কিৎ' হয়। 'ঘস্' ধাতুর 'স'কারের লোপ করিতে হইবে এবং 'ঘ' বর্ণ স্থানে 'ক' ও 'ষ' আদেশ করিতে হইবে। তবে আর 'ঘস্' ধাতুর রহিল কি? ইহাকে বাদুক্রীড়া ভিন্ন আর কি বলিব। আমরা দেখাইয়াছি 'উক্ষন্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ক্ষা' এবং 'ক্ষৌণী' এই দুই শব্দ নিষ্পন্ন হয় (২য় অধ্যায় ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠা দেখ)। 'ক্ষা' শব্দ বৈদিক যুগে পৃথিবী বাচকত্বে প্রচলিত ছিল। এই 'ক্ষা' শব্দের সহিত প্রেরণার্থক 'ঈর' ধাতুর যোগে 'ক্ষীর' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'যাহা ক্ষা অর্থাৎ পৃথিবী কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় তাহা ক্ষীর অর্থাৎ জল। আবার 'ক্ষা' শব্দ গাভিবাচি হইলে 'ক্ষীর' অর্থে দুগ্ধ হয়।

'অধ্বন্' শব্দ সিদ্ধ করিতে গিয়া উণাদিকার সূত্র করিলেন "অদের্ধ চ" অর্থাৎ ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বনিপ্' প্রত্যয় হয় এবং অন্ত্য

'দ'কার স্থানে 'ধ'কার আদেশ হয়। 'দ'কার স্থানে 'ধ'কার আদেশে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কোন মন্ত্রবলে উণাদিকার ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে মার্গবাচি 'অধ্বন্' শব্দের সৃষ্টি নির্দ্দেশ করিলেন। কল্পনার একটা সীমা আছে। কিন্তু উণাদিকারের মায়া-মন্ত্রপ্রসূত সৃষ্টি কল্পনারও বহির্ভূত। আমরা দেখাইয়াছি নিষেধার্থক 'ন' শব্দের সহিত কম্পনবাচি 'ধূ' ধাতু এবং গতিবাচি বৈদিক 'অন্' ধাতুর যোগে 'অধ্বন্' শব্দ গঠিত হইয়াছে (দ্বিতীয় অধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা দেখ)। 'যেখানে গমনে কম্পিত বা বিচলিত হইতে হয় না' ইহাই 'অধ্বন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি। রাজপথ বা নির্দ্দিষ্ট মার্গ সাধারণের ব্যবহার্য্য। 'ঐ স্থান দিয়া গমনে কেহই বিচলিত করিতে বা বাধা দিতে পারে না' ইহাই 'অধ্বন্' শব্দের সহজলভ্য অর্থ। বৈদিক ভাষায় 'অধ্বন্' শব্দে অন্তরিক্ষও বুঝাইত। সেইস্থলেও এই ব্যুৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না।

"গোধূম' শব্দ সাধিতে গিয়া উণাদিকার সূত্র করিলেন "গুধে রূম্" অর্থাৎ 'গুধ্' ধাতুর উত্তর "উম" প্রত্যয় হয়। এইরূপ পদসাধনা 'ঘটকচূড়ামণি' স্থলে 'ঘটক + চূড়ামণি' এইরূপ না পড়িয়া 'ঘট + কচু + ড়ামণি' পড়ার ন্যায়। বাস্তবিক 'গোধূম' শব্দ 'গো' শব্দের সহিত কম্পনার্থক 'ধূ' ধাতুর সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। এখনও গোবলীবর্দ্দাদি দ্বারা যবধান্যাদি শস্য মর্দ্দিত করতঃ ওষধিশীর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় উহাকে 'মাড়াই' করা বলে।

এইরূপ "দধাতের্যৎ নুট্ চ" বলিয়া 'ধা' ধাতুর 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'নুট্' আগম করতঃ 'ধান্য' শব্দ সিদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ "রূ ধন্ লি ধান্যে" এই বৈদিক 'ধন্' ধাতু ধান্যার্থে প্রসিদ্ধ ছিল।

আবার "অমে র্বিষতিচিৎ" বলিয়া শত্রু অর্থে 'অম' ধাতুর উত্তর 'ত্র' প্রত্যয় করিয়া 'অমিত্র' পদ সিদ্ধ করিবার কোন সার্থকতা ছিল না। নিষেধার্থক 'ন' শব্দের সহিত বন্ধুবাচি 'মিত্র' শব্দের সমবায়ে 'অমিত্র' শব্দ গঠিত হইয়াছে। সত্য, অমিত্র শব্দ পুংলিঙ্গ এবং 'মিত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গবিশেষত্ব ব্যবহারজনিত মাত্র। তাহার জন্য অস্বাভাবিক সূত্র সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না। এইজন্যই আমরা উপোদ্‌ঘাত অধ্যায়ে বলিয়াছি "অস্মদ্দেশীয় মনীষিগণ ভাষাব্যবচ্ছেদে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন কিরূপে সেই ভাষার গঠন ও পরিপুষ্টি সাধিত হইল তদ্বিষয়ে সেরূপ লক্ষ্য রাখেন নাই।" (১ম অধ্যায় ১৩শ পৃষ্ঠা দেখ)।

৩১শৎ পৃষ্ঠা—

যাযাবর আর্য্যদিগের ভাবরাজ্যে গতিক্রিয়ার প্রবল আধিপত্য হেতু তাঁহাদের ভাষায় গতিবাচি 'গা' এবং 'অন্' ধাতুর প্রভাব।—আমরা পরিশিষ্টে এই সম্বন্ধে দুইটী মাত্র শব্দের পর্য্যালোচনা করিব—

গরুত্মং এবং নর।

অমরকোষে আমরা পাই—

"গরুত্মান্ গরুড় স্তার্ক্ষ্যো বৈনতেয়ঃ খগেশ্বরঃ"

"গরুত্মান্, গরুড়, তার্ক্ষ্য, বৈনতেয় এবং খগেশ্বর এই কয়টী পদ সমার্থবাচি।" অতএব আমরা গরুত্মান্ বিনতার পুত্র এবং যাবতীয় পক্ষিগণের রাজা ইহা দেখিতে পাই। পুরাণে এই বিনতানন্দন গরুত্মানের জন্মবৃত্তান্ত, বাল্যলীলা ও পরাক্রম এবং বংশাবলির কথা অলঙ্কভাষায় অতি বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পাঠকের ইচ্ছা হইলে

রামায়ণ মহাভারত অথবা যে কোন পুরাণ হইতে জানিতে পারিবেন। আরও দেখিতে পাইবেন এই গরুত্মান্‌টা বিষ্ণুদেবের বাহন। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির হাঙ্গামা নাই। বিষ্ণুদেবের স্মরণ মাত্রেই হাজির হইতে হইবে এবং বিষ্ণুদেবও সুদক্ষ অশ্বারোহির ন্যায় তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিবেন। গরুত্মান্ তাহার বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইবে এবং শত সহস্র যোযন নিমেষমধ্যে অতিক্রম করিবে। অহো গরুত্মন্! তোমার অবস্থায় ক্রীতদাসেরও শুষ্ক অধরে হাঁসি আসে, তাহার নৈরাশ্য কঠোর নয়নকোনে করুণাশ্রুকণার আবির্ভাব হয়। কিন্তু সত্যই কি ইহা? সত্যই কি বিশ্বব্যাপি মহীয়ান্ পরমপুরুষ পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুদেব গরুত্মান্ নামক পক্ষিবিশেষের সাহায্য অপেক্ষা করেন? পুরাণের গরুত্মৎ কল্পনায় কোন বৈদিক ভিত্তি আছে কিনা দেখা যাক্। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৮৫তি সূক্ত ৭ম মন্ত্রে রাহুগণ গোতম ঋষি মরুৎগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"বিষ্ণু র্যং ধাবৎ বৃষণম্ মদচ্যুতম্।
বয়ো ন সীদন্ অধি বর্হিষি প্রিয়ে॥" *

"মনোজ্ঞ অন্তরিক্ষে পক্ষীর ন্যায় অধিষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুদেব বলশালি এবং মদস্রাবি মরুৎগণকে ধাবিত করিলেন।" পুরাণ তাঁহার যাদুমন্ত্র-বলে অঘটন ঘটনা করিলেন—বিষ্ণুদেবকে পক্ষির স্কন্ধে বসাইয়া দিলেন।

---

* বৃষণম্—বলবত্তম্।
বয়ঃ—পক্ষী।
সীদন্—তিষ্ঠন্।
বর্হিষি—অন্তরিক্ষে।

এখন দেখা যাক 'গরুত্মান্ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? উর্দ্ধে যাহা বলিলাম পুরাণে উহার অধিক আর কিছু পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে উণাদিকার কি বলেন একবার দেখা যাক। উণাদি সূত্রে আমরা পাই "মৃগ্রো রুতিঃ" অর্থাৎ মরণার্থক 'মৃ' ধাতু এবং নিগরণার্থক 'গৃ' ধাতুর উত্তর 'উতি' বা 'উৎ' প্রত্যয় করিয়া 'মরুৎ' ও 'গরুৎ' শব্দ সিদ্ধ হয় এবং শেষোক্ত শব্দের অর্থ 'পক্ষ'। বৈয়াকরণগণ যদি ভাষার সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু বৈয়াকরণ কর্ত্তৃক কখন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, হইবেও না। তাঁহারা ব্যবচ্ছেদ করিয়া ভাষার গঠন প্রণালি বুঝাইয়া দেন এবং কিরূপে বিশুদ্ধভাবে ভাষা আয়ত্ত করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন। 'গরুৎ' শব্দ স্থলে উণাদিকার যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা কিন্তু সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যে অর্থে 'গরুৎ' শব্দ নির্দ্দেশ করিলেন অতি কষ্ট কল্পনা ব্যতিরেকে 'গৃ' ধাতুর অভিব্যক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। 'গরুত্মান্' শব্দটী আর্য্যজাতীয় শব্দ ভাণ্ডারের একটী অতি প্রাচীন শব্দ। এই শব্দটী অবিকৃতাবস্থায় আবেস্তা ও বোন্দিদাদ গ্রন্থে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। তথায় কিন্তু উহার অর্থ অন্যরূপ। 'অহুর মাজ্‌দা' (অসুর মহৎ) কর্ত্তৃক নিজের এবং নিজের পারিষদবর্গের জন্য সৃষ্ট উচ্চতম স্বর্গলোক এই অর্থে আবেস্তা ও তাহার বোন্দদাদ অধ্যায়ে 'গরুত্মান্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি বেদে 'অসুর' শব্দ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে কিরূপ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক এবং প্রাগ্বৈদিক যুগে 'অসুর' শব্দ যে দেববাচি ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব 'অহুর মাজ্‌দা' বা 'অসুর মহৎ' শব্দ

আর্য্যদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল। 'গরুত্মান্' নামক শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা এবং তাঁহার পারিষদগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। ইহাই দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ এবং তাঁহার পারিষদগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত 'গোলক'। অতএব আবেস্তা ও বেদিদাদ গ্রন্থে 'গরুত্মান্' শব্দ যে অর্থে প্রচলিত আছে তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয় 'গরুত্মান্' এবং গোলক' একই পদার্থ। এই 'গরুত্মান্' লোক ভগবান্ নারায়ণের দৈব আধার। এই ভাব লইয়া পুরাণ নারায়ণের বাহনভূত অদ্ভুত পক্ষিটীর সৃজন করিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি 'গো' বা 'গে' শব্দে 'পৃথিবী' বুঝায়। 'উৎ' শব্দের অর্থ 'ঊর্দ্ধ' দেশ এবং প্রশংসার্থে 'মতুপ্' প্রত্যয় হয়। অতএব গরুত্মান্' শব্দে 'প্রশংসিত ঊর্দ্ধলোক' এই অভিব্যক্তি জড়িত রহিয়াছে।

'নর' শব্দ বেদে মুখ্যভাবে দুইটী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে 'অশ্ব' এবং 'মনুষ্য'। নিঘণ্টু ১ম অধ্যায় ১৪শ বর্গে অশ্ববাচি শব্দ তালিকায় এবং ২য় অধ্যায় ৩য় বর্গে মনুষ্যবাচি শব্দ সমূহের মধ্যে 'নর' শব্দ দৃষ্ট হয়। এখন দেখা যাক কি সাধারণ ভাবের অভিব্যক্তির জন্য 'অশ্ব' এবং 'মনুষ্য' এই উভয় পদার্থ বাচকত্বে 'নর' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। 'নর' শব্দ 'নৃ' শব্দের সাম্প্রসারণিক রূপ মাত্র। 'নৃ' শব্দ আবার গতিবাচি 'অন্' এবং 'ঋ' ধাতুর সমবায়ে গঠিত। বর্ণাত্যয় (ablaut) হেতু আদি 'অ' বর্ণের লোপ হইয়া 'অনৃ' এই শব্দ হইতে আমরা 'নৃ' শব্দ পাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি ক্রিয়ার দ্রুতত্ব বা পূর্ণত্ব জ্ঞাপনের জন্য সমার্থক দুইটী ক্রিয়ার প্রয়োগ বা একই ক্রিয়ার বীপ্সা হইয়া থাকে। অতএব গতি-বাচি 'অন' (নিঘণ্টু ২য় অধ্যায় ১৪শ বর্গে গতিকর্ম্মবাচি শব্দ তালিকা

দেখ) এবং ‘ঋ’ ধাতুর প্রয়োগ দ্বারা ‘দ্রুত গতিশীল’ এই অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে। এই ‘দ্রুতগমনশীলতার’ অঙ্কনে অঙ্কিত হইয়াই ‘নৃ’ শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল। দ্রুতগমনশীল বলিয়াই বেদে অশ্ববাচকত্বে ‘নর’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার আমরা দেখাইয়াছি যাযাবর যুগে গতিশীলতাই মানবের প্রাথমিক ও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্যই মনুষ্যবাচকত্বে ‘নৃ’ বা ‘নর’ শব্দের প্রয়োগ সার্থক হইয়াছিল।

৫৮ পৃষ্ঠা—

“মা দুরেবাঃ উত্তরম্ সুম্নম্ উন্নশন্”

দুরেবাঃ—এই শব্দটী অতি প্রাচীন শব্দ। ইহা জেন্দ এবং পহ্লব উভয় ভাষাতেই দৃষ্ট হয়। জেন্দ ভাষায় এই শব্দটী ‘দ্রিভি’ এবং পহ্লব ভাষায় ‘দ্রীভেঃ’ এই আকারে পাওয়া যায় এবং তথায় উহার অর্থ দুর্দ্দশা’ বা ‘ভৈক্ষ্য’।

৭৭ পৃষ্ঠা—

‘অমা’ শব্দ—গৃহবাচী ‘অমা’ শব্দটীও আর্য্যজাতীয় শব্দ ভাণ্ডারে একটী অতি প্রাচীন শব্দ। যদি ‘গৃহ’ অর্থে বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় ‘অমা’ শব্দের নিরপেক্ষ প্রচলন নাই কিন্তু অঙ্গিলস (English) ভাষায় এই শব্দটী ‘হোম’ (Home) এই আকারে প্রচলিত আছে। কিন্তু অঙ্গিলস ভাষায় ‘হোম’ শব্দ হইতে বুঝা যায় না যে কেন ঐ শব্দ গৃহ-বাচকত্বে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ‘হোম’ (Home) শব্দে ভাবের অভিব্যক্তি অতিশয় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে যদিও

গৃহবাচি বৈদিক 'অমা' শব্দের নিরপেক্ষ প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু, এখনও উহার গঠনে ভাবের অভিব্যক্তি স্পষ্ট বিরাজ করিতেছে। আমরা দেখাইয়াছি যেখানে 'মা' অর্থাৎ নিষেধের অভাব তাহাই 'অমা'। এবং তাহাই অঙ্গিলগ ভাষায় 'হোম' (Home)।

১০৪ পৃষ্ঠা—

"অর্বাবতো নঃ আগহি অথো শক্র পরাবতঃ।

উ লোকো যস্তে অদ্রিবঃ ইন্দ্রেহ তত আগহি॥"

৩য় মণ্ডল ৩৭শৎ সূক্ত ১১শ মন্ত্র।

"অর্বাবৎ" শব্দের অর্থ 'অশ্ববহুল প্রদেশ' এইরূপ বলিয়াছি। কারণ নিঘণ্টুতে 'অর্বন্' বা 'অর্বা' শব্দ অশ্ববাচি শব্দ তালিকায় দৃষ্ট হয় এবং ঐ শব্দ বেদে বহুস্থলে অশ্ববাচকত্বে প্রযুক্ত হইয়াছে। জেন্দ এবং পহ্লব ভাষায় 'অর্বস্তান' বা 'অর্বস্থান' শব্দের প্রয়োগ পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপাধ্যায় দার্মেস্তেতার (Prof. Darmesteter) বলেন যে এই শব্দ দ্বারা তুগ্র্যা (Tigris) নদীর উৎপত্তি স্থান লক্ষিত হইয়াছে কারণ জেন্দ ভাষায় 'অর্বন্দ' শব্দ দ্বারা তুগ্র্যা (Tigris) নদী বুঝায়। জেন্দ ভাষায় 'রংহ' শব্দে 'সমুদ্র' বুঝায় এই জন্য উপাধ্যায় বুনসেন (Bunsen) এবং হগ (Haug) বলেন 'অর্বস্থান' অর্থে 'সমুদ্রের বেলা ভূমি' এবং তাঁহাদের মতে এই শব্দ দ্বারা 'কাশ্যপ হ্রদের (Caspian Sea) বেলাভূমি' বুঝায়। উপাধ্যায় দার্মেস্তেতারের অনুমানই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "পরাবতঃ অর্বাবতঃ আগহি" অর্থাৎ "দূর অর্বাবত প্রদেশ হইতে আগমন করুন" ইহা দ্বারা তুগ্র্যা (Tigris) নদীর উৎপত্তি স্থান, কাশ্যপ

হ্রদের নিকটবর্ত্তি প্রদেশকে বুঝাইতেছে এইরূপ মনে হয়। বেদে অশ্বিন সূক্ত সমূহে বহুস্থলে 'তুগ্র' নামক নরপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বিনযুগল তাঁহাকে শতারিত্র পোতদ্বারা জল নিমজ্জন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন (১ম মণ্ডল ১১৬শ সূক্ত ৩য় হইতে ৫ম মন্ত্র দেখ)। সম্ভবতঃ এই তুগ্র নরপতির নাম হইতেই তুগ্র্যা (বর্ত্তমান Tigris) নদীর নামীকরণ হইয়াছিল। এই তুগ্র রাজাই অশ্বিনযুগলের কৃপায় সমুদ্র-গমনক্ষম শতারিত্র পোতের আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করেন। এইজন্যই বোধ হয় বেদে ভূয়োভূয়ঃ ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

উর্দ্ধে যাহা বলিলাম তদ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে কাশ্যপ হ্রদের পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ আর্য্যগণের আদি আবসথ ছিল।

১১১ পৃষ্ঠা—

কাশ্যপ হ্রদ (Caspian Sea)—আবেস্তা গ্রন্থে এই হ্রদ 'বউরু কশ' নামে অভিহিত হইয়াছে। জেন্দ ভাষায় 'বউরু' শব্দে 'প্রশস্ত' বা 'বিস্তৃত' বুঝায়। ইহা যে সংস্কৃত ভাষার 'ভূরি' শব্দের প্রতিরূপ মাত্র তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'কশ' অর্থে জেন্দ ভাষায় 'বেলাভূমি' বুঝায়। কাশ্যপ হ্রদের 'বউরু কশ' বা 'প্রশস্ত বেলাভূমিযুক্ত' এই সংজ্ঞা দ্বারা তন্নিকটবর্ত্তি স্থানে যে আর্য্যগণের আবসথ ছিল এই অনুমান সমর্থিত হয়। কাশ্যপ হ্রদ প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ আবেস্তা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যে 'গউকরেণেম্' (সংস্কৃত ভাষায় 'গোকর্ণী') নামক পবিত্র বৃক্ষবিশেষ এই কাশ্যপ হ্রদের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল এবং তাহা 'কর' নামক এক বিশাল ভয়ঙ্কর মৎস্য দ্বারা রক্ষিত হইত। অনুমান হয় জেন্দ ভাষার

পরিশিষ্ট

'কর' শব্দের ভীতিবাচি এই গৌণাভিব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার 'করাল' শব্দে এখনও রক্ষিত আছে। পহ্লব ভাষ্যকারগণ জেন্দ 'গউকরেণেম্' (সংস্কৃত 'গোকর্ণী') বৃক্ষকে শ্বেত 'হাওম' বা শ্বেত সোম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১৪৬ পৃষ্ঠা—

আফ্রিকা মহাদেশ—'আফ্রিকা' শব্দ 'অপরিকা' এই শব্দের রূপান্তর মাত্র। 'অপরিকা' এই নামের দ্বারা বোধ হয় 'অশীয়া' (Asia) এবং 'হরিবূপীয়া' (Europe) মহাদেশে অভিযানের পর এই মহাদেশে আর্য্য-গণের অভিযান হইয়াছিল।

বৈদিকতত্ত্বে ভাষাবিজ্ঞান

বর্ণানুক্রম শব্দসূচী